কুমারতন্ত্র

নিখিল ভারতবর্ষীয় সপ্তম বৈদ্য সম্মেলনাধিনায়ক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ান্যতম সদস্য
অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়াধ্যক্ষ

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন,
এম্-এ, এম্-বি, এম্-আর-এ-এস্
কৃত।

কলিকাতা
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট
আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ
হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩২০

মূল্য ১।০

কুমার-তন্ত্র।

প্রথম অধ্যায়।

কুমারচর্য্যা।

মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র শিশুর জীবনে মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শিশু যতদিন গর্ভে অবস্থিতি করে ততদিন সে সম্পূর্ণ-রূপে সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃতন্ত্রবৃত্তি অর্থাৎ মাতার অধীন থাকে। মাতার নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস গ্রহণে গর্ভস্থিত শিশুর নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, মাতার আহারেই শিশুর আহার গ্রহণ করা হয়; কিন্তু প্রসবের পর শিশু স্বতন্ত্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ তাহাকে নিজে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে হয় এবং নিজে পান করিতে হয়, তখন তাহার মাতৃতন্ত্রবৃত্তিত্ব নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। গর্ভাশয়ে শিশু কোমল গর্ভশয্যায় অবস্থিত ছিল, সেখানে ভূবায়ুর সম্পর্কও ছিল না, প্রসূত হইবামাত্র শিশুর অঙ্গে ভূবায়ু-স্পর্শ হয় এবং ধাত্রীর কর সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে। এই বায়ু ও করের স্পর্শ শিশুর পক্ষে তখন করপত্রতুল্য বোধ হইয়া থাকে সুতরাং শ্বাস গ্রহণ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নবপ্রসূত শিশু কাঁদিয়া উঠে। এইরূপ ক্রন্দন শিশুর স্বাস্থ্যের লক্ষণ। শিশু যদি কষ্টে প্রসূত হয় কিম্বা রুগ্ন ও অপুষ্ট হয়, তাহা হইলে কখন কখন প্রসবের পর শিশু ক্রন্দন করে না—

মূর্চ্ছিত ও মৃতবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্ত আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষিগণ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন আমরা এস্থলে সেইগুলি বিবৃত করিতেছি।

প্রসবের পর মূর্চ্ছিত শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিবার উপায়।

(১) গর্ভস্থিত শিশুর কণ্ঠ কফাবৃত থাকে এইজন্ত প্রসবের পর সে অনেক সময় কাঁদিতে বা শ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া মৃতবৎ অবস্থিতি করে; অতএব সর্ব্বাগ্রে চিকিৎসক, দক্ষিণ তর্জ্জনী অঙ্গুলির নখ উত্তমরূপ কাটিয়া তাহাতে ধৌত কার্পাস তুলা জড়াইয়া শিশুর জিহ্বা, কণ্ঠ, ওষ্ঠ আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিয়া শ্লেষ্মাপহরণ করিবেন। অনেকস্থলে এইরূপ প্রক্রিয়াতেই শিশুর নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়ায় সুস্থ হইয়া থাকে।

(২) উক্ত প্রক্রিয়ায় ফল না দর্শিলে শিশুর দুই কর্ণের নিকট উত্তেজক কঠোর শব্দ করিতে হইবে। এইরূপ শ্রুতিকঠোর শব্দে শিশু "চম্‌ক্যাইয়া" উঠিলে নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন শিশুকে "চমকাইবার" জন্ত এইরূপ কঠোর শব্দোৎপাদনের উপদেশ নিষ্ফল। কেন না জাতমাত্র শিশুর শব্দ-গ্রহণশক্তি থাকে না—তখন সে বধির; বধিরের নিকট কঠোর শব্দ করা বিফল। বস্তুতঃ সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শব্দগ্রহণশক্তি না থাকিলেও শিশুর কর্ণগত শব্দবহা নাড়ীতে শ্রুতিকঠোর শব্দ যে প্রভাব উৎপাদন করে তদ্দ্বারাই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) শব্দ দ্বারা শিশুর চৈতন্তোৎপাদনের চেষ্টা বিফল হইলে স্পর্শ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিবার উপায় বলিতেছেন—দুইটী বড় বাল্‌তির একটীতে শীতল জল এবং একটীতে ঈষদুষ্ণ জল রাখিয়া, চিকিৎসক

শিশুর অংসদেশ বাম হস্তে এবং পাদদ্বয় দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া ত্বরান্বিত শিশুকে একবার উষ্ণ জলে একবার শীতল জলে পর্য্যায়ক্রমে আকণ্ঠ ডুবাইবেন। এইরূপ ২।৪ বার নিমজ্জিত করিলেই অনেক সময় শিশুর প্রাণ প্রত্যাগত হইতে দেখা যায়।

(৪) উপরিলিখিত প্রক্রিয়াও বিফল হইলে শিশুর ফুপ্‌ফুসে বায়ু প্রেরণার্থ শিশুকে, অনেক লোকে কাশপুষ্প নির্ম্মিত কুলা লইয়া অতিবেগে বাতাস করিবে। অথবা সহজ উপায় শিশুর মুখে ফুৎকার দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুর হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিবে।

নাড়ীচ্ছেদন বিধি।

কুমার পুনর্জীবিত হইয়া প্রকৃতিস্থিত হইলে তাহার নাড়ীচ্ছেদন করিতে হইবে। শিশুর নাভি হইতে আট আঙ্গুল নাড়ী মাপিয়া লইয়া দোহন করিবে। অতঃপর শিশুর নাভিবন্ধন হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে দৃঢ় কার্পাস বা ক্ষৌমসূত্র দ্বারা একটা দৃঢ় বন্ধন দিবে এই বন্ধনের কিছু উপরে আর একটী বন্ধন ঐরূপ সূত্র দ্বারা প্রদান করিবে। অনন্তর দুইটী বন্ধনের মধ্যে ছেদন করিবে। ছেদন জন্য লৌহনির্ম্মিত তীক্ষ্ণ শস্ত্র ব্যবহার করিবে। পল্লীগ্রামে কাঁচা বাঁশের "চেয়াড়ি" লইয়া নাড়ী কাটা হইয়া থাকে। এ প্রণালী উত্তম। ইহাতে দূষিতশস্ত্র জন্য রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অনেক সময় পল্লীগ্রামের ধাইরা শিশুর নাভিবন্ধনের অব্যবহিত পরেই নাড়ীচ্ছেদন করিয়া থাকে ইহাতে অনেক শিশুর উৎকট রোগ জন্মে এবং সূতিকাগারেই কালকবলে পতিত হয়। অতএব নাভিবন্ধনের পর অন্ততঃ ৪ অঙ্গুলি নাড়ী ছাড়িয়া বন্ধন দিয়া যাহাতে নাড়ী কাটা হয় এ বিষয়ে চিকিৎসক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। কোন

কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে কর্ত্তিত নাড়ীর অগ্রে বদ্ধ সূত্র শিশুর গলদেশে বেষ্টন করিয়া রাখিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। রক্তস্রাব পরীহারের জন্যই এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপরে যে প্রণালীতে নাড়ীচ্ছেদনের ব্যবস্থা দেওয়া হইল তাহাতে বন্ধন দুইটী দৃঢ় হইলে রক্তস্রাবের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না, সুতরাং নাড্যগ্রবদ্ধ সূত্র শিশুর কণ্ঠদেশে বেষ্টনের কোনই প্রয়োজন নাই। দুইটী বন্ধন দিয়া বন্ধনদ্বয়ের মধ্যে ছেদন করিতে বলার প্রয়োজন এই যে, প্রসূতি এবং শিশু উভয়ের বা যমজসন্তান প্রসবকালে কোন পক্ষেরই কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। নাড়ী-চ্ছেদনে কালবিলম্ব করা কোনমতেই উচিত নহে—এইরূপ বিলম্বে নানা বিপত্তি ঘটিয়াছে। "পুঁয়ে পাওয়া" "পেঁচো পাওয়া" প্রভৃতি যে সকল রোগ সূতিকাগারে শিশুর হইয়া থাকে বলিয়া অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা প্রচার করে, সেই সকল রোগের অধিকাংশ রোগই নাড়ীকাটার দোষে এবং শিশুর পরিচ্ছদাদির প্রতি বিশেষ নজর না রাখাতেই ঘটিয়া থাকে।

স্নান—কুমারাগার—পরিচ্ছদ প্রভৃতি।

নাড়ীচ্ছেদনের পর শিশুকে স্নান করাইবে। শীতকালে উষ্ণ জলে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল জলে অথবা কোন কোন আয়ুর্ব্বেদ বক্তার মতে সর্ব্ব ঋতুতেই শীতল জলে স্নান করান যায়। শিশুর গাত্র মল পরিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিবে না।

কুমারাগার।

চরকে সূতিকাগার এবং কুমারাগারের পৃথক্ উল্লেখ আছে, সুশ্রুতে বা বাগ্‌ভটে কুমারাগারের পৃথক্ উল্লেখ নাই—কেবল সূতিকাগারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দশ দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ নামকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রসূতি শিশুসহ সূতিকাগারে বাস করিবে, চরকাদি সকলেই এইরূপ উপদেশ

দিয়াছেন ; কিন্তু দশদিনের পর প্রসূতি ও শিশু কোথা থাকিবে তাহার স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বৈদ্যকে যেরূপ সূতিকাগার নির্ম্মাণের উপদেশ আছে আমরা তাহা "প্রসূতিতন্ত্র" নামক পুস্তকে বলিয়াছি। ইহা অবশ্য আদর্শ সূতিকাগার। কুমারাগারে অর্থাৎ শিশুর বাস করিবার ঘরে, দশদিনের পর প্রসূতি কুমারসহ বাস করিবে, ইহাই চরকাচার্য্যের অভিপ্রেত। শিশুর বাসগৃহ পরিষ্কার, পবিত্র, প্রশস্ত, সূর্য্যকিরণোদ্‌ভাসিত, একাংশ বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট অপরাংশ অপেক্ষাকৃত নির্ব্বাত হইবে। ঘরে ছারপোকা, মশা, মাছি, আরশুলা, মাকড়শা, পিপীলিকা বা ইন্দুর থাকিবে না। এইরূপ গৃহে বেশমি বস্ত্রে ঢাকা বিছানায় বেশমি বস্ত্রে আবৃত শিশুকে শয়ন করাইবে। শিশুর বাসগৃহে দিবারাত্র অগ্নি রক্ষা করিবে। প্রসূতি, অনুরক্ত হৃষ্টজন পরিবৃত থাকিবে। শিশুর গৃহ নিত্য গুগ্‌গুলাদির ধূম দ্বারা সুরভীকৃত করিতে হইবে।

শিশুর পরিচ্ছদ।

শিশুর গাত্রবস্ত্র, বিছানা, বিছানার চাদর সমস্তই কোমল, হাল্কা, পবিত্র এবং সুগন্ধি হইবে। ঘর্ম্মে মলিন, মলমূত্রের দাগযুক্ত বিছানা বা গাত্রবস্ত্র কদাপি ব্যবহার করিবে না। যদি নূতন নূতন বস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গতি না হয়, তাহা হইলে ঘর্ম্ম মলমূত্রাক্ত বস্ত্র উত্তমরূপ ধৌত করিয়া মলমূত্রের দাগ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে, পরে রৌদ্রে বেশ শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। শিশু যখন তখন মলমূত্র পরিত্যাগ করে ; অতএব বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ না করিলে পবিত্রতা রক্ষা দুষ্কর হইবে। মূত্রমলসিক্ত শয্যায় শয়ন করিলে শিশুর বিবিধ চর্ম্মরোগ জন্মিতে দেখা যায় ; অতএব প্রসূতি বা পরিচারিকা সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া শিশুর বস্ত্র ও শয্যা পরিবর্ত্তন করিবে।

তৈলমর্দ্দনাদি।

শিশুর মস্তকের সম্মুখভাগে বিশেষতঃ যেস্থানে নিম্নতা দৃষ্ট হয় সেই স্থানে সর্ষপ তৈলাক্ত কার্পাস তুলা নিরন্তর স্থাপিত করিয়া রাখিবে। ইহার নাম তৈল পিচুধারণ। অভ্যঙ্গ অর্থাৎ আপাদমস্তক তৈল মর্দ্দন, ও পাণিতাপ অর্থাৎ প্রদীপ্ত অঙ্গরে হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ, উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ পিষ্টদ্রব্য (যেমন হরিদ্রা প্রভৃতি) দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ, অঞ্জন অর্থাৎ চক্ষুতে 'কাজলপরা', সহমত স্নান এইগুলি শিশুর জন্ম হইতে হিতকর জানিবে।

মাতৃস্তন্য—ধাত্রীনিয়োগ।

মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রকৃতিপ্রদত্ত আহার। কিন্তু দেখা যায় প্রায়ই প্রসবের পর ৩।৪ দিন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ তাদৃশ থাকে না। এই সময় শিশুর আহার কি হইবে তাহাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব। প্রথম দিন অনন্তামিশ্রিত মধু ও ঘৃত তিনবার তিন সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং পান করাইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে লক্ষ্মণাসিদ্ধ ঘৃত তিন সময়ে তিনবার এবং চতুর্থ দিবসে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালে এক একবার মধু ও ঘৃত পান করাইবে। চতুর্থ দিবসে অপরাহ্নে প্রায় মাতৃস্তনে দুগ্ধাবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব তখন হইতে মাতৃস্তন্য পান করিবে। ইহাই সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের মত। চরক বলেন জন্মের প্রথম দিবসে শিশুকে মধু ও ঘৃত পান করাইয়া মাতার স্তন্য পান করিতে দিবে। সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণের পক্ষে প্রথমেই এই আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে নবজাত শিশু ৩।৪দিন কেবল মধুঘৃত পান করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে? বস্তুতঃ সর্ব্বত্র এইরূপ আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। আমরা দেখিতে পাই অনেক শিশু প্রসবের

পর ২।১দিন কিছুই খাইতে চাহে না, স্তন্য পান করিবার শক্তিও থাকে না, তাহাদের মুখে স্তনাগ্র দান করিলেও চুষিতে পারে না—কেবল নিদ্রা যায়। এই সকল শিশুকে যদি সামান্য মধুঘৃত সেবন করাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে কোনই আশঙ্কা নাই। পরে স্তন্যপানের ইচ্ছা ও সামর্থ্য হইলে অবস্থানুসারে মাতৃস্তন্য, ধাত্রীস্তন্য, গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। অনেক শিশুর প্রসবের পর স্তন্যপানের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকে দেখা যায়, এস্থলে যদি মাতৃস্তনে অত্যল্পও দুগ্ধ থাকে তাহা হইলে চরকমতানুসারে শিশু জন্মদিবস হইতেই মাতৃস্তন্য পান করিবে। মাতৃস্তনে স্তন্য যে অল্প পরিমাণে থাকে তাহা গাঢ় হইলেও পান করিতে দেওয়া যায়—এইরূপ গাঢ় মাতৃদুগ্ধের রেচকগুণ থাকায় শিশুর গর্ভ মলপাতনে সাহায্য করে। এই অত্যল্প পরিমিত মাতৃস্তন্যে শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলে স্তনে প্রচুর দুগ্ধের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত গব্য বা ছাগদুগ্ধ কাপড়ের পলিতা দ্বারা পান করিতে দিবে। পরে প্রচুর স্তন্যের আবির্ভাব হইলে কেবল মাতৃস্তন্যই পান করিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতৃদুগ্ধ শিশুর প্রশস্ত খাদ্য। এই মাতৃস্তন্য যদি দূষিত হয়—শোধনার্থ চিকিৎসা করাইবে। যদি অপ্রচুর হয়—প্রাচুর্য্যজনক আহার ব্যবস্থা করিবে। মাতৃস্তন্য সম্পূর্ণরূপে দোষবিবর্জ্জিত না হইয়া যদি কিঞ্চিৎ সদোষ হয় তাহা হইলেও হঠাৎ প্রতিনিধি কল্পনা না করিয়া প্রথমে তাহাই পান করিতে দিবে। যদি অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলেও হঠাৎ অন্য দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই অপ্রচুর স্তন্যের প্রাচুর্য্য ঘটিতে দেখা যায়। স্থূল কথা মাতৃস্তন্য সদোষ হইলে নির্দ্দোষ করিয়া, অপ্রচুর হইলে প্রচুরতা জন্মাইয়া শিশুর উপযোগী করিয়া লইতে হইবে; কেন না মাতৃস্তন্যের ন্যায় হিতকর খাদ্য শিশুর পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই।

ধাত্রীনিয়োগ।

মাতৃদুগ্ধের অভাবে ধাত্রীদুগ্ধ প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে। যাহার স্তনে দুগ্ধ আছে এইরূপ যে কোন স্ত্রীলোককে ধাত্রী নিযুক্ত করা যায় না, কারণ ধাত্রীর শরীর এবং মনের অবস্থার উপরি তৎতদনুপায়ী শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে; এইজন্য আয়ুর্ব্বেদচিন্তক ঋষিগণ ধাত্রার শারীর ও মানস গুণ দোষ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া ধাত্রী নিয়োগের যে উপদেশ দিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

ধাত্রীর শারীর গুণদোষ।

শিশু যে দেশের ধাত্রীও তদ্দেশজাতা হইবে। ধাত্রী শিশুর সমবর্ণা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্য, হইবে। ধাত্রী বালা বা বৃদ্ধা হইবে না—মধ্যবয়স্কা হইবে। যে অধিকাঙ্গী (যেমন অঙ্গুলি বা দন্ত অধিক), হীনাঙ্গী বা বিকৃতাঙ্গী (যেমন কাণা, ট্যারা, ঠোঁটকাটা, খোঁড়া কুঁজো ইত্যাদি) নহে, যাহার দেহ অতি দীর্ঘ বা অতি খর্ব্ব, অতি স্থূল বা অতি কৃশ নহে, যাহার স্তনদুগ্ধ প্রচুর ও বিশুদ্ধ, যাহার সমস্ত সন্তান জীবিত আছে, যাহার স্তনদ্বয় অতি লম্ব, অতি উর্দ্ধ, অতি শীর্ণ, অতিস্থূল নহে, যাহার স্তনবৃন্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট নহে, যাহার শরীরে কোন রোগ নাই—এইরূপ স্ত্রীলোককে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিবে।

ধাত্রীর মানসিক গুণদোষ।

যে স্ত্রীলোক পবিত্র স্বভাব, লোভবর্জ্জিত, বিনীতা, সৎকুলোৎপন্না, সর্ব্বদা হৃষ্টা, অতি পুত্রস্নেহবতী, স্বাধীনা, অল্পসন্তুষ্টা, কুটিলতাবর্জ্জিত এবং শিশুকে নিজ পুত্রতুল্য দেখে, তাহাকে ধাত্রীরূপে গ্রহণ করিবে।

ধাত্রীকর্ম্ম।

উপরি লিখিত গুণযুক্তা ধাত্রী বা মাতা নিত্য স্নানান্তে চন্দনাদি সুরভি দ্রব্য অনুলেপন এবং শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্তনদ্বয় ধৌত করিয়া প্রহৃষ্টমনে শিশুকে প্রথমে দক্ষিণ স্তন পান করাইবে। শিশুর মুখে স্তন্যপানার্থ স্তনদান করিবার পূর্ব্বে স্তনের দুগ্ধ কিঞ্চিৎ স্রাব করাইয়া লইবে। অধৌত স্তনপানে স্তনলগ্ন স্বেদাদি মল শিশুর উদরস্থ হইয়া থাকে এবং অস্রুতস্তন্য পান করিলে অতি দুগ্ধপূর্ণ স্তনপানে শিশুর কাস শ্বাস বমি হইতে পারে। ক্ষুধার্ত্তা, পরিশ্রান্তা শোকগ্রস্তা, ক্রুদ্ধা, উৎকণ্ঠিতা অবস্থায় ধাত্রী বা মাতা শিশুকে স্তন্যপান, করাইলে শিশুর পীড়া হইয়া থাকে। ধাত্রী বা মাতা যদি অপথ্যভোজিনী হয় বা ভুক্তান্ন সুজীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভোজন করে বা অজীর্ণ রোগগ্রস্তা হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিকৃত স্তন্য পান করিয়া শিশুর বিবিধ উৎকট ব্যাধি জন্মিয়া থাকে এবং শিশু দুর্ব্বলেন্দ্রিয় এবং অল্লায়ু হয়। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দুইটি দুগ্ধধাত্রী নিয়োগের উপদেশ আছে; কিন্তু সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ নানাস্তন্যের বহু অনিষ্টকারিতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা নানাস্তন্যের বহু ব্যাধিজনকত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব আমরা বহু ধাত্রী নিয়োগের ব্যবস্থার সমাদর করিতে পারিলাম না। সংপ্রতি উপরিলিখিত গুণসম্পন্না একটী ধাত্রী সংগ্রহ করাই সাধারণের পক্ষে দুষ্কর, বহুধাত্রী সংগ্রহের ত কথাই নাই।

স্তন্যপরীক্ষা।

স্তনদুগ্ধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। বলা বাহুল্য উহা দূষিত হইলে শিশুর সুস্থতা আশা করা যাইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদচিন্তকগণ দূষিত স্তনদুগ্ধের যে পরীক্ষা উপদেশ দিয়াছেন আমরা তাহাই এস্থলে ব্যাখ্যা

করিব। জলে স্তন্যদুগ্ধের পরীক্ষা করিবে। স্তনদুগ্ধ যদি স্পর্শে শীতল, স্বাদে অম্ল, দেখিতে পাৎলা ও শঙ্খের মত বর্ণবিশিষ্ট এবং জলে ফেলিলে, জলের সহিত একীভূত হইয়া মিলিয়া যায়, দুগ্ধে যদি ফেনা না হয়, অঙ্গুলিতে লইয়া পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিলে বা জলে দিলে যদি তারের মত না দেখা যায়, যদি জলে না ভাসিয়া, না ডুবিয়া জলের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্তনদুগ্ধ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। এইরূপ স্তন্যপানে শিশুর আরোগ্যলাভ, দেহ দিন দিন পুষ্ট এবং বল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যদি স্তনদুগ্ধ জলে ভাসে, যদি তাহার স্বাদ কষায় হয়, তাহা হইলে বায়ু কর্ত্তৃক, যদি স্বাদ অম্ল ও তিক্ত এবং পীতবর্ণ রেখা জলের উপরি দেখা যায়, তাহা হইলে পিত্ত কর্ত্তৃক এবং যদি জলে ডুবিয়া যায় তাহা হইলে কফ কর্ত্তৃক দূষিত বলিয়া জানিবে।

স্তন্যনাশহেতু।

প্রসূতির বা ধাত্রীর দেহ পুষ্ট, নীরোগ এবং আহারের সুব্যবস্থা থাকিলেই যে স্তনে প্রচুর দুগ্ধ থাকিবে সর্ব্বত্র এরূপ আশা করা যায় না। অনেক কৃশা তাদৃশ সুস্থও নহে, এরূপ প্রসূতির স্তনে সুপ্রচুর দুগ্ধ থাকিতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদে স্তন্যের অল্পতার যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমেই "অবাৎসল্যাৎ" এই কারণটী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বাৎসল্য অর্থাৎ পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যই স্তন্যস্রাবের প্রধান ও প্রথম কারণ। এই প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, নারীগণের দুগ্ধস্রাবে শারীরিক কারণ অপেক্ষা মানসিক প্রভাব অধিকতর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ভয়, শোক, ক্রোধ, অতিরিক্ত শ্রম, উপবাস এবং গর্ভধারণ এই সকল কারণেও স্তন্যের স্বল্পতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মাতা গর্ভবতী হইলে মাতার স্তন্য কেবল যে অল্প হয় এমন নহে, বস্তুতঃ স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে।

স্তন্যজনক আহারবিহার।

যে সকল কারণে স্তন্য নাশ হইয়া থাকে তৎসমুদায় পরিহার করিলে স্তন্য বর্দ্ধিত হইবে। পাণিফল, শতমূলীর মোরব্বা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, লাউ, নারিকেল, কেশুর, মাংস (জলজ বা জল সন্নিহিত প্রাণীর), গোধূম, শালিতণ্ডুলের অন্ন, সীধু ভিন্ন অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্তন্যজনক মদ্য, অধিক মাত্রায় মিষ্টদ্রব্য ও অম্ল, লবণ রস, দুগ্ধপান, অন্য দ্রববস্তু সেবন, মনের সুখ এবং বিশ্রাম স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক। কলম নামক কাশ্মীরী চাউলের চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলেও স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। শিশু ক্ষুধানুযায়ী স্তন্য না পাইলে কৃশ, দুর্ব্বল এবং পীড়িত হইয়া পড়ে। ঐরূপ অবস্থায় মাতৃস্তন্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ গো বা ছাগদুগ্ধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে মাতৃস্তন্যের বর্দ্ধনোপায়গুলির পরীক্ষা করা উচিত। স্তন্য বর্দ্ধনোপায়ের মধ্যে মনের সুখ এবং বিশ্রাম সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বিলাতী বিলাসিতার কৃপায় মনের সুখ আকাশকুসুম হইয়া পড়িয়াছে। এক সম্প্রদায়ের রমণী-গণের অতিশ্রমে স্তন্যনাশ হইতেছে, অপর সম্প্রদায়ের নারীগণের অতি বিশ্রামে স্তন্য দূষিত হইতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরা স্বীয় গৃহস্থলীর সমস্ত কার্য্য এবং স্ব স্ব কৃষিকার্য্যে স্বামীকে কোন কোন বিষয়ে হয়ত সাহায্য করিত। কিন্তু অধুনা খাদ্যবস্তু দুর্ম্মূল্য হওয়ায় বা নগদ পয়সার মোহে ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষবৎ বিদেশীয়গণের প্রতিষ্ঠিত কলকারখানায় চাকরী করে। গৃহস্থলী বা কৃষিক্ষেত্রের উন্মুক্ত বাতাসের পরিবর্ত্তে তাহারা সহস্রজনসেবিত রুদ্ধ গৃহের কলুষিত বাতাসে অনুচিত সময়ে পরের হুকুমে উচিতাধিক শ্রম

করিয়া থাকে। ইহাদের অনেকেই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না সুতরাং খাদ্যাভাব দুশ্চিন্তা ও অপরিমিত শ্রমে ইহাদের স্তন্যনাশ হয়। দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার অর্থ না থাকায় বুভুক্ষিত শিশুকে হয়ত ভাল করিয়া দাঁত উঠার পূর্ব্বেই কঠিন, স্থূল খাদ্য দান করিতে বাধ্য হয় অথবা অর্দ্ধাশনে রাখে। ফলে স্বল্পকাল মধ্যে এই সকল শিশু কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা যাবজ্জীবন জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ইহাই দরিদ্র ইতর লোকের দশা। গৃহস্থ ভদ্রলোকের গৃহে প্রসূতির স্তন্যের অল্পতা হইলে স্তনদুগ্ধবর্দ্ধনের কোন ব্যবস্থা করা হয় না, তৎপরিবর্ত্তে গোদুগ্ধের ব্যবস্থা হয়। আজকাল বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ বহুস্থলে (বিশেষতঃ সহরে) দুর্লভ অথবা দুর্মূল্য, সুতরাং যতপ্রকারে বিকৃত হইতে পারে সেইরূপ নামমাত্র দুগ্ধ শিশুকে সেবন করান হয়। ইহার ফল—শিশু যকৃৎ রোগ। অথবা কেহ কেহ মাতৃস্তন্যের অল্পতায় সাগু, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসারমূলক খাদ্য বা বিলাতী 'ফুড', ব্যবসায়িগণের প্রলুব্ধ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই শিশুকে সেবন করাইয়া থাকে। ফলে শিশুর পরিপাক শক্তি যাবজ্জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। উত্তমরূপ দন্তোদ্গম হইবার পরও কিছুদিন পর্য্যন্ত শিশুকে দুগ্ধপান করান আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিগণের অভিপ্রেত। শিশুর কৃত্রিম খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব!

পরিজনের করণীয়।

শিশুকে আদর করিবে। কেবল গাত্রসুখের জন্য তাহাকে লইবে। ভয় দেখাইবে না, তাড়না করিবে না। যদি ভোজন না করে বা অহেতু রোদন করে বা কথার অবাধ্য হয়, তথাপি তাহাকে ভূত রাক্ষসাদির নাম করিয়া ভয় দেখাইবে না। হঠাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে না। আদরের স্থলেও শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিবে না। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ করিবে না।

সর্ব্বদা শিশুর চিত্তরঞ্জন করিবে। নিরন্তর তাড়না করিলে শিশু ভীরু, বিমর্ষ, মূঢ় হইয়া থাকে। তাহার সাধু কার্য্যের উৎসাহ দিবে। তাহাকে প্রসন্নচিত্ত রাখিবে। ইহাতে সে নীরোগ হইবে এবং তাহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইবে। অকারণ কাঁদাইবে না। ঔষধ পান, পথ্য গ্রহণ, কালোচিত পরিচ্ছদ ধারণ প্রভৃতি হিতকব বিষয়ে শিশুর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিবে। শিশুকে একাকী গৃহে রাখিবে না। জল, রৌদ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, শস্ত্র, উচ্চ নীচ স্থান হইতে শিশুকে রক্ষা করিবে। সামর্থ্যলাভের পূর্ব্বে বসাইবার চেষ্টা করিবে না, করিলে শিশু কুব্জ হইবে। এক বৎসরকাল শিশুকে বাড়ীর বাহির করিবে না। প্রদীপ, রৌদ্র, অগ্নি বা অন্য কোন উজ্জ্বল বস্তু তাহার চক্ষুব নিকট রাখিবে না। অনেক সময় শিশুগণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া এই মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবে। মৃত্তিকা ভক্ষণে—পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, অতিসার, ক্রিমি, বমন, অগ্নিমান্দ্য, ভ্রম, স্তন্যদ্বেষ, উদরশূল হইয়া থাকে।

শিশুর পরিচারক।

যে সর্ব্বদা শিশুকে রক্ষা করিবে যদি সে অধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলে শিশু দুরাচার, সে যদি অতি স্থূল হয় তাহা হইলে শিশু বিকটগামী, সে যদি ভোজনপ্রিয় হয় তাহা হইলে শিশু লোলুপ এবং রোগী হইয়া থাকে। শিশুর স্বভাব এই সে যাহা দেখে, যাহা শুনে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে ; সুতরাং অতি স্থূল পরিচারকের গতিবৈকল্য দেখিতে দেখিতে শিশুও বিকটগামী হইয়া থাকে, অধার্ম্মিকের আচরণ দেখিয়া দেখিয়া সেও দুরাচার হয় এবং ভোজপ্রিয়ের আহার লোলুপতা দেখিয়া শিশুও পেটুক সুতরাং রোগী হইয়া পড়ে। অতএব শিশুরক্ষণে সতত দত্তদৃষ্টি, সদাচার, না স্থূল না কৃশ ও নির্লোভ কুমারধার নিয়োগ করিবে।

শিশুর খেলনা।

যে খেলনা বিবিধ বর্ণের, যাহা শব্দ করে, যাহা মনোমুগ্ধকর, যাহা অধিক ভারী নহে, যাহার অগ্রভাগ সরু নহে, যাহা মুখে প্রবেশ করান যায় না, যাহা কোনরূপে আঘাতকারী বা প্রাণহানিকর নহে এবং যাহা দেখিয়া ভয় না জন্মে এইরূপ খেলনা শিশুকে দিবে। গালায় নির্ম্মিত গবাশ্বাদি জন্তু বা ফলাদি শিশুর পক্ষে প্রশস্ত ক্রীড়নক।

শিশুর ক্রীড়াভূমি।

শিশুর ক্রীড়াভূমি সমতল হইবে। তাহাতে শস্ত্র, পাষাণখণ্ড কিম্বা কাঁকর থাকিবে না। পাছে শিশু মৃত্তিকা ভক্ষণ করে—এইজন্য ক্রীড়াভূমিতে ত্রিকটুর কাথ কিম্বা নিম্বের কাথ সেচন করিবে।

সহরের ছেলেদের ভাগ্যে মৃত্তিকা স্পর্শই ঘটে না, ক্রীড়াভূমিত দূরের কথা। রঙ ময়লার ভয়ে, পরিষ্কার রাখার ও পোষাকের অতি বাড়াবাড়িতে শৈশব হইতেই শিশুকে একটী বস্ত্রাবৃত মাংসপিণ্ডে পরিণত করা হয়। পল্লীতেও এই রোগ প্রবেশ করিতেছে। ইহা কিছুতেই স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্যের অনুকূল নহে। যেথানে যেমন সম্ভব শিশুর অঙ্গ চালনার স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের প্রশ্রয় দিতে হইবে।

বিদ্যারম্ভ—অনুশাসন।

যখন বিদ্যার্জ্জনের শ্রম সহ্য করিতে পারিবে এরূপ বয়স হইবে তখন শিশুকে স্বীয় বর্ণানুসারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যোচিত, শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। বালককে সর্ব্বদা ধর্ম্ম এবং বিনয় শিক্ষা দিবে। এইরূপ শিক্ষা পাইলে যৌবনকালে দুষ্টাশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বিপথগামী করিতে পারিবে না।

আজকাল বিদ্যা শিক্ষার শ্রম সহ্য করিবার শক্তি লাভের

পূর্ব্বেই—পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই অনেক বালককে বিদ্যা শিক্ষায় নিয়োজিত করা হয়। গৃহে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া সহর অঞ্চলে দেখিতে পাই, কিঞ্চিৎকাল মাতার অদর্শনে রোদন করে বা বিদ্যালয় হইতে পথ চিনিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ এমন বালক বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সেকালের বিদ্যা শিক্ষা এবং আধুনিক বিদ্যা শিক্ষায় অনেক প্রভেদ। এখন আর সেই "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতার" ব্যবস্থা ও প্রশংসা নাই। প্রথম হইতে বালক বালিকারা বহু বিষয় অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হয়—একটু বয়সে আরম্ভ করিলে আবার চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়া যায় সুতরাং অনেকস্থলেই স্বাস্থ্যের বিনিময়ে বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়। ইহা ত হইল স্বাস্থ্যের কথা। ধর্ম্ম এবং বিনয় শিক্ষা আধুনিক বিদ্যালয়ের একরূপ অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফলে ভারতের বালকবালিকা দুষ্টাশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী হইতেছে। এই দুঃসময়েও যাহাদিগকে ধার্ম্মিক ও বিনয়ী দেখিতেছি—আবাল্য ধর্ম্ম ও বিনয়ের সুশিক্ষা পাইলে তাহারা কত উন্নতি করিত!

দন্তধাবন।

দুধে দাঁত পড়িয়া স্থায়ি দন্ত বাহির হইবার কিছুকাল পরে—দন্ত বন্ধন দৃঢ়তা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বালক দাঁতন করিবে না।

টীকা—দন্তনির্গমের পর ৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রসূতি ঈষদুষ্ণ জলে নির্ম্মল বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া বালকের দন্তমার্জ্জনা করিবেন। অনন্তর ৫ বৎসর বয়স হইতে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত বালক দন্তধাবন চূর্ণযোগে দন্তমার্জ্জনা করিবে। পরে নিম্ব, বকুল, বাব্‌লা প্রভৃতি তিক্তকষায় বৃক্ষের কোমল শাখা লইয়া শাখাগ্র চর্ব্বণপূর্ব্বক কূর্চ্চিকাবৎ করিয়া দন্ত-

মার্জ্জন করিবে—অথবা দন্তশোধন চূর্ণ লইয়া “ব্রস” যোগে দন্তধাবন করিবে। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বাল্যকাল হইতে যদি প্রতিবার আহারের পর ও তাম্বুল চর্ব্বণের পর দন্ত পরিষ্কার করা হয় তাহা হইলে দন্ত অকালে পতিত হয় না ও নানা মুখরোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। দন্ত কেবল মুখশোভাকর নহে—চর্ব্বণের প্রধান সাধন। সুচর্ব্বিত খাদ্য সহজে পরিপাক পাইয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূলতা করে, অতএব আবাল্য সকলেরই দন্ত রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত। প্রত্যহ বারম্বার মুখধৌত এবং দন্ত পরিষ্কার করণের প্রয়োজনীয়তা বালকবালিকার চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে বাল্যকাল হইতে দন্তধাবন অভ্যাস করাইবেন এবং উহার আচরণের উপকারিতা ও অননুষ্ঠানের অপকারিতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর আহার।

আহার অনুসারে আয়ুর্ব্বেদ বালকের তিনটী নাম রক্ষিত হইয়াছে যথা—(১) ক্ষীরপ অর্থাৎ কেবল দুগ্ধপায়ী বালক (২) ক্ষীরান্নাদ অর্থাৎ বহু দুগ্ধ ও অল্প অন্নভোজী বালক এবং (৩) অন্নাদ অর্থাৎ প্রধানতঃ অন্ন-ভোজী বালক। একবৎসর বা কিঞ্চিৎ অধিককাল পর্য্যন্ত বালক ক্ষীরপ অর্থাৎ কেবল দুগ্ধ পান করিবে। দুই বৎসর বা অধিক কাল পর্য্যন্ত বালক ক্ষীরান্নাদ অর্থাৎ দুগ্ধই অধিক ইহার সহিত কিঞ্চিৎ অন্যান্য লঘু, বৃংহণ

অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিবে। তারপর "অন্নাদ" বালকের আহার অন্নপ্রধান হইবে দুগ্ধ সহকারী মাত্র থাকিবে।

টীকা—প্রসবের পর এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু কেবল দুগ্ধ পান করিবে। কাহার দুগ্ধ?—মাতৃদুগ্ধ প্রশস্ত, তাহার অভাবে ধাত্রীদুগ্ধ, ধাত্রীর অভাবে গো বা ছাগ দুগ্ধ।

মাতৃদুগ্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতৃস্তন্য শিশুর প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট আহার। বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করিতে পাইলে শিশুর স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। শিশুর অধিকাংশ ব্যাধি দুগ্ধের দোষে ঘটিয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধের বিশুদ্ধতা, মাতার আহার বিহারের উপরি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; অতএব স্তন্যদাত্রী মাতা অতি সাবধানে হিতকর আহার বিহার করিবেন এবং স্তন্যদোষের কারণ সমূহ পরিহার করিবেন।

স্তন্যপানের নিয়ম ও সীমা।

মাতৃদুগ্ধ হিতকর বটে, কিন্তু অপরিমিত পান করাইলে উহাই আবার মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অনেক প্রসূতিকে প্রায়ই কোন নিয়মপূর্ব্বক স্তনপান করাইতে দেখা যায় না, শিশুকে কাঁদিতে দেখিলেই তাহাকে স্তনপান করিতে দেওয়া হয়। ইহা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর বোধে পরিহার করা উচিত। অনেক প্রসূতি সমস্ত রাত্রি শিশুকে বক্ষের নিকট রাখেন সুতরাং জাগ্রত হইলেই শিশু স্তনপান করিবার অবসর পায়; ইহা নিতান্ত অনিষ্টকর। ইহাতে অজীর্ণ জন্য শিশুর নানাব্যাধি জন্মিয়া থাকে, প্রসূতির নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং স্তনে ক্ষত হইতে পারে। প্রথম মাসে শিশুকে প্রতি ঘণ্টায়, দ্বিতীয় মাসে ২য় ঘণ্টা অন্তর অতঃপর শিশু যত বড় হইতে

থাকিবে তত সময় ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন্য পান করাইতে হইবে। নিয়মপূর্ব্বক স্তনপান করান অভ্যস্ত হইলে প্রসূতি ও শিশু উভয়ের পক্ষেই হিতকর। এক্ষণে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে মাতা কতদিন স্তন্যপান করাইবেন ? মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে এবং স্তনে দুগ্ধ প্রচুর থাকিলে শিশুকে এক বৎসর সময়ে দাঁত না উঠিলে আরও অধিককাল নিয়মপূর্ব্বক অবশ্য স্তন্যপান করাইতে হইবে। যদি স্তন্য শিশুর পক্ষে বস্তুতঃই অপ্রচুর হয় তাহা হইলে স্তন্য পানের সহিত গো বা ছাগ দুগ্ধ পরিমাণ মত পান করাইতে হইবে। এককালে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ সেবনে কোন আশঙ্কা নাই।

স্তন্যপানে বাধা।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে পরম হিতকর হইলেও মাতৃদুগ্ধ লাভের কতকগুলি বাধা আছে যথা—(১) মাতৃবিয়োগ, (২) দূষিত স্তন্য, (৩) মাতার পীড়া, (৪) স্তন্যনাশ, (৫) স্তন্যদানে অনিচ্ছা।

(১) **মাতৃবিয়োগ**—যে সকল শিশুর দুরদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপান কালে মাতৃবিয়োগ হয় তাহাদের পক্ষে মাতৃস্তন্যের প্রতিনিধি ধাত্রীস্তন্য। কিন্তু ধাত্রী সংগ্রহ নিতান্ত সহজ নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কিরূপ গুণসম্পন্না ধাত্রী নির্ব্বাচন করা উচিত। ধাত্রীর নিজের কিম্বা তাহার পিতৃমাতৃকুলে কোন সঞ্চারী রোগ (যথা—ফিরঙ্গরোগ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, ক্ষয় ইত্যাদি) থাকিলে, শিশুশরীরে সেই রোগ সংক্রমিত হইয়া বিষম অনিষ্টোৎপত্তি ঘটাইতে পারে। ধাত্রীর নিজ পুত্রের বয়স দুগ্ধপায়ী শিশুর বয়সের তুল্য হওয়া উচিত। ধাত্রীর যদি প্রসবের পর ঋতু হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিযুক্ত করিবে না। ধাত্রী যথোক্ত-গুণসম্পন্না হইলে তাহার দুগ্ধ পানে যেমন শিশু নবজীবন

পাইতে পারে, ধাত্রীর উল্লিখিত কোন দোষ থাকিলে তদ্রূপ শিশুরজীবন চিরবিপন্ন বা তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা এই কথা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা ধাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সাধারণ গৃহস্থলোকের পক্ষে এইরূপ ধাত্রী সংগ্রহ দুষ্কর ব্যাপার; সুতরাং মাতৃহীন শিশুর খাদ্য প্রায়ই গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রাণিদুগ্ধ শিশুকে কিরূপে পান করাইতে হয়—একথা যথাস্থানে বলিব।

(২) দূষিত স্তন্য—প্রসূতির স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিলেও স্তনদুগ্ধের দোষ জন্মিতে পারে। স্তনদুগ্ধ কিরূপ দূষিত হইলে কি প্রতীকার কর্ত্তব্য এ বিষয়ের বিবরণ স্তন্যদোষচিকিৎসায় বলা হইবে। স্তনদুগ্ধ দূষিত কি না ইহার শাস্ত্রোক্ত পরীক্ষা ছাড়িয়া দিয়া শিশু, স্তনদুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ আছে কি রুগ্ন হইতেছে এই তত্ত্বান্বেষণই উহার উত্তম পরীক্ষা বলিয়া জানিবে। পরিমিত ও কথিত মত নিয়মে স্তন পান করাইলে এবং শিশুর স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী গৃহ ও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা থাকিলেও যদি শিশু পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে স্তনদুগ্ধের দোষই পীড়ার কারণ বুঝিতে হইবে। পীড়া তাদৃশ প্রবল না হইলে স্তন্য দোষনাশক চিকিৎসার সহিত শিশুকে স্তন্যপান করান যাইতে পারে—পীড়ার প্রাবল্য দৃষ্ট হইলে স্তন্যপান বর্জ্জনপূর্ব্বক শিশুকে ধাত্রীদুগ্ধ, অভাবে গো বা ছাগদুগ্ধ পান করাইতে হইবে এবং যাবৎ স্তন্যদোষ দূরীভূত না হয় তাবৎ স্তন্যপান স্থগিত রাখিতে হইবে।

(৩) প্রসূতির পীড়া—প্রসূতির ক্ষয়াদি সংক্রামক রোগ থাকিলে শিশুকে স্তন্যপান করিতে দিবে না।

(৪) স্তন্যাল্পতা—স্তনপান না করাইলে ক্রমশঃ স্তন্য শুষ্ক হইয়া যায়, এবং নিয়মপূর্ব্বক স্তনপান করাইতে করাইতে প্রচুর স্তন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব স্তনে অল্প দুগ্ধ আছে বলিয়া কদাচ প্রসূতি

শিশুকে স্তন পান করাইতে ক্ষান্ত হইবে না। বরং শিশুর পক্ষে মাতৃ-স্তন্যের মহোপকারিতা স্মরণ করিয়া, একটী বাকশক্তিহীন নিরীহ প্রাণীর জীবন ও শুভাশুভ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া, প্রসূতি, স্তন্যদানরূপ কর্ম্মকে একটী পবিত্র ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্যবোধে, আলস্য বিলাসবর্জ্জনপূর্ব্বক তদনুষ্ঠানে সতত যত্নবতী হইবে। যে সকল প্রসূতির শিশুকে স্তন্যপান করাইবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আছে, শরীর সুস্থ থাকিলেও যদি তাহাদের স্তনদুগ্ধের অল্পতা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত স্তন্যবর্দ্ধক চিকিৎসা করাইবে। ইহাতে স্তন্য বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। স্তনের দুগ্ধ শিশুর প্রয়োজন মত না থাকিলে, যত থাকে ততই পান করাইবে, এবং গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ মাতৃস্তন্য ও অন্য দুগ্ধ একত্র পান করাইলে কোনই ক্ষতি নাই।

(৫) **প্রসূতির অনিচ্ছা**—পাঠক হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন যে সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে মাতার অনিচ্ছা—এ আবার কি? ভারতের লোকের এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বভাব সিদ্ধ; কিন্তু আজকাল আমরা এমন এক জাতীর সম্পর্কে আসিয়াছি যাঁহাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিলাসিতার বিঘ্ন হইবে বলিয়া, যথেচ্ছ বিচরণের অন্তরায় মনে করিয়া, সৌন্দর্য্যহানির আশঙ্কায় ভীত হইয়া, বস্তুতঃই আত্মজকে স্তন্যদান একটা বিরক্তিজনক উৎপাত বলিয়া মনে করে এবং যে দেশের শ্রমজীবি-ললনাগণ জীবিকার্জ্জনের জন্য কারখানা বিশেষে শিশুকে রাখিয়া কর্ম্মস্থানে যায়—কারখানার লোকেরা অর্থ লইয়া শিশুকে রক্ষা করে ও আহার দেয়—কর্ম্মান্তে মাতা আবার শিশুকে বুঝিয়া লইয়া ঘরে যায়। এই মাতৃজন-বিরুদ্ধ আচরণ ক্রমশঃ ভারতেও বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এদেশের কোন কোন ধনাঢ্যের ঘরে এমন কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থগৃহেও-

প্রসূতিগণ আর সন্তানকে স্তন্যদান করিতে চাহেন না। শুনিতে পাই কেহ বলেন স্তনে দুগ্ধ নাই, কেহ বলেন শরীর বড় দুর্ব্বল। প্রথম হইতে দুগ্ধ পান না করাইলে দুগ্ধ ত থাকিবেই না। শরীর দুর্ব্বল হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, স্তন্যপান না করানই এইরূপ দুর্ব্বলতার কারণ। ফলকথা এই সকল প্রসূতির যথার্থ অপত্য স্নেহ নাই—ইহারা নামে মাতা মাত্র। যে প্রসূতি আলস্যের বা বিলাসের মাত্রা হ্রাস করিয়া সন্তানের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য কিয়ৎকাল তাহাকে স্তনপান করাইবার ক্লেশ (?) স্বীকার করিতে কুণ্ঠিতা তাহার যে অপত্যস্নেহ আছে কিরূপে ইহা বিশ্বাস করিব? পূর্ব্বে বলিয়াছি অবাৎসল্য স্তন্যনাশের অন্যতম কারণ। এই সকল বিলাসপরায়ণা অপত্যস্নেহহীনা প্রসূতিগণকে জানাইতেছি যে সন্তানগণকে স্তন্যদান করা কেবল সন্তানের পক্ষেই হিতকর নহে—ইহাতে প্রসূতিগণের নিজেরও অনেক হিত সাধিত হইয়া থাকে।

স্তন্যপান করানর উপকারিতা।

বৎসরাবধি বা অন্ততঃ ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত কেবল বিশুদ্ধ স্তনদুগ্ধ পরিমিত মাত্রায় পান করিলে শিশু উত্তরোত্তর পুষ্ট হইতে থাকে। তাহার দাঁত উঠিবার সময় রোগের আশঙ্কা থাকে না এবং অকালে কৃত্রিম খাদ্য (বার্লি, "বিলাতী ফুড" প্রভৃতি) ব্যবহার জন্য যে মহান্ অনিষ্ট পরম্পরা ঘটিয়া থাকে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহা ত শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে, কিন্তু প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও স্তনপান করান যে অতীব উপকারী এক্ষণে আমরা তাহাই বলিতেছি।

নিয়মপূর্ব্বক একবৎসর কাল পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তন্যদান করিলে জরায়ুর অনেক পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বহুকালের অভিজ্ঞতায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে সকল প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যপান করায় না তাহাদের

অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ (Peritonitis) জরায়ু প্রদাহ, জরায়ু ক্ষত (Inflamation and cancer of the uterus) স্তনবিদ্রধি (Abscess in and cancer of the breast) প্রভৃতি উৎকট রোগ জন্মিয়া থাকে কিন্তু স্তনপান করাইলে স্তন্যদানের প্রভাবে গর্ভাশয় প্রসবের পর সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে ; সুতরাং গর্ভাশয়ের উপরিলিখিত পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের 'মাজায় বেদনা, উরুর বেদনা, অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে বা দূর পথ ভ্রমণ করিতে অসমর্থতা, শরীর ভারবোধ, যেন দেহভার বহনেও অসমর্থ' ইত্যাদি পীড়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় : প্রসবের পর গর্ভাশয় যেরূপ সঙ্কুচিত হওয়া উচিত ছিল সেইরূপ সঙ্কোচের অভাবে গর্ভাশয়ের একপ্রকার বিকৃত পরিবৃদ্ধি জন্মে। গর্ভাশয়ের এইরূপ বিবর্দ্ধনই পূর্ব্বোক্ত পীড়াসমূহের কারণ। কেবল তাহাই নহে গর্ভাশয়ের এই বিকৃতাবস্থা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত থাকিলে, পরিণামে গর্ভাশয়ের স্থানচ্যুতি, গর্ভাশয়ের অগ্র বা পশ্চাৎ দিকে বক্রতা, প্রদাহ, শ্বেতপ্রদর এক কথায় বহুবিধ স্ত্রীরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন আমরা ভাবিয়া দেখি যে, এই সকল ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও প্রাণান্তকর পীড়া পরম্পরা কেবল সন্তানকে স্তন্যদান না করার জন্য প্রসূতিগণকে ভোগ করিতে হয়, তখন আমাদের হৃদয় ক্ষোভে দ্বিধাভূত হইতে থাকে। এই যে বৎসর বৎসর বা দুই বৎসরের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীগণের গর্ভসঞ্চার হইয়া শিশুর স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক জীবন বিশেষ সঙ্কটময় হইতেছে ইহাও ঘটিতে পারিত না ; কারণ দেখা গিয়াছে যে, প্রসূতি সন্তানকে যতদিন স্তন্যদান করেন সেই সময়ের মধ্যে প্রায় ঋতুদর্শন হয় না। অথবা হইলেও গর্ভসঞ্চার কদাচিৎ হইতে দেখা যায়। আশা করি প্রসূতিগণ সমাজহিত, আত্মহিত ও সন্তানহিত স্মরণ করিয়া, এই মাতৃভাববিরুদ্ধ অনিচ্ছা হইতে সাবধানে দূরে থাকিবেন। প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা প্রত্যেক প্রসূতির

চিত্তে সন্তানকে স্তন্যদানের উপকারিতা মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

ধাত্রীদুগ্ধ।

মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশুর পক্ষে ধাত্রীদুগ্ধ প্রশস্ত। মাতৃস্তন্য পান-কালে মাতার যে সমস্ত নিয়ম পালন করা উচিত ধাত্রীকেও সেই সমস্ত আহার বিহারের নিয়ম পালন করিতে হইবে। ধাত্রীর অভ্যস্ত আহার অবগত হইয়া তাহাকে সেই জাতীয় পুষ্টিকর আহার দান করিবে। ধাত্রী আপনার সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া অপরের শিশুকে স্তন্য দান করে অর্থাৎ পরের ছেলেকে সবল করিবার জন্য আপনার সন্তানকে স্তন্যে বঞ্চিত করিয়া থাকে; সুতরাং স্তন্যদান ব্যাপারে কদাপি তাহার চিত্তপ্রসাদ জন্মিতে পারে না। এইজন্য যদি তাহার চিত্তক্ষোভ জন্মে বা স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি ধাত্রীর বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয় তবে শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে—এইজন্য আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে ধাত্রী "নিজপুত্রবদৃশং শিশৌ" হইবে অর্থাৎ স্তন্যপায়ী শিশুকে নিজ পুত্রের তুল্য দেখিবে।

গোদুগ্ধ—ছাগদুগ্ধ।

মাতৃদুগ্ধ ও ধাত্রীদুগ্ধের অভাবে শিশুকে গো বা ছাগদুগ্ধ পান করাইবে। গো বা ছাগদুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আজকাল সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যবসায়ীরা দুগ্ধে যে কত রকম জিনিষ ভেজাল দেয় তাহা আমাদের সমস্ত জানা নাই; তারপর বাসী দুধ, ফুঁকো দেওয়া দুধ, গো মহিষ দুগ্ধ মিশ্রিত দুধ, নানা গরুর দুধ, রুগ্ন গরুর দুধ প্রভৃতি কতরকম দুধ আমরা শিশুকে পান করাইতেছি। গৃহরুদ্ধ গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা যে গরু মাঠে চরিয়া ঘাস

খায় তাহার দুধ অনেক স্বাস্থ্যকর। সহরে পয়সা দিলে বরং অশুদ্ধ হউক শুদ্ধ হউক দুগ্ধ পাওয়া যায়—কিন্তু আজকাল পল্লীগ্রামে যাহার ঘরে গরু নাই তাহার পক্ষে দুগ্ধ অনেক সময় দুর্লভ হইয়া পড়ে। অনেক পল্লীর দুগ্ধ ছানা হইয়া বড় বড় সহরে চলিয়া যায়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ একরূপ দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব শিশুর অকাল মৃত্যুর এক প্রধান কারণ।

শিশুর পানীয় দুগ্ধে জল মিশাইবার নিয়ম।

বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সমপরিমাণে জল মিশাইবে কারণ গোদুগ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গুরু। তিনমাস বয়স পর্য্যন্ত জলের পরিমাণ সমান থাকিবে পরে শিশু যত বড় হইতে থাকিবে তত জলের মাত্রা কমাইয়া দুগ্ধের অর্দ্ধেক জল দিবে। ইহাতে যদি শিশুর পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে আবার সেই যত দুধ তত জল দিতে হইবে। 'একবল্কা' এই দুধ কিছু আকের চিনি সহিত শিশুকে পান করাইবে। শিশুকে কদাচ ঘন দুগ্ধ পান করাইবে না। শিশুর পক্ষে ঘন দুগ্ধ পান, বিবিধ রোগের কারণ। ঘনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মলের বর্ণ আঁটেল মাটীর মত হইতে পারে এবং পরে যকৃৎ-বৃদ্ধি অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, পিপাসা উপস্থিত হইলে শিশুর জীবন রক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়ে। দুগ্ধ অতি শীতল, অতি উষ্ণ পান করান ভাল নহে। গ্রীষ্মকালে প্রাতের সঞ্চিত দুগ্ধ অপরাহ্নে বিকৃত হইয়া থাকে অতএব ঐ সময় দুইবেলা টাট্‌কা দুগ্ধ সংগ্রহ করা উচিত।

দুগ্ধ পান করাইবার প্রণালী—পূর্ব্বে আমাদের দেশে পরিষ্কার পাৎলা কাপড়ের পলিতা দ্বারা বা শিশু অপেক্ষাকৃত বড় হইলে, ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধপান করান হইত। সংপ্রতি বিদেশীয়ের

অনুকরণে এদেশের শিশুকে বোতলে করিয়া দুগ্ধপান করান হইয়া থাকে। শিশুর দুগ্ধপানের বোতল দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়—এক রকম বোতলের নল নাই, এই বোতল হাতে করিয়া ধরিয়া শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে হয়—আর এক প্রকার বোতলের নল আছে, এই বোতল দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া শিশুর পার্শ্বে রাখিয়া নলটি মুখে দিলে শিশু ইচ্ছামত দুগ্ধ পান করিতে পারে। আলস্য-পরায়ণ মাতার পক্ষে ইহা বেশ সন্তোষজনক উপায় হইলেও এই নলযুক্ত বোতলে দুগ্ধ পান, শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন মতেই প্রশস্ত নহে। এই নল কখনই উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে পারা যায় না—উহাতে পচা দুগ্ধ সংলগ্ন থাকিয়া শিশুর স্বাস্থ্যহানি করে। প্রথমোক্ত নলহীন বোতল অপেক্ষাকৃত ভাল বটে ; কিন্তু উহাও বেশ যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার না রাখিলে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইয়া থাকে। যদি শিশুর দুগ্ধ পানার্থ বোতল ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিবার দুগ্ধ সেবন করাইবার পর বোতল গরম জলে 'ব্রস' দিয়া উত্তমরূপ পরিষ্কার করিতে হইবে। বোতল পরিষ্কার রাখিবার জন্য যত্ন লইতে না পারিলে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ানই ভাল। যদি শিশু দুগ্ধ বমন করে, প্রতিবার ২।১ চামচ চূর্ণোদক অর্থাৎ চুণের জল মিশ্রিত করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ আকের চিনি মিশাইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ছাগদুগ্ধ অনেক শিশুর বেশ সহ্য হয় ইহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা কম গুরু যেহেতু ইহাতে স্নেহের ভাগ অল্প আছে। আমাদের দেশে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মাতৃহীন শিশুকে প্রায়ই ছাগদুগ্ধ পান করান হইয়া থাকে। গোরু পোষা অপেক্ষা ছাগল পোষা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয় সাধ্য। কেবল ভারতে নহে—আয়র্লণ্ড, সুইজার্লণ্ড, ইটালী ও আমেরিকায় শিশুগণকে ছাগদুগ্ধ সেবন করান হয়। ছাগদুগ্ধের কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ আছে মাত্র—

কিন্তু খাইতে খাইতে অভ্যাস হইয়া গেলে, শিশু আর পান করিতে অনিচ্ছা দেখাইবে না। গাধার দুধ গোদুগ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে—ইহার কিন্তু রেচকগুণ আছে। শিশুর যকৃৎ দোষে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে গাধার দুগ্ধ প্রশস্ত। কোন বৈদেশিক চিকিৎসক বলেন—গাধার দুগ্ধে কিঞ্চিৎ গোদুগ্ধোত্থিত নবনীত ("ক্রিম্") মিশ্রিত করিলে উহা প্রায় নারীস্তন্যের তুল্য হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর দন্ত নির্গম—তাৎকালিক আহার ও পীড়া।

প্রথমে শিশুর 'দুধে দাঁত' উঠিয়া থাকে, পরে দুধে দাঁত পড়িয়া গেলে 'স্থায়িদন্ত' দেখা দেয়। এইরূপ দুইবার জন্মে বলিয়া দাঁতের একটী নাম 'দ্বিজ'। ২০টি 'দুধে দাঁত' সম্পূর্ণরূপ উঠিতে প্রায় দুই বৎসর লাগে—ছয় মাসের পর উঠিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আড়াই বৎসরে ২০টী দুধে দাঁত বাহির হয়। প্রথমে নীচের মাঢ়িতে ২টী মধ্যগত 'ছেদন' দন্ত উঠিয়া থাকে, তৎপরে পক্ষমধ্যে উপরের মাঢ়ার ২টী মধ্যগত 'ছেদন' দন্ত, অতঃপর দেড় মাসের মধ্যে নিম্নের মাঢ়ীর পার্শ্বগত ২টী 'ছেদন' দন্ত। অতঃপর ১২ কি ১৪ মাস বয়সে ৪টী 'পেষণ' দন্ত নির্গত হয়, ১৭।১৮ মাস বয়সে ৪টী 'শুনদন্ত' নির্গত হয় এবং ২০—৩০ মাসের মধ্যে ৪টী পশ্চাদ্‌বর্ত্তী 'পেষণ' দন্ত নির্গত হইয়া কুড়িটী দাঁত পূর্ণ হয়। 'স্থায়িদন্ত'—দুধে দাঁত পড়িয়া তত্তৎস্থলে 'স্থায়িদন্ত' বাহির হইয়া ১৪ বৎসর বয়সে ২৮টী

'স্থায়িদন্ত বাহির হয় অবশিষ্ট ৪টী দাঁতের নাম 'আক্কেল দাঁত'। এই চারিটী 'আক্কেল দাঁত' ২১—২৫ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া থাকে।

দাঁত উঠিবার সময় সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করা হইল। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—আট মাসের পর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হওয়া দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—ইহার পূর্ব্বে হইলে অল্পায়ুর লক্ষণ। দাঁত উঠিলেই যে শিশুকে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন করাইতে হইবে এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম, ইহাতে নানা রোগ জন্মিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"অথৈনং জাতদশনং ক্রমশোঽপনয়েৎ স্তনাৎ
চিরান্নিষেবমানোঽন্নং বালো নাতুর্য্যমশ্নুতে।"

শিশুর কতকগুলি দাঁত উঠিলে তাহাকে ক্রমশঃ—হঠাৎ নহে স্তন্য পান হইতে বিরত করিবে। বিলম্ব করিয়া যে বালক দুগ্ধ ভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন করিতে আরম্ভ করে তাহাকে পীড়িত হইতে হয় না।

তাহা হইলেই সেই এক বৎসর বয়স বা কিঞ্চিৎ অধিককাল পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পানের ব্যবস্থাই সমর্থিত হইতেছে। ষষ্ঠ মাসে যে অন্নপ্রাশনের বিধি আছে, তাহা উৎসব মাত্র—কার্য্যতঃ আহারান্তর দান কোন শিশুর পক্ষেই প্রতিপালিত হয় না—হওয়া উচিতও নহে। যে সকল শিশুর দন্তোদ্গমের বিলম্ব হয়, তাহাদিগকে আর দীর্ঘকাল অর্থাৎ দুই বৎসরেরও অধিক কাল দুগ্ধমাত্র পথ্যে রাখিতে হইবে। যখন শিশুর দন্তের মাড়ী ফুলিবে ও লাল হইবে, তখন সে স্তন দংশন করে এবং যাহা নিকটে পায় তাহাই মুখে দিয়া কামড়ায় এই অবস্থায় তাহাকে কামড়াইবার জন্য প্রবাল, কাষ্ঠ, রবার বা ধাতু নির্ম্মিত কোন বস্তু দংশন করিতে দিলে সত্বর দন্ত নির্গমনের সহায়তা করে।

দাঁত উঠিবার সময় শিশুর প্রায়ই জ্বর, অজীর্ণ উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, ও তড়কা হইয়া থাকে। এই সকল রোগের জন্য প্রথমেই ঔষধ প্রয়োগের

আবশ্যকতা নাই। শিশু যদি কেবল মাতৃস্তন্য পান করে তাহা হইলে মাতা অতি সতর্কতার সহিত আহার করিবেন। মাতার আহার লঘু ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। মাতার কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে তদর্থে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে, রাত্রি জাগরণাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম পালন করিতে হইবে। ইহাতেই শিশুর পীড়া প্রশমিত হইতে পারে। শিশু যদি ধাত্রীস্তন্য পান করে তাহা হইলে ধাত্রীকেও ঐ সকল নিয়ম পালন করাইবে। শিশু যদি গো ছাগাদির দুগ্ধ পান করে তাহা হইলে শিশুর পানীয় দুগ্ধের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে দুগ্ধপানের যে সাধারণ নিয়ম কথিত হইয়াছে সে সমস্ত নিয়ম পালিত হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে। এইরূপ প্রথমেই মল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে শিশুর দুগ্ধ পরিপাক পাইতেছে কিনা। অজীর্ণ হইলে দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। পূর্ব্বে তিন মাসের পর দুগ্ধের অর্দ্ধেক জল মিশাইবার কথা বলা হইয়াছে, এই অবস্থায় কিন্তু জলের পরিমাণ বাড়াইয়া যত দুধ তত জল দিতে হইবে। দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস করিয়া অগ্নিমান্দ্য, দুগ্ধে অধিক জল ও চূণের জল মিশাইয়া অজীর্ণ, উদরাময় প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হইবে—প্রায় ইহাতেই প্রশমিত হইতে দেখা যায়, না হইলে অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতির যে ঔষধ বলা হইবে, সেই সকল ঔষধের মধ্যে কোনটী সেবন করাইবে।

দন্ত নির্গমকালের পীড়া ও কৃত্রিম খাদ্য।

আমরা সকলেই বুঝি যে পীড়া আরাম করা অপেক্ষা পীড়া যাহাতে না জন্মিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা অনেক ভাল। দাঁত উঠিবার কালে যাহাতে শিশুর পীড়া জন্মিতে না পারে বা হইলেও তাদৃশ মারাত্মক না হয়, এমন কি উপায় আছে?

পূর্ব্বে শিশুর আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল নিয়ম যত্ন পূর্ব্বক পালন করিলে এবং কতকগুলি দুধে দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্বে শিশুকে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করাইয়া রাখিলে দাঁত উঠিবার সময় শিশুর বিশেষ কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বহুসংখ্যক দুধে দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুর দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য (সাগু বার্লি, এরারুট, শটীর পালো, পাণিফলের পালো ভাত বা বিলাতী 'ফুড') পরিপাক করিবার শক্তি থাকিতে পারে না। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে যতদিন না শিশুর দাঁত উঠিত ততদিন তাহাকে দুগ্ধ ভিন্ন শ্বেতসার মূলক কোন খাদ্য দেওয়া হইত না—আয়ুর্ব্বেদেও এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে কেবল দুগ্ধ এবং এক বৎসরের পর একটু একটু করিয়া অন্য খাদ্য দিবার উপদেশ আছে। কিন্তু আজকাল ৬।৭ মাস বয়সের শিশুকেও বার্লি দেওয়া হয় এবং কোন কোন শিশুকে জন্ম হইতেই বিলাতী 'ফুড' বিশেষ সেবন করান হইতেছে। ইহাকেই আমরা পূর্ব্বে 'কৃত্রিম খাদ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। নরশরীর-ক্রিয়াতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত খাদ্য পরিপাক করিবার শক্তি কোন জাতীয় নরশিশুর থাকিতে পারে না। প্রথম প্রথম হয়ত কএক বৎসর কৃত্রিম খাদ্যে পালিত শিশু বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের পরজীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে উহাদের অনেকেই অজীর্ণ রোগে যাবজ্জীবন জীবন্মৃত হইয়া কালাতিপাত করে। আমাদের দেশে যে আজকাল এত অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব—লোক যে ক্রমশঃ অল্পভোজী হইতেছে ইহার মূল কারণ এই কৃত্রিম খাদ্যে শিশু পালন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যেসকল শিশু মাতৃস্তন্যে বা গো ছাগাদির দুগ্ধে পালিত হয় তাহাদের মধ্যে দন্তোদ্গমকালের পীড়া কচিৎ হয় এবং যাহারা কৃত্রিম খাদ্যে

পালিত হয় তাহাদের মধ্যে ঐ সকল রোগ সাজ্যাতিকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মাতৃস্তন্যে পালিত শিশুর অকালমৃত্যুর সংখ্যা অতি অল্প। যাহারা গো ছাগাদির দুগ্ধে পালিত তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক, যাহারা কৃত্রিম খাদ্যে পালিত তাহাদের মধ্যে অত্যধিক। শিশুগণ জাতির উন্নতির অবলম্বন—ইহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিশুদ্ধ দুগ্ধের উপরি প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। সেই গোধন ও ধান্যধনেপূর্ণ ভারতের শিশুগণ আজ বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে বিদেশাগত 'ফুড' এরারুট, বার্লি ভক্ষণে অকালে বিবিধ রোগে জীর্ণ হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহা কি কম ক্ষোভের কথা। তোমরা কি কেহ এই জাতি-ধ্বংসকর দুঃখের কথা ভাবিয়া ইহার প্রতীকার করিবে না? ভারতীয় প্রসূতিগণ, তোমরা সংযম ও ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক নিজদেহ নীরোগ করিয়া শিশুকুলধ্বংসী কৃত্রিম খাদ্যের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ স্তন্য দানে আবার সুস্থ দীর্ঘজীবী সন্তানসমূহে দেশের সৌন্দর্য্য ও শক্তি বৃদ্ধিকর। দেশহিতচিন্তকগণ, দরিদ্রেরা পর্য্যন্ত অল্প ব্যয়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইয়া যাহাতে স্ব স্ব পুত্রকন্যাকে সুস্থ, বলবান্, দীর্ঘায়ু করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করিয়া দেশ রক্ষা কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

দূষিত স্তন্য ও শিশুরোগ।

স্তন্যপায়ী শিশুর অনেক রোগই স্তন দুগ্ধের দোষে জন্মিয়া থাকে। স্তনদুগ্ধের দোষ আবার স্তন্যদাত্রীর আহার বিহারের দোষে ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা, স্তন দুগ্ধের দোষের কারণ এবং যেরূপ দূষিত স্তনদুগ্ধ সেবন করিয়া শিশুশরীরে যেরূপ রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা বলিব।

স্তনদুগ্ধের দোষের কারণ।

ভুক্তবস্তু পরিপাক পাইবার পূর্ব্বে ভোজন, যে দ্রব্য ভোজন করা অভ্যাস নাই তাহা বা যাহা সহ্য হয় না বলিয়া জানা আছে তাহা সেবন, অসময়ে আহার, অতি মাত্রায় বা অল্প মাত্রায় ভোজন, বিরুদ্ধভোজন অর্থাৎ যে সকল বস্তু একত্র ভোজন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নহে সেইরূপ ভোজন—যেমন দুগ্ধ ও মাংস বা মৎস্য এককালে ভোজন, উপর্য্যুপরি আহার; লবণ, অম্ল, ঝাল, ক্ষারদ্রব্য অধিক মাত্রায় সেবন, বাসি, পচা জিনিষ খাওয়া অতি শোক, নিরন্তর উপবাস ও পথপর্য্যটন, অতিশয় চিন্তা; ক্রোধ, রাত্রিজাগরণ, উপস্থিত মলমূত্রের বেগ ধারণ এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগের চেষ্টা, গুড়যুক্ত পরমান্ন, খিচুড়ি, দধি, মাছ প্রভৃতি কফজনক বস্তু সেবন, ছাগ, হংস, কচ্ছপাদির মাংস ভোজন, ভোজনের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা, অতিরিক্ত মদ্যপান, কায়িক শ্রমবর্জ্জন, স্তনে আঘাত প্রাপ্তি ও পীড়া বিশেষে শরীর কৃশ হইলে বাতপিত্তকফ দূষিত হইয়া দুগ্ধবাহিনী ধমনী আশ্রয়পূর্ব্বক স্তনদুগ্ধের ৮ প্রকার দোষ জন্মায়। এই আট প্রকার দোষের মধ্যে বিরসতা, ফেনযুক্ততা এবং রুক্ষতা বায়ু কর্তৃক, বিবর্ণতা, দৌর্গন্ধ্য, পিত্ত কর্তৃক এবং স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা কফ কর্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বায়ু কর্তৃক দূষিত স্তন্যপানের ফল।

পূর্ব্বোক্ত আহার বিহারের দোষে বায়ু কুপিত হইয়া যে রস হইতে স্তন্য প্রস্তুত হয় তাহাকে দূষিত করিলে স্তন্য বিরস হইয়া থাকে। এই এই বায়ুদুষ্ট বিরস স্তন্য পান করিয়া শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে—

এইরূপ স্তন্যের স্বাদ উত্তম না হওয়ায় শিশু স্তন্যপান করিতে তাদৃশ ইচ্ছা করে না,—শিশু বৰ্দ্ধিত হয় না। কুপিত বায়ু স্তনদুগ্ধ বিলোড়িত করিয়া উহাকে ফেনযুক্ত করে—ফেনিল স্তন্য, স্তন হইতে কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হইয়া থাকে—এই স্তন্যপান করিয়া শিশুর গলার আওয়াজ বসিয়া যায়—কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, মূত্রও পরিষ্কাররূপে নির্গত হয় না—অপান বায়ু কুপিত হওয়ায় পেট ফাঁপে, তাহার বায়ুজন্য শিরোরোগ এবং অপীনস নামক নাসিকারোগ জন্মিয়া থাকে। কুপিত বায়ু স্তনদুগ্ধের স্নেহের অংশ শুষ্ক করিলে স্তনদুগ্ধ রুক্ষ হইয়া থাকে। রুক্ষ স্তন্য পান করিলে শিশুর বলহানি হইয়া থাকে।

পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত স্তন্যপানের ফল।

উষ্ণাদি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে বিবর্ণ—নীল, অতি শুভ্র বা পীতাদি বর্ণের করে। এইরূপ স্তন্য পান করিয়া শিশু বিবর্ণ, ঘর্ম্মাক্ত, সর্ব্বদা উষ্ণ শরীর, পিপাসু, স্তন্যপানে অনিচ্ছা ও তাহার তরল মলস্রাব হইতে থাকে। পিত্তকুপিত হইয়া যখন স্তনদুগ্ধকে দুর্গন্ধি করে তখন তাহা পান করিয়া শিশুর পাণ্ডুরোগ ও দুইপ্রকার কামলা রোগ (কোষ্ঠাশ্রয়া ও শাখাশ্রয়া) জন্মিয়া থাকে। এস্থলে সুখবোধার্থ দুই-প্রকার কামলা রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে—যখন কুপিত কফ কর্ত্তৃক পিত্তের মার্গ রুদ্ধ হইয়া থাকে তখন রোগীর পুরীষ তিলবাটার মত শুভ্রবর্ণ হয়। ইহা কোষ্ঠাশ্রিত কামলা। যখন কফ কর্ত্তৃক দূষিত বায়ু পিত্তকে পিত্তের স্থান হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে তখন রোগীর মল শুভ্রবর্ণ এবং মূত্র নেত্র ও গাত্রের বর্ণ পীত হইয়া থাকে, পেটফাঁপে, বুক ভার হয়, ক্রমশঃ জ্বর, দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, কাস শ্বাস দেখা দেয়। ইহাই শাখাশ্রিত কামলার লক্ষণ।

শ্লেষ্ম কর্ত্তৃক দূষিত স্তন্যপানের ফল।

স্ব-কারণ কুপিত শ্লেষ্মা স্তন্যকে অতি স্নিগ্ধ করিলে যদি শিশু সেই অতিস্নিগ্ধ স্তন্য পান করে তাহা হইলে সর্ব্বদা 'কোঁৎ পাড়ে' বমি করে, অতিরিক্ত লাল পড়ে, নিদ্রা অধিক হয় এবং সর্ব্বদা অলসভাবে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা কফ কাসি, নাকে সর্দ্দি দেখা যায়। পিচ্ছিল স্তন্য পান করিলে শিশুর অধিক লালা স্রাব হয়, মুখ ও চক্ষু ভাব ভার—শোথ-যুক্তের মত হয় এবং শিশুর কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি থাকে না। গুরুগুণান্বিত' স্তন্য পান করিলে শিশুর হৃদ্রোগ জন্মে এবং পূর্ব্ব কথিত স্তন্য জন্য বিবিধ রোগ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শিশুর বিশেষ রোগ।

"রোগবিনিশ্চয়" গ্রন্থে আমরা যে সকল রোগের নিদান লিপিবদ্ধ করিয়াছি ঐ সমস্ত রোগ শিশুরও হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে শিশুর কতকগুলি বিশেষ রোগের কথা বলিব।

তালুকণ্টক।

কুপিত কফ শিশুর তালুদেশে অবস্থিতি করিয়া 'তালুকণ্টক' রোগ জন্মায়। এই রোগে শিশুর তালুপাত (কপালের উর্দ্ধদেশে মস্তকের যে স্থান শিশুদের স্বভাবতঃ কোমল থাকে সেই স্থানটী বসিয়া যায়—নিম্ন হইয়া পড়ে), স্তন্য পানে প্রবৃত্তি থাকে না, স্তনপান করিতে কষ্ট হয়, তরল মল ত্যাগ করে, তৃষ্ণা থাকে, চক্ষু, কণ্ঠ ও মুখে বেদনা, মাথা তুলিতেপারে না ও বমন করে।

মহাপদ্ম।

শিশুর মস্তকে ও নাভি সন্নিহিত অঙ্গে পদ্মের মত বর্ণ যে বিসর্প হইয়া থাকে তাহা ত্রিদোষজ। এই বিসর্প কপালের পার্শ্বদেশ (শঙ্খ) হইতে হৃদয়ের দিকে এবং হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ দুষ্কর।

কুকূণক।

দুগ্ধ দোষে শিশুগণের এই কুকূণক নামক নেত্র রোগ চক্ষুর পাতায় জন্মিয়া থাকে। ইহাতে চক্ষুতে বেদনা, কণ্ডু ও অত্যন্ত জলস্রাব হয়। শিশু কেবল কপাল, নেত্রপ্রান্ত ও নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া থাকে। রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষু খুলিতে পারে না।

অহিপূতন।

মলত্যাগের পর শিশুর মলদ্বার উত্তমরূপে ধৌত না করিলে, মূত্রত্যাগের পর মূত্রসিক্ত মলদ্বার পরিষ্কার না করিলে কিম্বা মূত্রসিক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে, বা ঘর্ম্মাদি মল অপসারিত করিবার জন্য স্নান না করাইলে কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া শিশুর মলদ্বারে চুলকণা জন্মায়। চুলকাইতে চুলকাইতে স্ফোট জন্মে। এই সকল স্ফোট একত্র মিলিত হইয়া ঘোর ব্রণে পরিণত হয়—ইহা হইতে প্রচুর রসরক্ত স্রাব হইতে থাকে।

অজগল্লী।

শিশুর গাত্রে গাত্রসবর্ণ, চক্‌চকে, দলবদ্ধ, বেদনাহীন মুগকলায়ের মত হয় ইহাকে 'অজগল্লিকা' বলে। অজগল্লিকা বালকেরই হইয়া থাকে।

পারিগর্ভিক।

শিশুর মাতা গর্ভধারণ করিলেও যদি শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে তাহা হইলে সেই দূষিত স্তন্য পান করিয়া প্রায়ই শিশুর কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমন, আলস্য, কৃশতা, অরুচি এবং পেট বড় হইয়া থাকে। এই রোগকে পারিগর্ভিক অর্থাৎ 'এঁড়ে লাগা' বলে। শিশুকে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করাইলেও ঠিক্ পারিগর্ভিক লক্ষণ যুক্ত অজীর্ণ রোগ হইতে দেখা যায়।

ক্ষীরালসক।

মাতার ত্রিদোষ-প্রকোপকরা আহার বিহারে বায়ু পিত্ত কফ কুপিত ও বক্ষঃস্থলের দুগ্ধবহা নাড়ী আশ্রয় করিয়া ত্রিদোষদুষ্ট স্তন্য স্রাব করায়— এই স্তন্য যদি শিশু পান করে তাহা হইলে নির্ম্মল জলের মত বা ছিব্ড়ে ছিব্ড়ে, কিম্বা আমযুক্ত দুর্গন্ধ, নানাবর্ণ, ফেনা মিশ্রিত মল নির্গত হয়, মূত্র কখন পীত কখন শ্বেত, পেটফাঁপা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমন, বিজৃম্ভিকা নামক শিশুরোগ, শুষ্ক উদ্গার, অরুচি, ভ্রম, 'গা-মোড়ামুড়ি' হস্তপদ বিক্ষেপ, পেট ডাকা, নাসিকা চক্ষু মুখে ব্রণ, চক্ষু হইতে জলস্রাব, গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়া এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়—ইহার নাম ক্ষীরালসক।

অরোচক ও তন্মূলক রোগ।

অতি দিবানিদ্রা, অতিমাত্রায় শীতল জল পান ও কফ দূষিত স্তন্যপান করিলে শিশুর রসবাহিস্রোত কফকর্তৃক রুদ্ধ হইয়া অরুচি, তরুণ শ্লেষ্ম-রোগ, জ্বর ও কাস জন্মে—শিশু দিন দিন শুষ্ক হইতে থাকে এবং তাহার মুখ চিক্কণ এবং চক্ষু শুষ্ক দেখায়।

বিনাম—বিজৃম্ভিকা।

নাড়ীকাটার দোষে শিশুর বিনাম ও বিজৃম্ভিকা রোগ হয়। লোকে ইহা 'পুঁয়ে পাওয়া' 'পেঁচো পাওয়া' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

উল্বক

শিশুর জন্মের পর তাহাকে সৈন্ধব মিশ্রিত গবাঘৃত পান করাইয়া 'গর্ভাম্বু' বমন করাইবার উপদেশ আছে, যদি এইরূপে 'গর্ভাম্বু' বমন করান না হয় কিম্বা কণ্ঠগত শ্লেষ্মা অপসারিত না করান হয় তাহা হইলে দূষিত রসধাতু হৃদয়দেশ আশ্রয় করিয়া স্রোতঃসমূহ আবৃত করে তখন শিশু হাত মুঠা করিয়া অজ্ঞান হয়, বমন করে, হস্তপদ আক্ষিপ্ত করে, তাহার বুক ধড়ফড় করে এবং জ্বর হইয়া থাকে। এই রোগের নাম উল্বক বা 'তড়কা' কোন কোন আচার্য্য এই রোগকে "অম্বুপূর্ণ" বলেন।

দন্তশব্দ।

কোন কোন শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় 'দাঁত কড়মড়' করে। রুক্ষবস্তু ভোজনে বায়ুকুপিত হইয়া হনুদেশের পেশী চালিত করিলে শিশুগণ এইরূপ 'দন্ত শব্দ' করিয়া থাকে।

পশ্চারুজ।

দুষ্ট মাতৃস্তন্য পান করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া যখন গুহ্যদেশ আশ্রয় করে, তখন মলদ্বারে জোঁকের উদরদেশের মত বর্ণবিশিষ্ট একপ্রকার ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই ব্রণে জ্বালা থাকে, ব্রণাক্রান্ত স্থান উষ্ণ হয়, বেশ জ্বর হয়, এবং সবুজ বা পীতবর্ণ মল নির্গত হইতে থাকে। এই রোগের নাম পশ্চারুজ ব্রণ—এই রোগ পরম দারুণ।

শিশুর রোগজ্ঞানোপায়।

রোগিশরীরে রোগ-লক্ষণ দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়—একপ্রকার স্বয়ং-প্রকাশ একপ্রকার আতুরমাত্রবেদ্য। স্বয়ং প্রকাশ লক্ষণগুলি চিকিৎসক রোগী দেখিবামাত্র বুঝিতে পারেন যেমন শোথ, শুষ্কাঙ্গতা, মল-মূত্রাদির বর্ণ। কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে হয়—যেমন জ্বর, অন্তর্বিদ্রধি, অর্শাঙ্কুর, চক্ষুদোষ প্রভৃতি। কতকগুলি রোগী স্বয়ং না বলিলে জানা যায় না—যেমন শূল, শিরঃপীড়া অন্তর্দ্দাহ ইত্যাদি এই শেষোক্ত লক্ষণ গুলিকেই আমরা 'আতুরমাত্র বেদ্য' বলিয়াছি। যে সকল লক্ষণ প্রশ্ন করিয়া রোগীর নিকট হইতে জানিতে হয়, রোগী শিশু হইলে প্রশ্ন করিয়া সেই সকল লক্ষণ জানিবার উপায় নাই, সুতরাং অন্য কোন উপায়ে ঐ সকল লক্ষণ নিশ্চয় করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কতকগুলি সঙ্কেত কথিত হইতেছে।

শিশু নিজে যে অঙ্গ বারম্বার স্পর্শ করে কিন্তু অন্যে সেই অঙ্গ স্পর্শ করিলে যদি কাঁদিতে থাকে তাহা হইলে শিশুর সেই অঙ্গে বেদনা আছে বুঝিতে হইবে। শিশুর মস্তকে কোন রোগ থাকিলে সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে এবং মাথা খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না। বস্তিতে কোন রোগ হইলে মূত্র নির্গত হয় না এবং তজ্জন্য শিশু নিতান্ত কাতর হইয়া থাকে, অত্যন্ত পিপাসা এবং মূর্চ্ছা হয়। যদি মলমূত্র নির্গত না হয়, কেবল বিবর্ণ হইয়া যায়, বমি করে, পেট ফাঁপে, পেটডাকে তাহা হইলে উদরের কোন রোগ জন্মিয়াছে জানিবে। ক্রন্দনই সাধারণতঃ শিশুর সকল রোগের জ্ঞাপক।

শিশুর আগন্তুক রোগ।

যুবা বৃদ্ধ সকলের রোগ যেমন শারীর, মানস ও আগন্তু ভেদে ত্রিবিধ শিশুগণের রোগও তদ্রূপ ত্রিবিধ। জ্বর অতিসার প্রভৃতি শারীর রোগ,

উন্মাদ মূর্চ্ছাদি মানস রোগ এবং গ্রহের আবেশ জন্য শিশুর যে সকল রোগ পূর্ব্বাচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলি শিশুর আগন্তুরোগ। শারীর রোগের অপর নাম নিজ অর্থাৎ দোষজ রোগ। জ্বরাদি নিজ রোগ, অনুচিত আহার বিহার দ্বারা কুপিত বাতাদি কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। শোকাদি দ্বারা মন বিশেষতঃ দূষিত হইলে মানস রোগ জন্মে। আগন্তু শব্দের অর্থ যাহা বাহির হইতে আসে অর্থাৎ আগন্তু রোগের কারণের সহিত শরীরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না—জ্বর রোগের কারণ কুপিত বায়ু পিত্ত বা কফ আমাদের শরীরেরই কোন বস্তু; কিন্তু যদি লাঠির আঘাতে কোন লোকের গায়ে বেদনা, স্ফীতি ও তৎসহ জ্বর হয়, তাহা হইলে এই জ্বরকে নিজ রোগ না বলিয়া আগন্তুরোগ বলিব; কেননা এখানে জ্বরের কারণ বাহিরের বস্তু—উহা আমার দেহের উপদানীভূত কোন দ্রব্য নহে। অবশ্য এই লাঠির আঘাতে পরে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়াই জ্বর উৎপাদন করিয়াছে। যদি তাহাই হয় তবে লোষ্ট্রাঘাতজনিত জ্বরকেও নিজজ্বর বলিব না কেন? ইহা **প্রথমেই** বাতাদি দোষ জন্মায় নাই এবং এই জ্বরের **বিশেষ চিকিৎসা** আছে এই দুইটী কথা বুঝাইবার জন্য উহাকে আগন্তুজ্বরই বলিব। এখানে তবু লাঠির সহিত দেহের সংযোগ আছে কিন্তু এরূপ অনেক আগন্তু কারণ আছে যাহাদের সহিত রোগীর দেহের কোনই সম্পর্ক নাই—যেমন অভিচার জন্য আগন্তুজ্বর অর্থাৎ কাশীস্থিত কোন লোক কলিকাতাস্থিত একজন লোকের অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়া, রক্ত, লোম, সর্ষপাদি দ্বারা যাগ করিলে, সেই কলিকাতাস্থিত লোকটীর যদি অভিচার জন্য আগন্তুজ্বর হয়, তাহা হইলে এই অভিচারের সহিত জ্বরের কার্য্য কারণ ভাব স্থাপন করা অতি দুরূহ ব্যাপার। রোগী অভিচারের কথা জ্ঞাত থাকিলে ঐ অভিচার জন্য আগন্তুজ্বর হইবে নচেৎ হইবে না, আয়ুঃশাস্ত্রে এমন কোন

কথার উল্লেখ নাই, সুতরাং রোগীর মনে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া জ্বরোৎপাদন করিয়াছে এরূপ তর্ক উপস্থিত করিবার অবসর নাই। কোন কোন আগন্তু রোগের অপূর্ব্ব কারণের সহিত ঐ রোগের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না বলিয়াই শিশুর গ্রহাবেশজন্ম পীড়ার প্রতি অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল গ্রহের নামযুক্ত রোগের নাম (যেমন "স্কন্দার্ত্তের লক্ষণ") পড়িয়াই বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। গ্রহের নাম ভুলিয়া যদি আমরা স্কন্দার্ত্তের লক্ষণ পাঠ করি তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে স্কন্দগ্রহের আবেশে শিশুর যে রোগ জন্মে তাহা শিশুর বাতব্যাধি বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে· এবং এই 'স্কন্দার্ত্তের' চিকিৎসা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে গ্রন্থকার বাত বিকারেরই প্রতীকার করিতেছেন। অতএব কিছুই যুক্তি অতিক্রম করিতেছে না। প্রত্যেক গ্রহাবেশ জন্ম রোগের দুইটী করিয়া চিকিৎসা আছে যুক্তিব্যপাশ্রয় অর্থাৎ পরিষেচন, অভ্যঙ্গ, ধূপনাদিরূপে ঔষধ প্রয়োগ এবং দৈবব্যপাশ্রয় অর্থাৎ মন্ত্রবলিহোমাদি দ্বারা চিকিৎসা। আমরা দুইটী কারণে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা বিশদভাবে লিখি নাই—প্রথম কারণ—আলোচনা না থাকায় এই চিকিৎসা-প্রণালী লোকে ভুলিয়া গিয়াছে আজকাল দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা করিবার অধিকারী চিকিৎসকও নাই—স্ত্রী, মাংস, মধু বর্জ্জনপূর্ব্বক সত্যজপপরায়ণ ব্যক্তি যে মন্ত্র উচ্চারণ না করে সেইমন্ত্র ফলপ্রদ হয় না। বিকৃতোচ্চারিত মন্ত্রও বিফল হয়। এবিষয় আমরা বিষতন্ত্রে সর্পবিষ চিকিৎসায় দেখাইয়াছি। সুতরাং আজকাল আর মন্ত্রসকল হইবার আশা নাই।

দ্বিতীয় কারণ—যথার্থ অধিকারীর অভাবে মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি তিরোহিত হইলেও, যে শিশুর জন্ম দৈব চিকিৎসার অনুষ্ঠান করা হইবে তাহার মনে যদি প্রক্রিয়াগুলি কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে

পারিত, তাহা হইলেও বরং ফলের প্রত্যাশা থাকিত, কিন্তু আজকাল সমাজে ১২ বা ১৫ বৎসর বয়সের রোগীর কেহ আর শিশু চিকিৎসা করাইতেও চাহে না, কোন চিকিৎসক করেনও না। ৩—৫ বৎসর পর্য্যন্ত অধুনা শিশু চিকিৎসার অবসর থাকে। সুতরাং নিশীথে নদীতীরে বা বৃক্ষতলে স্নান, দুর্ব্বর্ণ মন্ত্র পাঠাদি, যে, এতাদৃশ অল্প বয়স্ক শিশুর মনে আরোগ্যের অনুকূল কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না। এই সকল কারণে আমরা দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসার উল্লেখ করি নাই। যদি কেহ কোন প্রভাব বিস্তারের আশা করেন মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারী চিকিৎসক সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

এক্ষণে আমরা শিশুর আগন্তু রোগ অর্থাৎ গ্রহাবেশ জন্য রোগের লক্ষণ বলিব।

গ্রহোপসৃষ্টের সামান্য লক্ষণ।

সর্ব্বদা রোদন' জ্বর, চম্‌কে উঠা. চক্ষু কপালে তোলা, আর্ত্তের ন্যায় ভাব, মুখ হইতে ফেন নির্গম, ভ্রূ কুঞ্চিত করা, ঠোঁট কামড়ান, জাগিয়া থাকা, অতি অস্পষ্টভাবে কথা বলা, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, কণ্ঠস্বর বিকৃত, নিজের বা ধাত্রীর গা আচড়ান, এই সকল লক্ষণের কতকগুলি দেখা গেলেই বুঝিতে হইবে শিশুর দেহে কোন না কোন গ্রহের আবেশ হইয়াছে।

স্কন্দার্ত্তের লক্ষণ।

একটি চক্ষু হইতে জল পড়ে, বারম্বার মস্তক সঞ্চালন করে, শরীরের অর্দ্ধাংশের সঞ্চালন শক্তি লোপ পায় বা স্তব্ধ হইয়া যায়, ঘর্ম্ম হয়, ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, দাঁত কড়মড় করে, স্তন্যপান করে না, ভয় পায়, কাঁদে

গলার আওয়াজ ভাঙ্গাভাঙ্গা, মুখ বাঁকিয়া যায়, লালা বমি করে, বার বার উপর দিকে চাহিতে থাকে, চঞ্চলভাব, গাত্রে চর্ব্বি বা রক্তের গন্ধ, হাত মুঠা করিয়াথাকে, মল কঠিন, এক দিকের চক্ষু, গণ্ড ও ভ্রূ স্পন্দিত হয়, চক্ষু দুইটী লালবর্ণ, এইগুলি স্কন্দগ্রহার্ত্ত শিশুর দেহে প্রকাশ পায়। শিশু স্কন্দগ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যদি বা রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন অঙ্গের বিকলতা জন্মিয়া থাকে।

স্কন্দাপস্মারার্ত্তের লক্ষণ।

এই জ্ঞানলোপ এই সজ্ঞান. চুল টানিয়া ছিন্ন করা, ঘাড় বাঁকিয়া যাওয়া, হাই তুলিবার সময় দেহ বাঁকিয়া যায়, অধিক মল মূত্র নির্গম, প্রস্থতির স্তন এবং নিজের জিহ্বা কামড়ান, রাগ, জ্বর, অনিদ্রা, গাত্রের গন্ধ পূয বা রক্তের গন্ধের মং, এইগুলি, স্কন্দাপস্মার গ্রহের আবেশ হইলে শিশুশরীরে দৃষ্ট হয়।

নৈগমেয়গ্রহার্ত্তের লক্ষণ।

উদরে বেদনা ও স্ফীতি, হাত পা ঘন ঘন সঞ্চালন করা, মুখ হইতে ফেনা বাহির হওয়া, পিপাসা, হাত মুঠা করা, অতিসার, গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, শরীরের বর্ণ বিকৃত হইয়া যায়, বিড়বিড় করিয়া কি বলে বুঝা যায় না, বমি, কাস' হিক্কা, অনিদ্রা, ঠোঁট কামড়ান, দেহ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিতি, দেহের স্তব্ধতা, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া হাস্য, দেহের মধ্যভাগ বক্র, জ্বর, মূর্চ্ছা, একটী চক্ষুতে শোথ, শিশুর গাত্রগন্ধ ছাগলের গায়ের গন্ধের মত।

শ্বগ্রহার্ত্তের লক্ষণ।

কম্প, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম. চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা, বহিরায়াম নামক বাত ব্যাধি, নিজ জিহ্বাদংশন, গলার ভিতর হইতে একপ্রকার অব্যক্ত

শব্দ হয়, কোঁৎ পাড়ে। শয্যা হইতে উঠিতে চায়, গাত্রের গন্ধ বিষ্ঠার মত ও কুকুরের মত শব্দ করে। এইগুলি শ্বগ্রহার্ত্ত শিশুর লক্ষণ।

পিতৃগ্রহার্ত্তের লক্ষণ।

রোমাঞ্চ, বারম্বার ভয় পাওয়া, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠা, জ্বর, কাস, অতিসার, বমি, হাই উঠা, পিপাসা, হাত পা খিচুনি, হাত পা শুষ্ক হওয়া, দেহের বিবর্ণতা ও স্তব্ধতা, হাত মুঠা করা, চক্ষু হইতে জল পড়া।

শকুনিগ্রহার্ত্তের লক্ষণ।

দেহের স্তব্ধতা, অতিসার, মুখ, জিহ্বা, তালু, গলদেশে ও মলমার্গে ক্ষত হয়; রাত্রিতে শিশুর হাত পায়ের সমস্ত সন্ধিতে স্ফোট হয় এবং দিবসে ঐ গুলি থাকে না, ঐ সকল স্ফোটে দাহ ও বেদনা হয় এবং কোন কোনটী পাকিয়া থাকে, জ্বর, চমকে উঠা এবং শিশুর গাত্রের গন্ধ শকুনির গাত্রের গন্ধের তুল্য হয়।

পূতনাগ্রহার্ত্তের লক্ষণ।

বমি, কম্প, নিদ্রাভিভূতের মত অবস্থিতি, রাত্রিতে জাগ্রত থাকে, হিক্কা, পেট ফুলা, তরল মলস্রাব, পিপাসা, মূত্ররোধ, অতি শিথিলভাবে অঙ্গবিন্যাস, রোমাঞ্চ, শিশুর গাত্রগন্ধ কাকের গাত্রগন্ধের তুল্য।

শীতপূতনার্ত্তের লক্ষণ।

কম্প, রোদন, বাঁকাভাবে চাহিয়া দেখা, পিপাসা, পেট ডাকা, অতিসার, শিশুর গাত্রের গন্ধ চর্ব্বির গন্ধের মত, শিশুর শরীরের এক পার্শ্ব শীতল এবং অপর পার্শ্ব উষ্ণ।

অন্ধপূতনার্ত্তের লক্ষণ।

বমন, জ্বর, কাস, অল্প নিদ্রা, তরল মলস্রাব, শরীরের বিবর্ণতা ও দৌর্গন্ধ্য, শরীর শুষ্ক হইতে থাকে, দর্শন বিষয়ে চক্ষুর দুর্ব্বলতা, চক্ষুতে বেদনা, চুলকণা এবং পোথকী নামক চক্ষুরোগ, সর্ব্বাঙ্গে শোথ, হিক্কা, চঞ্চল উৎকণ্ঠিতের ন্যায় অবস্থিতি, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, গলার আওয়াজ কর্কশ, কম্প, শিশুর গাত্রগন্ধ মৎস্যগন্ধ কিম্বা অম্লগন্ধ তুল্য।

মুখমণ্ডিতার্ত্তের লক্ষণ।

এই গ্রহকর্ত্তৃক পীড়িত শিশুর হস্ত, পদ এবং মুখ রমণীয় ভাব ধারণ করে। উদরে কৃষ্ণবর্ণ শিরা প্রকাশ পায়, জ্বর, অরুচি এবং গাত্রের গন্ধ গোমূত্র তুল্য হইয়া থাকে।

রেবতীপীড়িতের লক্ষণ।

কখন শিশু শ্যামবর্ণ কখন বা নীলবর্ণ, বারম্বার কর্ণ, নাসিকা এবং চক্ষু ঘর্ষণ করে, কাস, হিক্কা, চক্ষু ইতস্ততঃ চালনা, মুখ বাঁকিয়া যায় ও রক্তবর্ণ হয়। গাত্রের গন্ধ ছাগলের গায়ের গন্ধের মত, জ্বর, শরীর ক্ষয়, সবুজবর্ণ তরল মলস্রাব এবং ক্রমশঃ সর্ব্ব শরীর শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য ইহার অপর নাম শুষ্করেবতী।

গ্রহার্ত্তের অসাধ্য লক্ষণ।

কেশের পতন, আহারে অনিচ্ছা, কণ্ঠস্বর কাতরতা প্রকাশক, স্বাভাবিক বর্ণের অন্যথা ভাব, মলের নানা প্রকার বর্ণ, উদরে শোথ গ্রন্থি ও সিরার আবির্ভাব, জিহ্বার মধ্যভাগ বসিয়া যাওয়া, তালুর (টাকরা) বর্ণ শুভ্র, এইগুলি অসাধ্য লক্ষণ। যে বালক নানাবিধ বস্তু ভোজন

করিলেও দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে—অত্যন্ত পিপাসা—চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন, শুষ্করেবতী তাহাকে শীঘ্র বিনষ্ট করে।

শিশুর ঔষধ সেবন।

খাওয়ান ভিন্ন আরও নানাপ্রকারে শিশুকে ঔষধ প্রয়োগ করা যায়—যেমন মালিশ করা (উদ্‌বর্ত্তন) প্রলেপ দেওয়া, তাপ দেওয়া, ঔষধ দ্রব্য সিদ্ধ জলে স্নান করান, কোন দ্রব্যের ধূম গায়ে লাগান, চক্ষুতে ঔষধ বিশেষে প্রস্তুত কাজল দেওয়া ইত্যাদি। শিশু যতই অল্প বয়সের হউক না কেন, এই সকল উপায়ে ঔষধ-যোজনার কোনই বাধা নাই। সে সকল ঔষধ খাওয়াইতে হয় সে সকল ঔষধ সম্বন্ধে কিন্তু ভিন্ন বিধি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন সামান্য পীড়ায় ক্ষীরপ শিশুকে অর্থাৎ শিশুর এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে ঔষধ পান করাইবে না, সেবন ভিন্ন অন্য প্রকারে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগ আরামের চেষ্টা করিবে। সেবনের ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন বুঝিলে স্তন্যদাত্রীর স্তনে যে রোগের যে ঔষধ তাহা লেপন করিয়া স্তন ধৌত করিয়া স্তন্যপান করিতে দিবে। শিশু যদি গো বা ছাগদুগ্ধ পান করে তাহা হইলে অগত্যা শিশুকেই যথাবিধি ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। সেবন ভিন্ন অপর প্রকারে ঔষধ যোজনায় যদি সেই পীড়া আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে সেই তৎসমুদায়ই আগে শিশুকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে। ক্ষীরপ শিশুর উপবাস দেওয়ার প্রয়োজন হইলে তাহার স্তন্যদাত্রীকে উপবাস করিতে হইবে। শিশুকে কদাপি স্তন্যপান হইতে বঞ্চিত করিবে না—অল্প করিয়া পান করাইবে মাত্র। 'ক্ষীরান্নাদ' শিশুর অর্থাৎ শিশুর ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, সামান্য পীড়ার চিকিৎসা জন্য স্তন্যদাত্রীকে এবং প্রাণহর বিশেষ রোগ হইলে স্বয়ং শিশুকে ঔষধ পান

করাইবে। অতঃপর তৃতীয় বৎসর হইতে যে কোন পীড়ার চিকিৎসার জন্ম শিশুকেই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

শিশুর ঔষধের বিশেষত্ব।

তিন বৎসর বয়সের শিশুকে ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইল বটে কিন্তু তাহাকে যে কোন ঔষধ সেবন করান যায় না। যে ঔষধ মৃদুবীর্য্য এবং অচ্ছেদনীয় (যবক্ষারাদি ক্ষার এবং মরিচাদিবৎ তীক্ষ্ণ কটু দ্রব্যকে ছেদনীয় বলে) তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। বিশেষ বিপদ উপস্থিত না হইলে অতি স্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ অতি উষ্ণ অতি অম্ল, অতিগুরু দ্রব্য দ্বারা, চিকিৎসা করিবে না, কিম্বা বিরেক, বস্তি, বমন প্রয়োগ করিবে না। মধুর প্রায়, মৃদুবীর্য্য ঔষধ—ঘৃত মধু বা দুগ্ধযোগে সেবন করাইতে হয়। শিশুর সুকুমার দেহ, কথা কহিয়া নিজের অবস্থা প্রকাশে অসমর্থতা এবং সর্ব্ববিষয়ে পরাধীনতা স্মরণপূর্ব্বক চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা সহকারে শিশুর চিকিৎসা করিবেন। শিশুর ঔষধের মাত্রা তত্তৎ স্থলে বিবৃত হইবে।

স্তন্যদোষ চিকিৎসা।

বিরস স্তন্যের শোধনোপায়—মাতা বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ 'বিরস' হইলে মাতা বা ধাত্রীক কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, এবং কাঁচা অনন্তমূলের ক্বাথ (কাথ প্রস্তুত প্রণালী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) পান করাইবে। কিম্বা ক্ষীর কাকোলী একসিকি পরিমাণ হইয়া শিলায় উষ্ণ জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এইরূপ প্রতিদিন প্রাতে একপক্ষ কাল পান করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতার মূল, শুঠ, কুলথ কলায় জলের সহিত শিলায় উত্তমরূপ

পেষণ করিয়া স্তন্য দাত্রীর স্তনে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ শুষ্ক হইলে ঈষদুষ্ণ জলে স্তনদ্বয় ধৌত করিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে। যতদিন না স্তন্যের বিরসতা নিবৃত্ত হয় ততদিন ২।৩ দিন অন্তর এই প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপের দ্রব্যের পরিমাণ পিপুল হইতে শুঁঠ পর্য্যন্ত ৫টী দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া যত হইবে কুলথ কলায় তত দিবে। ইহাতে যদি জ্বালা করে কুলথ কলায়ের পরিমাণ আরও বৰ্দ্ধিত করা যাইতে পারে। (১)

ফেনিল স্তন্যের চিকিৎসা—আকনাদি, শুঁঠ কাকমাচি ও মূর্ব্বার কাথ প্রাতঃকালে পান করিবে। রসাঞ্জন, কুড়, দেবদারু কাষ্ঠ, বিল্ববৃক্ষের মূলের ছাল, ও প্রিয়ঙ্গু শীতলজলে উত্তমরূপ পেষন করিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে, ঈষদুষ্ণ জলে স্তন ধৌত করিয়া দোহন করিয়া ফেলিবে। (২)

রুক্ষস্তন্যের চিকিৎসা—পাঠা, শুঠ, দেবদারু কাষ্ঠ, মুথা, মুর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটুকী, অনন্তমূল এই কএকটী দ্রব্য

---

(১) পল্লীগ্রামে যেখানে সেখানে বিশেষতঃ বাঁশবনে যে ক্ষীণ অনন্তমূল পাওয়া যায় তাহা তাদৃশ গুণকর নহে বৈদ্যনাথ দেওঘর অঞ্চলে যে পুষ্ট স্থূল 'অনন্তমূল' পাওয়া যায় তাহাই প্রশস্ত। 'ক্ষীরকাকোলী' বেনের দোকানে পাওয়া যায়, দেখিতে ছোটকুলের কড়ির মত, বর্ণ সালম মিছরির মত। কুলথ কলায় কোচবিহার রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। আকার চ্যাপ্টা প্রায় চতুষ্কোণ। বর্ণভেদে নানাপ্রকার (বনৌষধিদর্পণ—২য় সং ১৮৩ পৃঃ দেখ)। চক্রের লতা হয়—পাণ পানের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর—ইহার ফলকে গজপিপ্পলী বলে। চব্যি শব্দে উহার ডাঁটা। চিতা পুষ্পভেদে দুইপ্রকার লাল ও শাদা। লালচিতা অনুকূল ভূমিতে বৰ্দ্ধিত হইলে মূল প্রায় অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থূল হয়। এস্থলে শাদা চিতা লইতে হইবে।

(২) 'কাকমাচী'—কাইস্তা শাক বলে। ফুল লঙ্কা ফুলের মত—ফল সেয়াকুলের মত, স্বাদে মিষ্ট—থোবাথোবা হয়—এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ শীতকালে জন্মে। হিন্দুস্থানী নাম ভটকুয়া। 'মূর্ব্বা' ভাষানাম—সূচীমুখী, ঘোড়াচক্র। পাতার অগ্রভাগ সূচের মত। 'প্রিয়ঙ্গু' 'কাউন' একপ্রকার ধান্য, কোচবিহার অঞ্চলে আবাদ হয়। বনৌষধি দর্পণ ২য় সং ১১৬ পৃঃ।

সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া জল দেড় পোয়া এবং গোদুগ্ধ আধপোয়া মিলাইয়া এই দুগ্ধমিশ্রিত জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান কিম্বা ঐ সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্কে গব্যঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। (৩)

বিবর্ণ স্তন্যের চিকিৎসা—যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ক্ষরকাকোলী, নিসিন্দার মূল, প্রত্যেক এক আনা ওজন লইয়া শীতল জলে শিলায় উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক শীতল জলের সহিত পান করিবে এবং কিস্‌মিস্‌ ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া শিলায় উত্তমরূপ পেষণপূর্ব্বক স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিবে প্রলেপ শুষ্ক হইলে ধৌত করিয়া দোহন করিয়া দুগ্ধ নিঃসারিত করিবে। (৪) পাক প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত আছে।

দুর্গন্ধ স্তন্যের চিকিৎসা—কাকোলী, কর্কটশৃঙ্গী, হরিদ্রা, ত্রিফলা, বচ, এই কএকটী দ্রব্য, সমভাগজল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে স্তনদুগ্ধের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। অথবা ধাত্রী পথ্যভোজিনী হইয়া হরীতকী চূর্ণ একর্সিকি ওজনের সহিত ত্রিকটুর প্রত্যেকে ২ রতি মিশাইয়া মধুযোগে তরল করিয়া সেব্য। অনন্তমূল, বেনার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বহুবার, শ্বেতচন্দন কিম্বা তেজপত্র, বালা, রক্তচন্দন, বেনারমূল শিলায় শীতল জলের সহিত উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। (৫)

---

(৩) পাঠা বঙ্গে ব্যবহৃত 'আকনাদি' নহে কোচবিহার অঞ্চলে যাহা 'নীলতৎ' নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পাঠা (বনৌষধি দর্পণ ২য় সং ৪১৮ পৃঃ।

(৪) ইন্দ্রযব কুড়চিরফল মেদিনীপুর অঞ্চলে যথেষ্ট হয়। ইহা দুই প্রকার তিক্ত ও মধুর—বঙ্গে তিক্ত কলই প্রচুর—দাক্ষিণাত্যে মধ্য প্রদেশে মধুরবীজ কুটজ যথেষ্ট। 'কটকী' একরকম শিকড় গায়ে চক্রাকার দাগ, ভাঙ্গিলে সূক্ষ্ম আঁসের মত, স্বাদে অতিতিক্ত। বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ১২১ পৃঃ।

(৫) নিসিন্দা—হুগলী জেলার লোকে ইশুর বলে। অড়র পাতার মত পাতা, পাতার একপিট সবুজ একপিট সাদা একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল অতি ক্ষুদ্র নীলবর্ণ। যষ্টিমধু স্থলজ জলজ ভেদে দ্বিবিধ (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ৫৩৭)।

বিবর্ণ ও বিরস স্তন্যের চিকিৎসা—বিবর্ণ ও বিরস স্তনের বিশেষ চিকিৎসা—স্তনদুগ্ধের বর্ণ তামার মত হইলে—প্রিয়ঙ্গু, মুথা ও শাবর লোধ্রের কাথ পান করিবে। অম্লামুরস হইলে—কিসমিস্, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গামার ছালের কাথ পান, স্তন্য কটুকাম্লরস হইলে—কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, বিদারী, ক্ষীর বিদারী ও গুলঞ্চের কাথ পান এবং উষ্ণ হইলে শ্বেতচন্দন, পদ্মফুল ও শুঁদিফুলের কাথ পান প্রশস্ত। (৬)

অতি স্নিগ্ধ স্তন্যের চিকিৎসা—দেবদারু, মুথা ও আকনাদি ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া সৈন্ধবলবণ যোগে পান করিলে দুগ্ধের শুদ্ধি হয়।

পিচ্ছিল স্তন্যের চিকিৎসা—কাকমাচী হরীতকী. বচ, মুথা, শুঁঠ ও আকনাদির কাথ পান করিলে স্তন্যের পিচ্ছিলতা থাকে না। ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিল্বের মূলের ছাল এবং যষ্টিমধু পেষণ পূর্ব্বক স্তনে প্রলেপ দিবে।

গুরুস্তন্যের চিকিৎসা—ত্রায়মাণা, গুলঞ্চ, নিমছাল, তিক্তপলতা, ত্রিফলার কাথ পান করিলে স্তন্যের গুরুতা দোষ নিবৃত্তি পায়। (৭) চাকুলে এবং ক্ষীর কাকোলী পেষণ পূর্ব্বক স্তনে প্রলেপ।

---

(৬) 'কাকোলী'—গোল আঁটীর মত, গাত্র কর্কশ এক রকম বণিক দ্রব্য। কর্কটশৃঙ্গী—কাঁকড়াশৃঙ্গী বেনের জিনিষ। শিঙ্গের মত অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, ফাঁপা, সুগন্ধি, চূর্ণ লালবর্ণ স্বাদে কষায়। 'বচ' ২ প্রকার শাদা ও লাল। লাল লইতে হইবে। 'বেনার মূল'—সুগন্ধি যাহা 'খস্' নামে প্রসিদ্ধ। 'মঞ্জিষ্ঠা' সরু লাল বর্ণ লতা, সহজে ভাঙ্গা যায় রঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। 'বহুবার'—নিম্ন বঙ্গে জন্মে না, ইহা চাল্‌তা নহে। হিন্দী নাম 'লসোড়া' (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ৪০৯ পৃঃ)।

(৭) ত্রায়মাণা—বলা লতা বা বলা ডুমুর নহে গুজরাটে ত্রায়মাণা নামে প্রসিদ্ধ। দেখিতে তৃণের মত পীত বর্ণ, স্বাদে অতি তিক্ত; জলে ভিজাইলে জল পীতবর্ণ হয়। পৃশ্নিপর্ণী চাকুলে নামে প্রসিদ্ধ। (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ৩৩৬পৃঃ ৪৪০ পৃঃ।

দন্তোৎদ্‌ভেদ চিকিৎসা।

শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে পিপুল, ধাইফুল, আমলকীর চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া এই চূর্ণ শিশুর দাঁতের মাঢ়ীতে আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে। 'বটের' পাখীর বা বকের মাংস শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই মাংসচূর্ণ মধুর সহিত শিশুকে লেহন করাইলে দাঁত উঠিবে। (১)

বচ, ছোট বৃহতী, বড় বৃহতী, পাঠা, কট্‌কী, আতইষ, মুথা এই সমস্ত বস্তুর কাথ ও কল্কযোগে ঘৃত পাক করিয়া শিশুকে পান করাইবে কিম্বা কাকোলী, ক্ষীব কাকোলী, জীবক (অভাবে গুলঞ্চ.) ঋষভক অভাবে (ভূমিকুষ্মাণ্ড), মুগানি, মাষানি, মেদা (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহা-মেদা (অভাবে অনন্তমূল) গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, প্রপৌণ্ডরীক, ঋদ্ধি (অভাবে গোরখমুণ্ডী), বৃদ্ধি (অভাবে পদ্মকাষ্ঠ), কিস্‌মিস্, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শালিধান্য, যষ্টিকধান্য, যব, গোধুম, মাষকলায়, পানিফল, কেসুর, শশাবীজ, কাঁকুড়বীজ, লাউবীজ, তরমুজ বীজ, নির্ম্মলী-ফলবীজ, পিয়াল, পদ্মবীজ, গামার ফল, মৌয়াফুল, কিস্‌মিস্, খেজুরমেথি তালমেথী, নারিকেল মেথী, বেড়েলা, অতিবলা, আলকুশী বীজ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, ক্ষীর কাকোলী, গোক্ষুর, মূর্ব্বা, কুষ্মাণ্ডশস্য এই সমস্ত দ্রব্যের কল্কে ও দুগ্ধের সহিত ঘৃতপাক করিয়া পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবন করিলে শিশুর সত্বর দন্তোদগম হইতে দেখা গিয়াছে। ঘৃতের পাক প্রণালী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (২)

(১-২) 'ধাইফুল' ছোট ছোট লাল লম্বা ফুল, থোবা থোবা হয়, বেণের দোকানে পাওয়া যায়। বৃহতী দুই প্রকার এক প্রকারের গাছ ছোট, ফল ছোট, কাঁটা বেশী ও বাঁকা। অপর প্রকারের গাছ বড় কাঁটা কম ও সরল, ফল বড়। এখানে ফল লইতে হইবে। 'আতইষ'—ক্ষুদ্র মূল, উপরে কটা রঙ, ভিতরে শাদা, স্বাদে অতি

এই সমস্ত ঔষধ সেবনে দাত না উঠিলে শস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে।

দাত উঠিবার কালে শিশুদিগের প্রায়ই জ্বর. উদরাময়. তড়কা, হইয়া থাকে এই সমস্ত পীড়ার প্রতিকার করিতে গিয়া যাহাতে ঔষধ বাহুল্য না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যাহাতে শীঘ্র দাঁত উঠিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে —কারণ দাঁত উঠিলেই প্রায় এই সকল পীড়া স্বয়ং প্রশমিত হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধ কাশ্যপ কথিত দাঁত উঠিবার সময়ের রোগের একটী

তিক্ত, সংস্কৃত নাম অতিবিষা। 'ভূমি কুষ্মাণ্ড' লম্বা লম্বা পাতা পাঁচটী আঙুল সহিত পানির তুল্য, মূল বৃহৎ কুমড়ার মত। 'মগানি', 'মাষাণি' (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ৫৫৪ পৃঃ দেখ)। অশ্বগন্ধা ও দোকানের 'আসগন্দ' পৃথক্ দ্রব্য। অশ্বগন্ধার ক্ষুদ্র গাছ দেখিতে প্রায় বেগুণ গাছের মত, ফল পাকিলে লাল হয়, মূলের গন্ধ কাঁচা অবস্থায় ঠিক্ অশ্ব মূত্রের গন্ধের মত, এই জন্য নাম অশ্বগন্ধা। 'বংশলোচন'—বেণের জিনিষ—যাহা নীলাভ শ্বেত বেশ চিক্কণ এবং ফোঁপরা নহে তাহাই উত্তম। 'পদ্মকাষ্ঠ' বেনেরা যা তা একটা কাঠ পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া দেয়—যথার্থ পদ্মকাষ্ঠ দুর্লভ (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ৪০৪ পৃঃ দেখ)। 'প্রপৌণ্ডরীক' বাজারে আঁখ্‌কা লকড়ী নামে প্রসিদ্ধ—দেখিতে কুড়ের মত এক প্রকার মূল, দুগ্ধে ফেলিলে দুগ্ধ পীতবর্ণ হয়। (বনৌষধি-দর্পণ ২য় সং ১২২ পৃঃ)। 'গোরখ মুণ্ডী'—(বনৌষধি-দর্পণ ৫৫৭ পৃঃ দেখ)। নির্ম্মলী ফল বীজ—শাদা. দেখিতে বোতামের মত—ছেঁচিয়া মলিন জলে দিলে জল নির্ম্মল হয়। 'পিয়াল' (বনৌষধি-দর্পণ ৪২৫ পৃঃ) 'গামার গাছ' (বনৌষধি-দর্পণ ২২৪ পৃঃ), এস্থলে গামারের ফলই লইতে হইবে। 'মৌয়াফুল' গরিব লোক খায়, ইহাতে মদ হয়, সাঁওতাল পরগণায় প্রচুর জন্মে। 'অতিবলা'—ঝাঁপি পেটারি (বনৌষধি-দর্পণ ৪৬৯ পৃঃ)। 'আলকুশী'—বীজ দেখিতে শিমবীজের মত, শাঁস শুভ্রবর্ণ, পিষিলে ময়দার মত হয় ও ইহার শিষী তাম্রবর্ণ লোম যুক্ত দেখিতে ইংরাজি অক্ষর S এফের মত। 'গোক্ষুর' গোক্ষুর কাঁটা বেণের দোকানের জিনিষ।

ঔষধ এস্থলে লিখিত হইতেছে—বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, নাগর মুস্তক, বেড়েলা, মাষানি, রক্তপুনর্নবা, বেলশুঁঠ, কার্পাসবীজ এই দ্রব্যগুলির কাথ প্রস্তুত করিয়া এই কাথ এবং ঘৃতের সমপরিমাণ দুগ্ধ ও মস্তযোগে পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। ঘৃতেরমাত্রা—৩০—৬০ ফোঁটা। (১)

বাতজ্বর চিকিৎসা।

দেবদারু, মুথা, যষ্টিমধু বরাহক্রান্তার কাথে মিছরি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শিশুর বায়ুজন্য জ্বর নিবৃত্তি পায়। (২)

পিত্তজ্বর চিকিৎসা।

টাটকা ভাজা খৈ, নীল শুন্ধি মূল, কাকোলী, রসাঞ্জন ও চিনি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে—এই সকল

---

(১) 'বরাহক্রান্তা' শূয়ার পাড়া নামে প্রসিদ্ধ। পাতার উপরি ক্ষুরের দাগের মত দাগ থাকে। 'লোধ'—একরকম ছাল, বেনের জিনিষ। এক রকম শাদা এক রকম লাল—শাদার নাম শাবর লোধ্র। এখানে লাল গ্রাহ্য। নাগর মুথা-জলে জন্মে, দণ্ডাকার মাথায় ছত্রাকার মঞ্জরী, মূল স্থূল লোমযুক্ত, সুগন্ধি। 'বেড়েলা' পুষ্প শ্বেত ও পীত। পীত পুষ্প সুলভ, শ্বেতপুষ্পের পাতা গোল। 'রক্ত পুনর্নবা'—লাল শ্বাপুন্সে পুরাণ প্রাচীরে প্রায় হয়। বেলশুঁঠ কচি কাঁচা বেল খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। কার্পাস বীজ—কাপাসের বীজ পিষিলে সরিষার খোলের মত হয়, পশ্চিমে মহিষকে খাওয়ায়। ইহা পিচ্ছিল। গোদুগ্ধে লেবুর রস দিয়া ছানা ছাঁকিয়া লইলে যে তরলাংশ থাকে তাহাই মস্তু।

(২) 'দেবদারু কাষ্ঠ' বণিক্ দ্রব্য, সুগন্ধি, যাহা ভারি এবং যাহাতে ধুনার মত বস্তু সঞ্চিত থাকে ও তৈলাক্ত তাহাই গ্রহণ করিবে। 'বরাহক্রান্তা' ছোট গাছড়া, লতার মত ডাঁটায় গাঁট গাঁট আছে, খুব পাতলা কাগজের মত আঁশে ডাঁটা আবৃত থাকে, পাতায় ইংরাজি অক্ষর V ভিয়ের মত চিহ্ন আছে। ভাষানাম শূয়ারপাঁড়া। ইহার মূল লইতে হয়।

চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে—এই চূর্ণ প্রচুর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া আড়াই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আধ হইতে ১ রতি মাত্রায় দিনে দুইবার এবং পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ২-৩ রতি মাত্রায় দিবসে ২।৩বার সেবন করাইবে—পিত্তজ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। (১)

শ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা।

বেলশুঁট, কুড়, বরুণছাল, রেণুকা ও মৌরীর কাথ এবং কল্কদ্বারা সর্ষপ তৈল পাক করিয়া শিশুর আপাদ মস্তকে মর্দ্দন করিলে শ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয়। (২)

অন্যান্য জ্বর চিকিৎসা।

নাগরমুথা, হরীতকী, নিমছাল, তিক্ত পটোলপত্র ও ডাঁটা, যষ্টিমধু

---

(১) 'নীলশুক্তি'—শালুকফুলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ডোবায় জন্মে। বর্ষার শেষে শরতে পুষ্পিত হয়। উহার মূলে আমড়া আঁটির মত কি তার চেয়ে বড়, কন্দ থাকে, যাহাকে ভাষায় 'গেঁড়ো' বলে। ইহাই লইতে হইবে। 'রসাঞ্জন'—কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণ, ভারি, পাষাণতুল্য একপ্রকার বণিক্ দ্রব্য। ইহার অতি শূক্ষ্ম চূর্ণ সুর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ।

(২) 'বেলশুঠ'—কচি কাঁচা বেল পাৎলা টুকরা করিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপ শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। 'কুড়' একরকম মোটা শিকড়, বেশ সুগন্ধি, স্বাদে তিক্ত—ইহা হইতে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইংরাজী নাম 'কষ্টাশরুট'। আর একরকম কুড় আছে যাহা স্বাদে মধুর। বঙ্গের বণিক্ দোকানের কুড় প্রায়ই তিক্ত। (বিশেষ বিবরণ বনৌষধি-দর্পণ—২য় সং ১৮৯ পৃঃ দেখ)। 'বরুণছাল'—বরুণের গাছ বড় হয়—ত্রিপত্র, পাতায় তীব্রগন্ধ, ফলপ্রায় কয়েদ্ বেলের মত। কচি ডালে ক্ষুদ্র যবের মত শাদা দাগ আছে। 'রেণুকা'—বিড়ঙ্গের অপেক্ষা ছোট, ফিকে লাল রঙ্গের বণিক্ দ্রব্য।

এই দ্রব্যগুলি সমান ভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ ঈষদুষ্ণ পান করাইলে শিশুর জ্বর নিঃশেষরূপ আরাম হয়। (১)

অতিসারাদি যুক্ত জ্বর চিকিৎসা।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে শিশুর জ্বর ও অতিসার আরাম হয়। (২)

মুথা, পিপুল, আতইষ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই চারিটী দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশাইবে। এই চূর্ণ প্রচুর মধুর সহিত সেবন করাইলে জ্বর, আমসংযুক্ত মল ও বমি নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। পরীক্ষিত ঔষধ। চক্রসংগ্রহে ইহা শিশু চাতুর্ভদ্রিকা নামে উক্ত হইয়াছে। (৩)

---

(১) 'তিক্ত পটোল'—যে পলতা বন্য এবং যাহার ফল ক্ষুদ্র, বীজবহুল ও তিক্ত তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়। আবাদি পটোল যাহার ফল স্বাদু এবং বৃহৎ তাহার লতা শাকার্থে ব্যবহার করিতে হয়। সর্ব্বত্র পটোল শব্দে পটোলের লতা ও ডাঁটা লইতে হইবে। পটোলের মূল অতি বিরেচক এমন কি অধিক মাত্রায় সেবনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(২) 'দারুহরিদ্রা'—পীতবর্ণ গন্ধহীন কাষ্ঠ, বণিক্ দোকানে পাওয়া যায়। কণ্টকারী' সুপরিচিত। ইহার পাতা সহিত সমস্ত ক্ষুপই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। এক-প্রকার শ্বেতকণ্টকারী আছে, ইহা মাড়োয়ার দেশে পাওয়া যায়। 'ইন্দ্রযব'--কুড়চির ফলকে ইন্দ্রযব বলে। ইহা দেখিতে যবের মত, একটু লম্বা, স্বাদে তিক্ত, বণিক্ দোকানে পাওয়া যায়।

(৩) 'আতইষ'—সংস্কৃত নাম অতিবিষা। দেখিতে ক্ষুদ্র শিকড়ের মত—উপরের রঙ কটা পুরাণ হইলে কাল, ভিতরের রঙ শাদা স্বাদে অতি তিক্ত। আতইষ অন্যান্য সর্গেরও আছে (বনৌষধিদর্পণ দেখ)।

ধাইফুল, বেলশুঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা এই ছয়টী দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রচুর মধুর সহিত, শিশুর জ্বর অতিসার ও বমনে সেবন করাইবে। (১)

অতিসার চিকিৎসা।

বেলশুঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ, গজপিপ্পলী, এই পাঁচটী দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে কিম্বা এই পাঁচটী দ্রব্যের কাথ পান করাইলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায়। (২)

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল এই চারিটী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে প্রবল অতিসার আরাম হয়।

বিড়ঙ্গ, বনযমানী, পিপ্পলীতণ্ডুল, এই তিনটী দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ ঈষদুষ্ণ

(১) 'ধাইফুল'—সংস্কৃত নাম ধাতকী। থোবা থোবা লাল ছোট ফুল। ইহার গাছ পাহাড়ে হয়। 'লোধ'—একরকম পুরু ছাল, লোধকাষ্ঠ নামে পরিচিত। দুই রঙ্গের পাওয়া যায় এক রকমের রঙ্ গেরুয়া কাপড়ের মত, অপরের রঙ্ ফিকে শাদা। শেষোক্তের নাম 'শাবর লোধ্র'। লোধ বলিলে প্রথমোক্ত লোধ লইতে হইবে। 'বালা'—একরকম শাখা বহুল ছোট শুষ্ক ক্ষুপ, বণিক দোকানে পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ গন্ধ আছে—মর্দ্দন করিলে পাওয়া যায়।

(২) 'গজপিপ্পলী'—কতলোক কতদেশে কতরকম জিনিষ 'গজপিপ্পলী' ভ্রমে ব্যবহার করে। সৈংহলী নামে একরকম বড় পিপুল আছে কেহ ইহাকে গজপিপ্পলী বলে। প্রায় কলার মত স্থূলও লম্বা, গায়ে বানরের লোমের মত শুঁয়া আছে। ইহা অতিদীর্ঘ স্থূল-বৃক্ষাশ্রিতা লতার ফল। এই লতার খুব চওড়া পীতবর্ণ রেখাঙ্কিত পত্র আছে। কাহার মতে ইহা গজপিপ্পলী। এসকল গজপিপ্পলী নহে বস্তুতঃ চব্বির ফলের নাম গজপিপ্পলী।

জলের সহিত আমাতিসারে পান করাইবে। কফের মত দাস্ত, অত্যন্ত পেট কামড়ানি থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। (১)

প্রবাহিকা চিকিৎসা।

টাট্‌কা ভাজা বাঙ্গা খৈ, যষ্টিমধু, চিনি, মধু। খৈ, যষ্টিমধু ও চিনি সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ তণ্ডুলোদকের (চেলোনী) সহিত সেব্য। প্রবাহিকা ('আমাশয়') রোগে কেবল শ্লেষ্মার মত ফোঁটা ফোঁটা বারম্বার অত্যন্ত কুন্থনের (কোঁৎপাড়া) সহিত দাস্ত হইলে প্রয়োগ করিতে হয়। (২)

রক্ত প্রবাহিকা চিকিৎসা।

রক্ত প্রবাহিকার (রক্ত আমাশয়ের) প্রথম অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধটী বেশ উপকারী। উত্তম তিল তৈল, আকের চিনি, ভাল মধু খোসা ছাড়ান তিলচূর্ণ এবং যষ্টিমধুর সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। মাত্রা—বয়স আড়াই বৎসরের মধ্যে হইলে আধতোলা তিল তৈল, সিকি ওজন চিনি এবং মধু, তিল ও যষ্টিমধু চূর্ণ প্রত্যেকে তিন রতি একত্র মিশাইয়া সেব্য। প্রয়োজন বুঝিয়া দিবসে ২বার দেওয়া যায়।

(১) 'বিড়ঙ্গ'—দেখিতে ধনের মত ক্ষুদ্র বীজ। পুরাণের রঙ কাল, কোন বিশেষ স্বাদ নাই, বণিক দোকানে পাওয়া যায়। 'বনযমানী'—যোয়ান দুইপ্রকার একরকম, আমরা পানের মশলা-রূপে ব্যবহার করি, আর একরকম এই যোয়ান অপেক্ষা ক্ষুদ্র গোল, একরকম বিচিত্র গন্ধ আছে—ইহাই বনযোয়ান। 'পিপ্‌পলী তণ্ডুল'—পিপুলকে রগ্‌ড়াইলে যে দানা বাহির হয় তাহাই পিপ্‌পলী তণ্ডুল।

(২) তণ্ডুলোদক প্রস্তুত প্রণালী—আতপ তণ্ডুল ৪ তোলা অল্প কুটিয়া ৩২ তোলা শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়।

পুরাণ রক্ত প্রবাহিকার চিকিৎসা।

কুড়চির মূলের অভাবে কাণ্ডের ছাল কাঁচা ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপ কুটিয়া ৬৪ তোলা জলে মাটীর পাত্রে কাষ্ঠের জালে জাল দিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে গুড়ের মত গাঢ় হইলে নামাইয়া নিম্নলিখিত চূর্ণ ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপ নাড়িতে হইবে। আতইষ, পাঠা, জীরক, বেলশুঁঠ, আমের কুশী, শলুফা, ধাইফুল, মুথা, জায়ফল, প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ।/০ আনা ওজনে লইয়া একত্র মিশাইয়া প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে বটীপ্রস্তত করিবে। মাত্রা—আড়াই বৎসরের নিম্নে পায়রা মটরের মত, ঊর্দ্ধ হইলে ঐ মাত্রায় দুইবার ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দুস্তর পুরাণ রক্তপ্রবাহিকা বা রক্ত আমাতীসার আরাম হয়। (১)

---

(১) কুড়চির ছাল—এমন কতকগুলি দ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় যে গুলি শুষ্ক ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে, সর্ব্বত্র কাঁচা ব্যবহার করিতে হয়। কুড়চি এই সকল দ্রব্যের অন্যতম। কুড়চির ছাল শুষ্ক ব্যবহার করিবে না—যেখানেই কুড়চির ছালের কথা আছে সেই স্থানেই কাঁচা লইতে হইবে। কুড়চির গাছের মূল হইতে নুতন গাছ বাহির হইয়া ঝাড় হয়। পাতা প্রায় কদমের পাতার মত। লম্বা শুঁটী হয়, শুঁটীর ভিতর যবের মত বীজ থাকে। ইহাই ইন্দ্রযব। ছাল পুরু স্বাদে তিক্ত। ফুল বর্ষায় হয়—সুগন্ধি। 'পাঠা'—আকণাদি বলে। (বনৌষধি-দর্পণ 'পাঠা' দেখ)। 'জীরক'—অনেকপ্রকার আছে, তন্মধ্যে জীরক বলিলে আমরা যে জীরা তরকারিতে মশলা স্বরূপ ব্যবহার করি তাহাই বুঝিতে হইবে। 'আমের কুশী'—পরিপুষ্ট কাঁচা আমের আঁটীর ভিতর যে শাদা শাঁস থাকে তাহাই আমের কুশী। ইহা স্বাদে কষায়—পূর্ব্বে পল্লীবালাগণ যে 'মিশি' দাঁতে দিত তাহা প্রধানতঃ এই আমের কুশী ও কিঞ্চিৎ হিরাকস সংযোগে প্রস্তুত হইত। 'শলুফা' প্রায় দেখিতে জীরার মত বেশ সুগন্ধি। ইহা এ শাক ব্যঞ্জন সুগন্ধি করিবার জন্ত বা শাকার্থে ব্যবহৃত হয়।

শিশু-গ্রহণী চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত কএকটী যোগ শিশুর আম বা আমরক্ত মিশ্রিত অতিসারে হিতকর।

সাদা জীরা ও ভাল ধুনা সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ বেলপাতার রসের সহিত শিশুকে পান করাইবে। বেলপাতার রসের মাত্রা—৩০ ফোঁটা। কিম্বা কেবল শাদাধুনার গুঁড়া ২ রতি আকের গুড়ের সহিত সেবন করাইবে।

মরিচ চূর্ণ সিকি ওজন, শুঁঠ চূর্ণ ॥০ তোলা, কুড়চির ছাল চূর্ণ ১ তোলা একত্র মিশাইয়া ১-২ রতি মাত্রায় ঘোল ও আকের গুড়ের সহিত সেবন করাইবে।

বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস, মুথা পাঁচটী দ্রব্যের ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত প্রণালী পরিশিষ্টে বলা হইবে। (১)

কালজামের ছালের রস ৩০।৪০ ফোঁটা ১ তোলা ছাগদুগ্ধের সহিত পান করাইবে। গব্যঘৃত ⁄১ সের। আমরুল শাকের রস ⁄১ সের। ছাগদুগ্ধ ⁄১ সের এবং কাঁচা কয়েদবেল (অভাবে কয়েদ বেলের পাতা), শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বরাহক্রান্তা শুদ্ধিমুল, বালা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মোচরস মিলিত ১ পোয়া ওজনে লইয়া মোটা গুঁড়া করিয়া চারি

(১) 'মোচরস'—শিমুল গাছের আঠাকে 'মোচরস' বলে। জিঁওল গাছে যেমন স্বয়ং গর্ত্ত হইয়া তাহা হইতে নির্য্যাস ক্ষরিত হয়, কোন কোন দেশে শিমুলের তেমনই আঠা বাহির হয়। যেমন সকল ঘৃতকুমারীর ক্ষুপ হইতে রস ক্ষরিত হইয়া মুসব্বর হয় না সেইরূপ সকল দেশের সকল শিমুলগাছ হইতেও মোচরস হয় না। (বনৌষধিদর্পণ দেখ)

সের জলে মিলাইয়া কল্কপাক করিয়া কএকদিন পরে শেষপাক করিতে হইবে। এই ঘৃত, শিশুর দীর্ঘকালের গ্রহণীর পক্ষে হিতকর

কাস শ্বাস চিকিৎসা।

মুথা, আতইষ, বাসকমূল, পিপুল ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কাস পীড়িত শিশুকে লেহন করাইবে।(১)

একটী কণ্টকারী ফুল এবং জৈত্রী অদ্ধরতি মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেহন করাইবে। কিম্বা কিস্মিস্, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া গব্যঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। ইহা কাস ও শ্বাস উভয় রোগেই প্রযোজ্য। (২)

কুড়, আতইষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও ধন্বযাস চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর পঞ্চবিধ কাস নিবৃত্তি পায়।

কাসজ্বর চিকিৎসা।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা, আতইষ এই তিনটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া

(১) 'বাসকমূল'—বাসক (বাকস) দুইপ্রকার শ্বেতপুষ্প ও লোহিতপুষ্প—শ্বেতপুষ্প বাসক যত্রতত্র সুলভ; কিন্তু লোহিতপুষ্প বাসক দুর্লভ। কোচবিহার অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়, লোকে 'হাড়বাস্না' বলে। বাসক সর্ব্বদা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয় শুষ্ক কদাপি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। বাসক বলিলে উহার মূল বা ছাল লইবে।

(২) 'দুরালভা'—কণ্টকিত ক্ষুদ্র ক্ষুপ, বেণের দোকানের জিনিষ। একপ্রকার জলসন্নিকটে জন্মে, একপ্রকার মরুভূমিতে হয়, শেষোক্ত নাম 'ধন্বযাস'। উটে কণ্টকিত দুরালভা ক্ষুপ ভক্ষণ করে। (বনৌষধিদর্পণ দেখ)। 'হরীতকী'—বড় হরীতকী ও জঙ্গি হরীতকী—বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে বড় হরীতকী লইতে হইবে।

কফ কাস জ্বর পীড়িত শিশুকে প্রচুর মধুর সহিত সেবন করাইবে। কিম্বা কেবলমাত্র আতইষ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

শুষ্ককাস চিকিৎসা।

শিশুর শুষ্ক কাসে (কেবল কাসে, গয়ের উঠে না) শিশু যদি স্তন্য পান করে তাহা হইলে ধাত্রীর বা মাতার স্তন্যদোষ নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রতীকার করিবে। এবং পিপুল গব্যঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া মাষকলায়ের ঝোলের সহিত পান করাইবে।

দুগ্ধবমন চিকিৎসা।

আমের কুশী, খৈ এবং সৈন্ধব লবণের মধ্যে প্রথম দুইটী সমভাগ. লবণ একটীর অর্দ্ধেক লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করাইবে। যে শিশু দুগ্ধপান করিয়াই বমনকরে তাহাকে ছোট বৃহতী ও বড় বৃহতীর ফলের রস গব্যঘৃত এবং মধুর সহিত কিম্বা পিপুল, পিপুলমূল, চব্রি, চিতারমূল এবং শুঠের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া, মধু ও গব্য ঘৃতের সহিত এই চূর্ণ লেহন করাইবে।

নাভিশোথ চিকিৎসা।

শিশুর নাভিতে ক্ষতনাই অথচ যদি নাভি ফুলিয়া থাকে তাহা হইলে মাটীর ভাঁটা আগুনে পুড়াইয়া অগ্নিবর্ণ হইলে উহাতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিবে এবং গরম থাকিতে থাকিতে ঐ ভাঁটা দ্বারা ফুলা নাভিতে সেক দিবে।

নাভিপাক চিকিৎসা।

শিশুর নাভিতে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিতরূপ প্রতীকার করিবে—

(১) হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু সমপরিমাণে মিলিত ২ তোলা লইয়া জলে বাটিয়া ৮ তোলা উত্তম তিল তৈলে ভাজিয়া মশলা ছাঁকিয়া ঐ তৈল নাভিতে লাগাইবে। কিম্বা ঐ সকল বস্তু সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া নাভিতে ছড়াইয়া দিবে। ছাগল নাদির ভস্ম ব্যবহার করিবে। অশ্বত্থ, বট, বকুল, যজ্ঞডুম্বুরের ছাল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে কিম্বা শ্বেত-চন্দনের গুঁড়া ও দেওয়া যায়। (১)

মুখপাক চিকিৎসা।

শিশুর মুখের ভিতর ক্ষত হইলে আম্রের সারবান্ কাষ্ঠ, গেরিমাটী, রসাঞ্জনের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইবে। কিম্বা অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল এবং পাতা গুঁড়া করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরিতকী ও চামেলীর পাতা মধুর সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া মুখে লাগাইবে। তুলসী পাতার রস ও মনসা পাতার রস একত্র মিশাইয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া মৃদুভাবে ক্ষতের উপরি মাখাইয়া দিবে। (২)

(১) 'যজ্ঞডুমুর'—আমরা যে ডুমুরের তরকারী করিয়া খাই তাহার সংস্কৃত নাম 'কাকোদুম্বর'—যজ্ঞে যে ডুমুরের কাঠের আবশ্যক হয়, যাহার ফল বড়বড়, পাতা ডুমুরের মত চৌড়া ও কর্কশ নহে—তাহার নাম যজ্ঞডুমুর।

(২) 'রসাঞ্জন'—দুইপ্রকার। কৃত্রিম রসাঞ্জন ও ধাতুরসাঞ্জন। দারুহরিদ্রার কাথ এবং দুগ্ধযোগে পাক করিয়া যে রসাঞ্জন প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম কৃত্রিম রসাঞ্জন। ইহাকে ভাষায় লোকে 'রসোৎ' বলে। আর যে রসাঞ্জন চিক্কণ কৃষ্ণ, ভারি, পাষাণাকৃতি তাহাকে ধাতুরসাঞ্জন বলে। রসাঞ্জন উল্লেখ থাকিলে, সর্ব্বত্র ধাতুরসাঞ্জন বুঝিতে হইবে। যে খানে কৃত্রিম রসাঞ্জন বুঝাইবে সেখানে আমরা 'রসোৎ' শব্দ ব্যবহার করিব।

গুহ্যপাক চিকিৎসা।

শিশুর মলদ্বারে ক্ষত হইলে 'রসোৎ' ছাগদুগ্ধে বা শীতল জলে মিশাইয়া মলদ্বারে লেপন করিবে। ছোটমটরের মত একবটী রসোৎ স্তন্যের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে। শঙ্খভস্ম, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া বহু ক্লেদপূর্ণ মলদ্বারের ক্ষতে লেপন করিবে। (১)

স্তন্যপান-বিরতির চিকিৎসা।

সূতিকাগারে অবস্থিতিকালে শিশু যদি স্তন্যপান না করে তাহা হইলে হরীতকী, আমলকী এবং পিপুলের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ প্রচুর গব্যঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুর জিহ্বায় একটু একটু লাগাইয়া দিবে।

শিশুর রোদন ও চমকাইয়া উঠার চিকিৎসা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পিপুল এই চারিটী বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া প্রচুর মধু ও ঘৃত মিশাইয়া অবলেহনার্থ দিবে।

শিশুর মলমূত্র অল্প অল্প নির্গত হইয়া পেট কামড়াইলে সৈন্ধব লবণ, শুঠ, বড় এলাচ, হিং এবং বামুনহাটীর মূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশাইবে, এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করাইবে। হিং পরিষ্কার লৌহপাত্রে গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে। (২)

---

(১) 'শঙ্খভস্ম'—শাঁকারীর নিকট 'ভাঙ্গা শাঁকের খণ্ড পাওয়া যায়। ইহা লেবুর রসে মাজিয়া ঘসিয়া শুষ্ক করিয়া মুখবন্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুণে পুট দিতে হয়। সহজে ভাঙ্গিতে পারা যায় এমন হইলে চূর্ণ করিলেই শঙ্খভস্ম প্রস্তুত হইল।

(২) হিং—বাজারে সচরাচর যে হিং পাওয়া যায় তাহাতে ধুলি, বালি, কাঁকর, চুণ প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এইরূপ হিং অব্যবহার্য্য। (হিং সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 'বনৌষধিদর্পণ' দেখ)

মূত্ররোধের চিকিৎসা।

পিপুল, মরিচ, আকের চিনি, ছোট এলাচ এবং সৈন্ধবলবণের সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ প্রচুর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে ফোঁটা ফোঁটা বা আটকান প্রস্রাব সহজে নির্গত হইয়া যায়।

শোথ চিকিৎসা।

শিশুর কোন অঙ্গ ফুলিয়া গেলে মুথা, চালকুমড়ার (শাদা দেশী কুমড়া) বীজ, দেবদারু, ইন্দ্রযব এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলায় জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

তালুকণ্টক চিকিৎসা।

যে শিশুর তালু কণ্টক হইয়াছে তাহাকে হরীতকী, বচ ও কুড়ের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া স্তন্য ও প্রচুর মধুর সহিত লেহন করাইবে।

কুকূণক চিকিৎসা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ শ্বেতশ্যাপুষ্পে, লাল শ্যাপুষ্পে, শুঠ, বৃহতী মূল, কণ্টকারীমূল, এই কএকটী দ্রব্য শীতলজলে শিলায় উত্তমরূপ পেষণ করিয়া অল্প গরম অবস্থায় প্রলেপ দিবে।

অহিপূতন চিকিৎসা।

শিশু স্তন্য পান করিলে প্রথম স্তন্যদাত্রীকে পিত্তশ্লেষ্ম দূষিত স্তন্যের প্রতীকারার্থে যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠান হইবে। ক্ষতে রসাঞ্জনের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে। এবং ত্রিফলা, কুলের মূলের ছাল, পাকুড়ের ছাল, এই পাঁচটী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবে। (১)

---

(১) 'পাকুড়'—পাকুড়ের গাছ প্রায় অশ্বত্থ বৃক্ষের মত বড় হয়। ইহাও অশ্বত্থ-তুল্য ছায়াপ্রধান তরু।

ক্ষত পচা ও অধিক ক্লেদযুক্ত হইলে হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, মনছাল, হরিতাল এবং রসাঞ্জনের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে লইয়া লেবুর রসে বাটিয়া ক্ষতে লেপ দিবে কিম্বা ঐ সকল চূর্ণ ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিবে। (১)

যষ্টিমধু, শঙ্খভস্ম ও সৌবীরাঞ্জনের সূক্ষ্ম চূর্ণ, অনন্তমূল ও শঙ্খের নাভির সূক্ষ্ম চূর্ণ, কিম্বা পীয়াশালের ছালের গুঁড়া ক্ষতে প্রদান করিবে। ক্ষত যদি অত্যন্ত লাল হয় বা উহতে চুলকানি থাকে তাহা হইলে জোঁক বসাইয়া রক্তস্রাব করাইবে। (২)

উল্বক চিকিৎসা।

তড়কা রোগগ্রস্ত শিশুকে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, যোয়ান হরিদ্রা এই ছয়টী বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশাইয়া। স্তন দুগ্ধের সহিত কিম্বা জলের সহিত সেবন করাইবে।

টাকুর নিম্নে যে গোল প্রস্তর খণ্ড থাকে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সরিষার তৈলে ডুবাইবে—এই তৈল ছোট চামচের এক চামচ পান করাইবে।

---

(১) 'হিরাকস'—বণিক দোকানে পাওয়া যায়। 'গোরোচনা'—শুষ্কীভূত গরুর পিত্তকে গোরোচনা বলে। দোকানের গোরোচনায় প্রায় হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত থাকে। 'মনছাল'—সংস্কৃত নাম মনঃশিলা, লাল পাথরের টুকরার মত। বণিক দোকানে পাওয়া যায়। 'হরিতাল'—দুইপ্রকার পিণ্ড হরিতাল ও বংশপত্র হরিতাল। পিণ্ড হরিতাল হরিদ্রাবর্ণ পাথরের টুকরার মত—বংশপত্র হরিতাল উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ, তবক তবক স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। যাহাকে গোদন্ত হরিতাল বলে তাহা বাস্তবিক হরিতাল নহে একপ্রকার সেকো মাত্র। তুঁতে আগুণে পুড়াইয়া লইবে।

(২) কেহ কেহ শঙ্খনাভি শব্দের মুদ্রাশঙ্খ অর্থ করেন, ইহা বিষম ভ্রম। যেমন শামুকের খোল ও মুটী থাকে শংখেরও তদ্রূপ মুটী থাকে—ইহাই শঙ্খনাভি।

চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

দারুহরিদ্রা, মুথা, গৈরিক—সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে সাবধানে প্রলেপ দিবে। শিশুর চক্ষু লাল, ভার, জুড়িয়া থাকিলে কিম্বা চক্ষু হইতে জল পড়িলে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

পারিগর্ভিক চিকিৎসা।

এঁড়েলাগার নাম পারিগর্ভিক। এই রোগে শিশুকে অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে।

গব্যঘৃত /১ সের, পিপুল, পিপুলমূল, কটকী, দেবদারু, যবক্ষার সোহাগার খৈ, বিট লবণ, বন যোয়ান, বেলশুঠ, চিতার মূল, যোয়ান এই এগারটী বস্তুর মোটা চূর্ণ ২০ তোলা হইবে। এই গুলি /৪ সের জলে মিশাইয়া কল্কপাক করিবে। পরে দধি, কাঁজি, সুরাকিট্ট প্রত্যেক /১ সের লইয়া ক্রমশঃ দিয়া যথা বিধি পাক করিবে। এই ঘৃত সিকি ওজন উষ্ণ দুগ্ধ বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। (২২)

বিস্ফোট চিকিৎসা।

শিশুর গাত্রে বিস্ফোট বাহির হইয়া জ্বর হইলে তাহাকে তিক্তপলতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, হরিদ্রার কাথ পান করাইবে।

(১) সোহাগারখৈ—সোহাগা বেণের দোকানের জিনিষ—আমরা 'সোণায় সোহাগা' বলিয়া থাকি। সোহাগা গুঁড়া করিয়া আগুণে ভাজিয়া লইলে খৈ প্রস্তুত হয়। 'বিটলবণ'—ইহাকে ভাষায় 'কালনূণ' বলে। কালনূণ কৃত্রিম লবণ ইহা পাক করিয়া প্রস্তুত করে (বিশেষ বিবরণ 'রসৌষধিদর্পণে' বলা হইয়াছে)।

সিধ্ম-পামা-বিচর্চ্চিকা চিকিৎসা।

রান্নাঘরের ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, সর্ষপ, ইন্দ্রযব এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘোলের সহিত বাটিয়া বিখাজ, কাউর প্রভৃতি কণ্ডু স্রাবযুক্ত কদর্য্য ক্ষতে প্রলেপ দিবে। (২৩)

মুখস্রাব চিকিৎসা।

অনন্তমূল, তিল, লোধ, যষ্টিমধু এই চারিটী দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে শিশু এই কাথ কিয়ৎক্ষণ মুখে রাখিয়া কুল্লি করিয়া ফেলিয়া দিবে—সপ্তাহাধিককাল এইরূপ করিলে লালপড়া রোগের উপকার হইবে।

উন্নতনাভির চিকিৎসা।

নাভিনাড়ী খশিয়া পড়িলে নাভি যদি উচ্চ হইয়া থাকে (যাহাকে ভাষায় গোঁড় বলে) তাহা হইলে আকের পুরাণ গুড় মাটীতে একটু জলের সহিত ঘসিয়া গাঢ় করিয়া নাভিতে লেপ দিবে।

তৃষ্ণার চিকিৎসা।

দাড়িম বীজ, জীরা, নাগেশ্বর ফুল এই তিনটী বস্তু সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশাইবে। এই চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত বারম্বার লেহন করিলে অতি তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

---

(২৩) রান্নাঘরের ঝুল—যেকালে রান্নাঘরে কাঠের জ্বালে সরিষার তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া পাক করা হইবে ইহা সেই কালের ব্যবস্থা।—সুতরাং কয়লার জ্বালে কেরোসিনের টেমি জ্বালাইয়া যে রান্নাঘরের কার্য্য হয় তাহার ঝুল বিষ।

অতিক্ষুধার চিকিৎসা ।

অতিক্ষুধা তীক্ষ্ণাগ্নির লক্ষণ—তীক্ষ্ণ অগ্নি পিত্ত জন্য রোগ জন্মায়। অতএব ইহার প্রতীকার করিবে। ভূমিকুষ্মাণ্ড, যব, গম ও পিপুলের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া গব্যঘৃতের সহিত লেহন করিবে। পরে মধু ও চিনির সহিত গব্য দুগ্ধ পান করিবে। মাত্রা—৬ রতি, দিনে ৩ বার।

মৃত্তিকা-ভক্ষণজ রোগের চিকিৎসা ।

আকনাদি, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, বামুনহাটী, শ্বেত-পুনর্ণবা, বেলশুঠ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিছাতির মূল এই সকল বস্তুর কল্কযোগে ঘৃতপাক করিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণজ রোগের প্রতীকারের জন্য প্রাতে পান করাইবে। মাত্রা—৵০ আনা ওজন (২৪)

পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা ।

গব্যঘৃত /১ সের ত্রিফলার কল্ক /।০ পোয়া, ভৃঙ্গরাজের রস /১ সের যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত শিশুর পাণ্ডুরোগের পক্ষে প্রশস্ত। (২৫) মাত্রা—২।৪ আনা।

---

(২৪) 'আকনাদি'—সংস্কৃত নাম পাঠা—আকনাদি নামে সাধারণতঃ যাহা ব্যবহার করা হয়, তাহা পাঠা নহে। বস্তুত পাঠা কি 'বনৌষধি দর্পণ' দেখ। 'বামুনহাটী'—ক্ষুদ্র গাছ—ডাল বাহির হয় না, পাতা লম্বা লম্বা সরু—সরু গুঁড়ির দুই পার্শ্বে পাতা বাহির হয়। পুষ্প বিকশিত মাত্রে শুভ্র পরে নীলবর্ণ। রঞ্জিত কুণ্ডোপরি ফল থাকে—বীজ মটরের মত। কুণ্ড কি? (বনৌষধি দর্পণ ১৮০ পৃঃ দেখ) 'বিছাতির মূল'—বিছাতি ক্ষুদ্র ক্ষুপ—পাতা গায়ে লাগিলে গা ফুলিয়া উঠে—বীজে পাতায় ডাঁটায় ক্ষুদ্র রোম আছে। বীজ তিন ভাগে বিভক্ত।

(২৫) 'ভৃঙ্গরাজ' ভাষা নাম 'ভীমরেজ'। জল সন্নিকটে বা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। পাতা নরজিহ্বাবৎ—কর্কশ, পাতার রস কালির মত কাল। ফুল হলদে। অনেক রকম ভৃঙ্গরাজ আছে। (বনৌষধি দর্পণ দ্রষ্টব্য)

অহিতুণ্ডিকার চিকিৎসা।

সূর্য্যগ্রহণ কালে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উদ্ধৃত অপামার্গমূল অহিতুণ্ডিকাগ্রস্ত শিশুর গ্রীবাদেশে সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া দিবে। কিম্বা ছাতিম ফুল, গোরোচনা এবং গোলমরিচ সমভাগে লইয়া জলে বাটিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী স্তন্যের সহিত পান করাইবে। (২৬)

অনামক চিকিৎসা।

শিশুর মাথার যে স্থানটী বহু দিন পর্য্যন্ত নিম্ন থাকে সেই স্থানটীতে তিল তৈল মাখাইয়া ছাতিম ও মনসার আটা সমভাগে মিশাইয়া ঐ তৈলাক্ত স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর সূক্ষ্ম হরিদ্রা চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। (২৭)

---

(২৬) 'অপামার্গ'—ভাষা নাম আপাঙ্। শাদা ও লাল দুই প্রকার। আপাঙের ক্ষুদ্র ক্ষুপ বর্ষায় জন্মে। শীতে পরিপক্ক ও গ্রীষ্মে শুষ্ক হইয়া যায়। দীর্ঘ মঞ্জরী কাঁটার মত। ইহাতে যবের মত ক্ষুদ্র বীজ থাকে। বীজের ভিতর চাউল থাকে তাহাকে আপামার্গ তণ্ডুল বলে। 'ছাতিম ফুল'—ছাতিমের গাছ উচ্চ। ডালের চারিদিক ঘিরিয়া প্রায় ৭টী করিয়া পাতা থাকে এই জন্য ইহার সংস্কৃত নাম 'সপ্তপর্ণ'। শরৎকালে ফুল হয়, ফুল মলিন শুভ্র, ফুলের বেশ গন্ধ আছে। গাছের ছাল পুরু, টাট্‌কা ছাল কাটিলে দুধের মত আঠা বাহির হয়—ইহার নাম সপ্তপর্ণ ক্ষীর। ছাতিম ছাল স্বাদে তিক্ত। বঙ্গে যত্রতত্র প্রচুর জন্মে। 'গোরোচনা' গো শরীরে স্বয়ং শুষ্কীভূত পিত্তকে গোরোচনা বলে। দোকানে যে বর্ত্তুলাকৃতি পীতবর্ণ দ্রব্য গোরোচনা বলিয়া দেয় তাহাতে হরিদ্রা বা হরিতালাদি অন্য কোন পীতবর্ণ বস্তু মিলিত থাকে। গো পিত্তকে শুষ্ক করিয়া লইলেও গোরোচনার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গোরোচনা স্বাদে অতি তিক্ত।

(২৭) 'মনসা'—মনসা অনেক রকম আছে তন্মধ্যে যাহার পূজা হয়—যাহা প্রায় প্রতি গৃহস্থলীতেই তুলসীর সহিত রক্ষিত হয় তাহাই এস্থলে লইতে হইবে। মনসার পাতাকে আগুণে সেকিলে নরম হইয়া যায়, তখন রস বাহির করা সহজ।

উত্তমতিল তৈল ৵৷৹ সের, গোমূত্র ৵১ সের, নিমপাতার রস ৵১ সের গব্যদুগ্ধ ৵২ সের দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল শিশুকে মর্দ্দন করাইবে।

বালকের গাত্রে ননী মাখাইয়া তাহাকে পোষা কুকুর দিয়া চাটাইবে। কিম্বা কেশুত্তের রসে বস্ত্র ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। আকন্দের তুলা, ভেড়ার লোম লইয়া ঐ কাপড়ের ভিতর রাখিয়া সলিতার মত পাকাইবে, এই সলিতা তিল তৈলে ভিজাইয়া জ্বালাইলে যে ধূম নির্গত হইবে তাহা কাজলনাতায় বা কোন কাঁশার পাত্রে ধরিবে। এই কাজল চক্ষুতে দিলে শিশুর অনামক রোগ নিবৃত্তি পাইবে। (২৮)

কৃশতার চিকিৎসা।

চিনির সহিত ছাগদুগ্ধ পান করিলে কৃশ শিশুর পোষণ হয়। কিম্বা যষ্টিমধু, পিপ্পলী, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ, শুন্দিমূল, শ্বেতচন্দন, তালীসপত্র, অনন্তমূল এই সকল বস্তুর কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিতে দিলেও কৃশ শিশু পুষ্ট হয়।

অথবা কাঁকড়াশৃঙ্গী, মূর্ব্বা, বামুনহাটী, পিপুল, দেবদারু, অশ্বগন্ধা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাস্না, ঋষভক, জীবন্তী, মুগানি, মাষানি, বিড়ঙ্গ, এই সকল বস্তুর কল্কের সহিত ৵১ সের ঘৃত পাক করিয়া পরে একটী শশকের মাথার লোম ও ত্বক্ অপসারিত করিয়া উহাকে ঈষৎ পেষণ করিয়া ৵৮ সের জলে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ৵২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে—এই ক্বাথের সহিত ঘৃত পুনঃপাক করিয়া শিশুকে

(২৮) 'কেশুত্তে'—সংস্কৃত নাম কেশরাজ—ভূলুণ্ঠিত কচিৎ উচ্চ ভাবে স্থিত ক্ষুপ—ইহার পত্রের রস ভীমরাজের পত্র রসের মত কাল, পাতা লম্বা সরু, ফুল ক্ষুদ্র শাদা।

সেবন করাইলেও ক্ষীণ শিশুর পোষণ হয়—শিশুর যদি মৃগীরোগ থাকে কিম্বা হাত পায়ের জোর না থাকে, যদি তাহার কথার জড়তা থাকে এবং বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি না পাইয়া থাকে তাহা হইলে এই ঘৃত বিশেষ হিতকর। (২৯)

গব্য ঘৃত /১ সের, একপোয়া কাঁচা অশ্বগন্ধার মূলের কল্কে এবং দশসের গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে ক্ষীণ, দুর্ব্বল, বাত ব্যাধি গ্রস্ত শিশু নিরাময় হয়।

হরীতকী, ভূমি আমলকী, মূর্ব্বা, শলুফা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, আলকুশী, বেড়েলা, বেলশুঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরী, জটামাংসী, ভূমি কুষ্মাণ্ড, শুঠ, অনন্তমূল, আমলকী, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপুল, পিপুল, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, নাগকেশর, মেথি, হালিম, কৃষ্ণজীরা, যমানী, তালমূলী, গোক্ষুর এই সকল বস্তুর প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইবে। সমস্ত চূর্ণের সমান কিসমিস্, কিস্‌মিসের সমান চিনি, মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সেবন করিলে কৃশ শিশু পুষ্ট হয়, ক্ষুধা বাড়ে, বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পায়। মাত্রা ১০ রতি। প্রাতে একবার

অষ্টমঙ্গল ঘৃত।

বচ, কুড়, বির্ম্মিশাক, রাইসরিষা, অনন্তমূল, সৈন্ধব লবণ, পিপুল এই সাতটী দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে শিশু দৃঢ়স্মৃতি, ক্ষিপ্রমেধা এবং বুদ্ধিমান্ হয়।

লাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষার ক্বাথ, তৈলের চতুর্গুণ মস্ত এবং রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শলুফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, কটকী,

(২৯) 'পদ্মকাষ্ঠ'—বেণেরা যে কোন সুগন্ধি কাষ্ঠকে পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় করে। যথার্থ পদ্মকাষ্ঠ কি বনৌষধি দর্পণে বলা হইয়াছে।

ক্ষেৎপাপড়া এই তেরটী দ্রব্যের কল্কের সহিত তৈলপাক করিবে। এই তৈল মাখিলে বালকের জ্বর নিবৃত্তি পায় এবং বল বর্দ্ধিত ও বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

কুমারকল্যাণ ঘৃত।

কণ্টকারীর কাথ, তৈলের চতুর্গুণ গব্য দুগ্ধে এবং শঙ্খপুষ্পী, বচ, বির্মিশাক, কুড়, ত্রিফলা, কিস্‌মিস্‌, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীরা, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমের ফলের ছাল, তুলসী মঞ্জরী, শালপর্ণী, মুথা, কুড়, ছোট এলাচ, গজপিপুল, এই কয়েকটী দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া /৪ সের ঘৃতপাক করিবে। এইঘৃত বালকগণের পক্ষে অমৃততুল্য; মাত্রা ২-৪ আনা।

বালক রস।

বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে লৌহ পাত্রে জারিত স্বর্ণ মাক্ষিক ৮ তোলা মিশাইয়া পাথরের পাত্রে লৌহ দণ্ডে কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দার পত্রের নির্জ্জল রস পৃথক্ পৃথক্ দিয়া মাড়িয়া সরিষার মত বটী করিবে। অনুপান পানের রস। শিশুগণের পুরাণ জ্বর এবং কাসের উত্তম ঔষধ।

শঙ্খ বটী।

শুষ্ক স্বয়ং পতিত তেঁতুল ছাল **অন্তর্ধূমে** ভস্ম করিয়া ৮ তোলা, পঞ্চলবণ মিলিত ৮ তোলা, পাতি কাগজি বা গোঁড়া লেবু রসে শঙ্খ খণ্ডকে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া বারম্বার নিক্ষেপ করিবে। যখন দেখিবে শঙ্খের খণ্ডগুলি গুঁড়া হইয়া যাইতেছে তখন ঐ গুলি লইয়া পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ৮ তোলা হইবে। ঘৃতে ভাজা হিং এবং শুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ২ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, শোধিত

মিঠা বিষ চূর্ণ আধ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য পাতি কাগজি বা গোঁড়া লেবুর রসে মাড়িয়া/লেবুর রসে পাৎলা করিয়া তীব্র রৌদ্রে ভাবনা দিতে হইবে। লেবুর রসে ভাবনা দিতে দিতে যখন দেখিবে সমস্ত ঔষধ টক্ হইয়া গিয়াছে তনথ বেশ করিয়া মাড়িয়া ছোট মটরের মত বটী করিবে। বালকের পক্ষে এই মাত্রা। ৫বৎসরের অল্প বয়স হইলে অর্দ্ধ বটী গরম জল সহ সেব্য। ইহা অজীর্ণ, দম্‌কা ভেদ ও অরুচির উত্তম ঔষধ।

ক্রিমি রোগের কএকটী ঔষধ।

পারসীক যমানীর চূর্ণ ৪ রতি বাসিজলের সহিত মিশাইয়া পান করিবে। ঔষধ খাইবার পূর্ব্বে ১ তোলা আকের গুড় খাইতে দিবে। ৫ বৎসরের অল্প বয়স হইলে ২ রতি চূর্ণ দিবে। ঔষধের মাত্রা বেশী হইলে নেশা হইতে পারে। অতএব মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

ঘেঁটুকুল পাতার রস কিংবা আনারসের পাতার মূলভাগের রস চার চামচের এক চামচ শিশুকে মধুর সহিত পান করাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়। সোমরাজীর চূর্ণ ৬ রতি শীতল জলের সহিত পান করিলে কিম্বা দাড়িমের মূলের কাথ চার চামচের ২।৩ চামচ পান করিলে পেটের ক্রিমি মরিয়া পড়িয়া যায়। কিম্বা বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, কমলা-গুড়ি, বড় হরীতকী চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া ৬ রতি মাত্রায় ঘোলের সহিত পান করিবে। পলাশ বীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল, চিরতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি মাত্রায় কিছু আকের গুড়ের সহিত সেবন করিলে শিশুর ক্রিমি তিন দিনে মরিয়া পড়িয়া যায়; কিম্বা কেবল পলাশ বীজ ও যমানী সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া বা গুঁড়া করিয়া শীতল জলের সহিত পান করাইবে।

পারসীকাদি চূর্ণ।

পারসীক যমানী, মুতা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, অতিবিষা এই সকলের

সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ৬ রতি মাত্রায় লেহন করিলে শিশুর কাস-জ্বর, অতিসার, কৃমি নির্মূল হয়।

নবায়স লৌহ।

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া) মুথা, বিড়ঙ্গ চিতা মূলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সমস্ত দ্রব্যের ওজনের সমান বিশুদ্ধ মৃজারিত লৌহ ভস্ম মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি মাত্রায় শিশুকে লেহন করাইবে। ৫ বৎসরের কম বয়সের পক্ষে এক রতি মাত্রা। ইহা যকৃত দোষ, রক্তাল্পতা, জ্বরের উত্তম ঔষধ।

কর্ণশূল চিকিৎসা।

পাকিয়া পীতবর্ণ হইয়াছে এমন আকন্দ পত্র লইয়া উহাতে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত মাখাইয়া আগুণে পাতাটীকে সেকিয়া উহার রস গরম গরম গালিয়া ২।৩ ফোঁটা কাণের ভিতর দিলে কাণ কটকটানি ভাল হয়।

আম, জাম, মৌয়া ও বটের পাতা বাটিয়া ১ তোলা লইয়া ৮ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল কাণে কএক ফোঁটা করিয়া দিলে কাণের পূয ভাল হয়।

চামেলির পাতা তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল কাণে দিলে, কাণের দুর্গন্ধ পূয পড়া ভাল হয়।

কাণের পাতা (কর্ণপালী) যদি বেশ না বাড়ে হইলে গব্য দুগ্ধ /১ সের এবং শতমূলী, অশ্বগন্ধার মূল, ক্ষীর কাকোলী এবং এরণ্ড বীজ প্রত্যেক ১। তোলা ওজনে লইয়া কল্কপাক করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। ইহা মর্দ্দনে কর্ণপালী বর্দ্ধিত হইবে।

কাণ বিঁধিয়া দিলে যদি কাণে ফুলা ও বেদনা হয় তাহা হইলে বিদ্ধ

স্থানে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত এবং ভাল মধু মিশাইয়া যষ্টি মধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা এবং এরণ্ডমূলের প্রলেপ দিবে।

অপামার্গক্ষার তৈল।

অপমার্গের শুষ্ক ডাল পাতা মূল কাটিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া এই ভস্মের ক্ষারোদক প্রস্তুত করিবে তৈলের চতুর্থাংশ অপামার্গ ভস্ম এবং তৈলের চতুর্গুণ ক্ষারোদক দ্বারা তিল তৈল পাক করিবে। ইহার নাম অপামার্গ ক্ষার তৈল। এই তৈল কর্ণে দিলে কাণের শব্দ এবং কাণে শুনিতে না পাওয়া আরাম হয়।

শম্বূক তৈল।

সরিষার তৈল /১ সের শামুকের মাংসের ক্বাথ /৪ সেরের সহিত পাক করিয়া এই তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কাণে দিলে কাণের নালীঘা আরাম হয়।

কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শলুফা বেলশুঁঠ, সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যের কল্কে এবংতৈলের চতুর্গুণ ছাগমূত্রের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া কাণে দিলে কাণের দুর্গন্ধ পুষপড়া নিবৃত্তি পায়।

শিগ্রু তৈল।

সজিনা বীজ, বৃহতি ফল, দণ্ডীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, এই সকলের কল্কে এবং তৈলের চতুর্গুণ বেল পাতার রসে তিল তৈল পাক করিয়া নস্য করিলে নাকের দুর্গন্ধ, ক্ষত এবং পুষ পড়া নিবৃত্তি পায়।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজিতে পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

জয়ন্তীর পাতা বাটিয়া কলার পাতায় আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া আগুনে সেকিয়া তিল তৈল, সৈন্ধব লবণ যোগে সেবন, নূতন কফ রোগের পক্ষে হিতকর। যে দধির ননী তোলা হয় নাই সেই দধি টক্ হইলে তাহাতে গুড় ও মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া ভোজন করিবে। ইহা শুষ্ক কফ পাৎলা করে এবং বাতজ প্রতিশ্যায়ের পক্ষে হিতকর। নূতন কফ রোগে তেঁতুল পাতার ঝোল পান করিলে কফ পক্ক হয় পরে নস্য লইয়া শিরো বিরেচন করাইবে। যাহাদের প্রায়ই সর্দ্দি হয় তাহাদের পক্ষে সুসিদ্ধ মাষকলায় গরম গরম সৈন্ধব লবণের সহিত ভোজন করা ভাল।

নাসারোগে এই তৈলটী হিতকর—ঘরের ঝুল, পিপুল, দেবদারু যবক্ষার, ডহর করঞ্জার বীজ, সৈন্ধব লবণ এবং আপামার্গ বীজের কল্কে তৈল পাক করিবে।

দন্তোদ্‌ভেদগদান্তক।

পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, বড় এলাচ, নাগকেশর, মুথা, শটী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, বিট্‌লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ, স্বর্ণ, স্বর্ণ মাক্ষিক এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটী করিবে। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে জ্বর, আক্ষেপ, অতিশয়াদি হইয়া থাকে—এই অবস্থায় প্রয়োজ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রুগ্‌ণ শিশুর পরীক্ষা।

ছোট ছেলে রোগ কি তাহা জানে না। সে যখন পীড়িত হয় তখন কেবল একটা বিচিত্র ভাব অনুভব করে মাত্র, স্বরূপতঃ সে কিছুই বুঝিতে পারে না। অন্যে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তবে রোগের তত্ত্ব ধরিতে বুঝিতে পারে। এই পর্য্যবেক্ষণ যে সে করিতে পারে না, যিনি প্রত্যহ শিশুর অভ্যাস ও অঙ্গ সঞ্চালনাদি দেখিয়া আসিতেছেন তিনিই শিশুর অসুস্থতার প্রথম সঞ্চার ধরিতে পারেন। অপরিচিতের কণ্ঠস্বর এমন কি শিশুর প্রতি দৃষ্টি-পাত মাত্র অনেক স্থলে শিশুকে নিতান্ত ভীত করিয়া থাকে। অতএব চিকিৎসক শিশুর রোগ পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রথমে শিশুর চিত্ত রঞ্জন করিয়া তাহার সন্তোষোৎপাদন করিবেন অন্যথা রোগ পরীক্ষা সম্ভব হইবে না। মাতার তুল্য বিশ্বাসাস্পদ আর কে আছে? শিশুর প্রথম রোগাবির্ভাব মাতাই বুঝিতে পারেন।

সুস্থ শিশুর অঙ্গে দৃঢ়তার সহিত সুকুমারত্বের অপূর্ব্ব মিলন থাকে, কিন্তু কোন রোগের তরুণ অবস্থায় শিশুর পোষণের হঠাৎ ব্যাঘাত হওয়ায় শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্লথ হইয়া পড়ে। পীড়া যদি শীঘ্র আরাম না হয় তাহা হইলে অতঃপর অতি দ্রুত শিশুর মাংস ক্ষয় হইতে থাকে। যে সকল শিশুর হাতের ও পায়ের তলা সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকে তাহাদের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া মৃদুভাবে নির্ব্বাহ হয় বুঝিতে হইবে। শৈশবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আশয়াদির নির্ম্মাণ ও পুষ্টি অতি দ্রুত নির্ব্বাহ হইতে থাকে। সুতরাং অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া শিশুর

বাতবহা নাড়ীগুলি স্বভাবতঃই উত্তেজিত ভাবে থাকে, এই জন্য কোন সুস্থ শিশুর তরুণ জ্বর হইলে তাহার বাতবহা নাড়ীর এই স্বাভাবিক উত্তেজনা অধিকতর বর্দ্ধিত হয় সুতরাং প্রায়ই 'তড়্কা' হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যে সকল শিশুর পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অন্য কোন কারণে বাতবহা নাড়ী সমূহের শৈশব-সুলভ স্বাভাবিক উত্তেজনা মন্দীভূত হইয়া পড়ে তাহাদের শরীরে রোগ অতি ধীরে অলক্ষিত ভাবে প্রকাশ পায়।

সাধারণ ভাবের বিপর্য্যয় এবং মুখের ভাব গতিক দেখিয়া শিশুর পীড়ার প্রথমাবির্ভাব বুঝিতে হয়। আরক্তিম বা পাণ্ডুবর্ণ মুখ, ক্রীড়ায় অনিচ্ছা, অত্যন্ত বিরক্ত ভাব বা সর্ব্বদা নিস্তব্ধভাবে শয়ন, পীড়িত শিশুর লক্ষণ। যদি পেটে কোন বেদনা থাকে তাহা হইলে শিশু প্রায় চিৎ হইয়া পা গুটাইয়া শুইয়া থাকে এবং তাহার অধর প্রায়ই মুখের ভিতর প্রবিষ্ট থাকে। যদি শিশুব কপালের মাংস কুঞ্চিত থাকে এবং কাণ ধরিয়া টানে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শিশুর শিরোবেদনা আছে। চঞ্চলতা, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা, হাত মুঠা করা, চম্‌কে উঠা দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে শীঘ্রই শিশুর 'তড়কা' হইবে।

টীকাদেওয়া।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে সুতরাং টীকা দেওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। এখনও অনেকের 'বাঙ্গালা'টীকা আছে। টীকা দেওয়া হইলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প এবং যদি হয় তাহা হইলে প্রায়ই মারাত্মক হইতে দেখা যায় না। অতএব প্রত্যেক শিশুকে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

কি প্রণালীতে টীকা দেওয়া উচিত? পূর্ব্বে এমন কি এখন পর্য্যন্ত মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে এক বালকের গুটী হইতে বীজ লইয়া অপরকে টীকা দেওয়া হয়। এই প্রণালীর প্রশংসা করা যায় না—যে বালকের গুটী হইতে বীজ লইয়া টীকা দেওয়া হয় সেই বালকের শরীরে কোন সঞ্চারী রোগ থাকিলে সেই রোগ সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য আজ কাল যে লসীকা (Lymph) দ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই প্রশস্ত ও নিরাপদ। জেলার সিভিল সার্জ্জনের নিকট দরখাস্ত করিলে এই 'লিম্ফ' পাওয়া যাইতে পারে। ইহা নলের মত শিশিতে থাকে। সচরাচর দুই হাতের উপরি ভাগে টীকা দেওয়া হয়। বালিকাদের পায়ের 'ডিমার' পশ্চাদ্‌ভাগেও দেওয়া যায়। যে খানে টীকা দেওয়া হইবে সেই স্থান, ধৌত করা পরিষ্কার সূতার কাপড়, ফুটান জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিবে পরে নলের লসীকা ঐ স্থানে ঢালিয়া দিয়া একটী পরিষ্কার নূতন সূচ লইয়া ঐ লসীকাসিক্ত অঙ্গে উর্দ্ধাধোভাবে পশাপাশি পাঁচটী আঁচড় এবং ঐ পাঁচটী আঁচড়ের উপর বাম হইতে দক্ষিণ দিকে পরে পরে পাঁচটী আঁচড় দিবে। অপর বাহু মূলেও ঐরূপ দিতে হইবে।

কখন টীকা দেওয়া উচিত?—শিশুর যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা হইলে জন্মের ছয় মাসের মধ্যে টীকা দেওয়া যাইতে পারে। বিলম্ব করিয়া কোন লাভ নাই বরং আশঙ্কা আছে। শীতকালই টীকা দিবার পক্ষে প্রশস্ত কিন্তু প্রয়োজন হইলে সকল ঋতুতেই টীকা দেওয়া যাইতে পারে। যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে বসন্ত হইতে থাকে তাহা হইলে বয়স ও কালের বিচার করিবে না যে কোন বয়সে, যে কোন ঋতুতে এমন কি শিশুর সামান্য কোন রোগ থাকিলেও টীকা দিতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নহে।

পাঁচ পাঁচটী আঁচড় দিবার প্রয়োজন আছে। আঁচড় যত অধিক দেওয়া যায় জ্বরভাব বা অন্যান্য উপসর্গ ততই কম হইবার সম্ভবনা এবং রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা ততই নিশ্চিত। কি করিয়া বুঝা যাইবে যে টীকা ঠিক লওয়া হইয়াছে? ফোস্কাপড়ার লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে। টীকা লওয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে প্রত্যেক আঁচড়ের উপর যদি এক একটী ঈষৎ লালবর্ণ স্ফীতি দেখা যায় তাহা হইলে ঠিক্ টীকা লওয়া হইয়াছে জানিবে। পঞ্চম দিনে একটী স্ফীত গোলাকার ফোস্কা দেখা যাইবে ইহার মধ্য ভাগে কিন্তু নিম্নতা থাকিবে। আট দিনের দিন ফোস্কা বড় হইবে, তখন দেখিতে মুক্তার মত হইবে এবং ভিতর রসে পূর্ণ থাকিবে। সমস্ত ফোস্কাটীর চতুর্দ্দিকে একটী লাল ফোস্কার মত দাগ থাকে। অতঃপর এই ফোস্কা শক্ত হইয়া যায় এবং প্রায় কুড়ি দিনের দিন শুকাইয়া যায়—যাবজ্জীবনের জন্য টীকার চিহ্নটী থাকে।

কালে টীকার, সংক্রামক বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি সকলেরই মন্দীভূত হইয়া আসে, তবে কাহার শীঘ্র কাহার বা কিছু বিলম্বে; অতএব সাবালগ হইবার পূর্ব্বে বা দশ বৎসর বয়সে হইলে আর ভাল, পুনর্ব্বার টীকা লওয়া উচিত। প্রথম বারের টীকা যদি ঠিক্ না লওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইলে কিম্বা মড়ক হইয়াছে এমন কোন স্থানে যাইতে বাধ্য হইলে তৎপূর্ব্বেই পুনর্ব্বার টীকা লওয়া ভাল।

সংক্রামক পীড়া ও তন্নিবারণের উপায়।

নিজে অহিত আহার বিহার করিলে যেমন পীড়া জন্মিতে পারে ব্যাধিবিশেষে পীড়িত লোকের গাত্র সর্ব্বদা স্পর্শ করিলে, পীড়িতের নিকটে

বসিয়া থাকিয়া তাহার নিঃশ্বাস দূষিত বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস লইলে, তাহার সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিলে, এক বিছানায় শয়ন করিলে, তাহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিলে, তাহার ব্যক্তমাল্য ধারণ করিলে, তাহার ব্যবহৃত সুগন্ধিদ্রব্য অনুলেপন করিলে, শরীরে সেই সেই রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে। যে সকল রোগ এইরূপ এক রোগীর দেহ হইতে অন্য এক সুস্থ লোকের শরীরে সঞ্চারিত হয় সেই সকল রোগকে 'সঞ্চারী' রোগ বলে। কোন্ কোন্ রোগ সঞ্চারী? সুশ্রুত বলেন—

'কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্'

কুষ্ঠ, জ্বর, ক্ষয়, নেত্রাভিষ্যন্দ (কএক প্রকার চক্ষুরোগ) এবং বসন্ত (মসূরিকা), হাম (রোমান্তিকা), বিসর্প প্রভৃতি রোগ এক মনুষ্য হইতে অন্য মনুষ্যে সংক্রমিত হয়। কি প্রকারে সংক্রমিত হয়? রোগবীজ সূক্ষ্মভাবে সংক্রমিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। যেমন বট-বীজ রোপণ করিলে এরণ্ডবৃক্ষ বা এরণ্ড বীজ রোপণ করিলে বটবৃক্ষ হয় না পরন্তু সর্ব্বত্রই বীজানুসারে বৃক্ষ হয়, সেই রূপ এই সকল রোগবীজও ঠিক্ সেই সেই রোগ জন্মায় অর্থাৎ কুষ্ঠ-বীজ কুষ্ঠ, জ্বরবীজ জ্বর এবং ক্ষয়বীজ ক্ষয় রোগই জন্মাইবে। কেবল কোন না কোন প্রকার রোগীর সান্নিধ্য বা সম্পর্ক হইতেই যে সঞ্চারিরোগ গুলির বীজ অন্য শরীরে সংক্রমিত হয় একথা বলা যায় না; উহাদের মধ্যে কোন কোন রোগের বীজ গরবিষ রূপে অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে সঞ্চারিরোগ-পীড়িত লোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রব নাই অথচ হঠাৎ (অর্থাৎ সেই রোগের নিদান সেবন না করিলেও) একজন এক বাটি দুধ বা একঘটী জল পান করিয়াই কোন না কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। এস্থলে দুগ্ধে বা

জলে গরবিষ সঞ্চারিত হওয়ায় রোগোৎপত্তি ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। গরবিষ কি আমরা বিষতন্ত্রে বুঝাইয়াছি। এস্থানে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পীড়িত লোকের মল, বান্ত পদার্থ, নিষ্ঠীবন প্রভৃতিতে সেই সেই রোগের বীজ থাকে ঐ বীজ মক্ষিকাদি কর্ত্তৃক বা বায়ুপ্রবাহে যত তত্র নীত হইয়া আহারের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং তাহা আহার করিয়া তত্তৎ রোগে উৎপীড়িত হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। গরবিষের অভাব কি? তাহা হইলে সকলেরই ত সঞ্চারী রোগ হইতে পারে, তাহাত হয় না। হয় না তাহার কারণ বীজধর্ম্ম। বীজ কখন উষর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় না। অনুকূল ক্ষেত্র পাইলে বৃক্ষের বীজ যেমন অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত হয় রোগবীজও তদ্রূপ অনুকূল শরীর—ক্ষেত্র পাইলে অধিকার করিয়া বসে। ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার পালন, সংযম, বিহিত আহার বিহার উপদেশ দিয়া আয়ুর্ব্বেদ, শরীরের এমন একটী স্বাস্থ্যকর অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিবার পথ দেখাইয়াছেন যে অবস্থায় উপনীত হইলে সংক্রামক রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিয়াও উষর ক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যায়। শরীরের এইরূপ শক্তি লাভ করিবার চেষ্টাই সংক্রামক রোগ নিবারণের প্রশস্ত উপায়।

হাম।

অবিচ্ছেদ জ্বর, নাসিকা হইতে কফস্রাব, কাসি, পরে ঘামাচির মত আকৃতি, লালবর্ণ প্রচুর গুটি নির্গত হইলে হাম বলে। বাড়ীর একটী ছেলের হইলে প্রায় সকলেরই হয়—ইহা সংক্রামক। কাহার মতে পীড়ার আরম্ভ হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত সংক্রামতা থাকে। যখন রোগীর হাম শুকাইয়া—শুষ্ক চর্ম্ম উঠিয়া যায় সেই সময়েই সংক্রমণের বিশেষ আশঙ্কা। রোগীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে কিম্বা জনান্তরের দ্বারাও হাম সংক্রমিত হইয়া থাকে। শিশুগণের হাম পুনঃ পুনঃ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—শৈত্যানুভব, মাথাধরা, পিপাসা, জিহ্বা মলিন, শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা—আলস্যভাব, জ্বরবোধ—এইগুলি প্রথমে প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাঁচিতে থাকে, চক্ষু জলপূর্ণ, চক্ষুর পাতা ফুলা এবং প্রায়ই কাসিতে দেখা যায়। ক্রমে জ্বর এবং সাধারণ লক্ষণ গুলি বাড়িতে থাকে এবং প্রায় রোগ আরম্ভের চতুর্থ দিনে প্রথমে কপালে এবং মুখে হামের গুটি বাহির হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময় জ্বর প্রবল থাকে—চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং কোন কোন শিশু এই অবস্থায় অতি প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া প্রলাপ বলে। হামের গুটি প্রচুর ও উত্তমরূপ নির্গত হইয়া তিন দিন থাকে অতঃপর প্রায়ই জ্বর ছাড়িয়া যায়, অন্যান্য উপসর্গ ও কমিয়া যায় এবং অষ্টাহের মধ্যে সমস্ত গুটি শুকাইয়া যায়। এই সময় খুব গা চুলকায়। হামের প্রথম অবস্থায় কখন কখন গলায় 'বিচি আওয়ায়'। হামের গুটি শুকাইবার সময় কখন কখন গলায় ক্ষত হইয়া থাকে।

দুর্লক্ষণ—যদি হামের গুটি অত্যধিক নির্গত হয় এবং গুটিগুলি বেগুণে রঙ্গের হয়, কিম্বা যদি কিছু বাহির হইয়া বন্ধ হয়, যদি জিহ্বার রঙ কাল বা কটা হয়, রোগীর দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং বক্ষোগত শ্লেষ্মার প্রকোপ বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে রোগ কঠিন বুঝিতে হইবে। গুটি বাহির হওয়া হঠাৎ বন্ধ হইলে নিশ্চয় জানিও বক্ষোগত শ্লেষ্মদোষ ঘোরতর কুপিত হইবে। গুটি রীতিমত বাহির হইয়া যাইবার পর প্রবল জ্বর প্রায় নিবৃত্তি পায়। যদি তখনও জ্বর থাকে তাহা হইলে পীড়া সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণা করিতেছে বুঝিতে হইবে।

পার্থক্য করণ—এক রকম সন্নিপাত জ্বরে (স্কার্লেটিনা) এবং জলবসন্তেও গুটি বাহির হইয়া থাকে অতএব এই দুইটী রোগ হইতে

হামকে পৃথক্ করিয়া চিনিবার জন্য উহাদের সহিত তুলনায় হামের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। সন্নিপাত জ্বর বিশেষের গুটি দ্বিতীয় দিনে, জলবসন্তের গুটি তৃতীয় দিনে এবং হামের গুটি চতুর্থ দিনে দেখা দেয়, আর ইহারা আকার প্রকারেও পৃথক্। জল-বসন্তের গুটি বাহির হইলেই জ্বর বিচ্ছেদ পায়, হামের জ্বর গুটি বাহির হইয়া গেলেও ৩।৪ দিন থাকে পরে বিচ্ছেদ পায়। তারপর হামের প্রথম অবস্থার লক্ষণ গুলিও (জলপূর্ণ চক্ষু, হাঁচি, কফদোষ ও মুখ ভার ভার) হামের ইতর ব্যবচ্ছেদক লক্ষণ।

উপসর্গ—(১) তড়কা—হামের প্রথম অবস্থায় হইলে তাদৃশ ভয়ের কারণ নাই কিন্তু পরে হইলে আশঙ্কা জনক। (২) বুকে শ্লেষ্মা জমা ও ফুপ্‌ফুসের প্রদাহ—অবিচ্ছেদে বেগে জ্বর, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, বুকে, পিঠে, পার্শ্বে বেদনা, বেদনার জন্য পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসা রন্ধ্র দ্বয় স্ফাত ও সঙ্কুচিত হইলে শ্বাস নাড়ীর শাখা এবং ফুপ্‌ফুসের প্রদাহ ('ব্রঙ্কাইটীশ' ও 'নিমোনিয়া') হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্ত উপসর্গের মধ্যে এই দুইটী সাঙ্ঘাতিক। (৩) চোক উঠা চক্ষু লাল, কর কর করা, জুড়িয়া যাওয়া, গরম অশ্রু ও শ্লেষ্মস্রাব। (৪) কাণ পাকা—কাণ হইতে জল ও পুয পড়া। (৫) গলার ভিতর লাল হওয়া, বেদনা, কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও কর্কশ। এই ভাব কখন কখন কষ্ট-সাধ্য রোহিণী নামক গলরোগে (ডিপ্‌থিরিয়া) পরিণত হইয়া থাকে। (৬) অতিসার এই সকল উপসর্গ না হইলেও অনেক সময় হামের পর রোগীর শরীরের অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়ে যে বৎসরাধিক কালেও সাম্‌লাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় রোগীর শরীরের রক্তাল্পতার জন্য সে পাণ্ডুবর্ণ হয়, শরীরের পেশীগুলি শিথিল ও সে নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া

পড়ে, দাঁত উঠা বন্ধ থাকে, মেজাজ বড়ই খিট্‌খিটে হয়, এবং রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না—কাঁদে, অস্থির হয় ও ছট্‌ফট্‌ করে।

চিকিৎসা—হামের প্রথম অবস্থা হইতে রোগীকে রৌদ্র বাতাস আসে এমন ঘরে পরিষ্কার বিছনায় রাখিবে—এঘর ওঘর করিতে দিবে না। রোগীকে ঠাণ্ডা না লাগে এবিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবে। সাধারণতঃ হামে কোন ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় না—পথ্য দুধ সাগু। উপসর্গের জন্য ঔষধ প্রয়োজন হইলে—জ্বরের জন্য গরম জলের সহিত 'হিঙ্গুলেশ্বর'। পাঁচ বৎসরের নিম্নে ½ বটী। কাসির জন্য মধুর সহিত 'অষ্টাঙ্গাবলেহ' লেহন করাইবে। গাত্র শীতল, নাড়ীক্ষীণ ও ঘর্ম্ম হইলে কস্তুরী ⅛ রতি, প্রবাল ভস্ম অর্দ্ধ রতি, মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি মিশাইয়া মধুর সহিত একবারে সেবন করাইবে। প্রয়োজন হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর পুনঃ পুনঃ দিতে হইবে। কাসির কষ্ট এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসে বুকে তিসির উপনাহ স্বেদ অর্থাৎ পুল্টিশ্‌ বড় করিয়া দিবে। হাম 'লাট খাইয়া' অতিসার হইলে পূর্ব্বোক্ত অতিসারের চিকিৎসা করিবে। আমাজীর্ণ হইলে অগ্নি বর্দ্ধক ঔষধ দিবে। রোগাবসানজ দৌর্ব্বল্য জন্য মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ বা পূর্ব্বোক্ত শিশুর কৃশতা চিকিৎসায় উক্ত মোদক সেবন করাইবে।

বাতোল্বণ প্রতিশ্যায়।

বাতোল্বণ প্রতিশ্যায়কে বাঙ্গালায় ঘুংড়িকাসি ও ইংরাজিতে 'হুপিং কফ্‌' বলে। ইহা শিশুদের প্রায় হইয়া থাকে। একবার হইলে প্রায় আর হইতে দেখা যায় না। কাহার মতে এই রোগ সংক্রামক এবং দেড়মাস গত না হইলে বাতোল্বণ প্রতিশ্যায় গ্রস্ত রোগীকে অন্য সুস্থ শিশুর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। পীড়ার প্রথম হইতেই রোগীকে পৃথক্‌ ভাবে রাখিবে।

তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এই রোগ অধিক হয়, পাঁচবৎসরের পর তত দেখা যায় না এবং দশবৎসরের পর কচিৎ হইতে দেখা যায়। এই রোগ বালক অপেক্ষা বালিকাদের অধিক হয়।

লক্ষণ—বাতোল্বণ প্রতিশ্যায়ের প্রারম্ভে সাধারণ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ—হাঁচি, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মস্রাব এবং চক্ষু হইতে জল স্রাব, টাক্‌রা জ্বালা, গলায় কফের আওয়াজ, খুশ্‌খুশে কাসি এবং সামান্য জ্বর দেখা যায়। ক্রমে এই সমস্ত লক্ষণ অদৃশ্য হয়, কেবল কাসি থাকে, এই কাসি রাত্রিতে অত্যন্ত বাড়ে, ক্রমে কএক দিনের মধ্যে এই কাসি এত বাড়ে যে কাসিতে কাসিতে রোগীর দম্ আটকাইয়া যাইবার মত হয় এই রূপ কাসির দম্‌কা ঝোঁক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়—২।৩ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে এবং ঝোঁক থামিলে গলা হইতে এক রকম শাঁই শাঁই গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে থাকে। কাসির ঝোঁকের সময় রোগীর মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং গলার ও মাথার সিরা গুলি ফুলিয়া উঠে এই অবস্থায় প্রায়ই বমি হয়, বমিতে চট্‌চটে তারের মত শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যায়। কাসির ঝোঁক কাটিয়া গেলে শিশু অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে মনে হয় এবং খেলাকরে। কাসির ঝোঁক্ রোগের ধর্ম্মে মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে, তদ্‌ভিন্ন রাগিলে, উত্তেজিত হইলে, কাঁদিলে, হাসিলে, তাড়াতাড়ি পান ভোজন করিলেই কাসির ঝোঁক্ আসে। বমন, বিশেষ কোন দোষ-জন্য বলিয়া বোধ হয় না—কারণ বমি করিয়াই শিশু খাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। যে সময় দম্‌কা কাসি এবং গলার শব্দ প্রথম শুনিতে পাওয়া যাইবে সেই সময় হইতে প্রায় সপ্তাহকাল শিশুর অবস্থা মন্দ হইতে থাকে দেখা যায়। প্রায় ২১—৪২ দিন পর্য্যন্ত কাসির ঝোঁক্ থাকে। কাসির ঝোঁক্ যত বিলম্ব করিয়া আসিবে এবং উহার কষ্টকরত্ব যত কমিয়া আসিবে, রোগের প্রাবল্য ততই কমিয়া আসিতেছে বুঝিতে হইবে।

গলায় শব্দ কাহার অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে কাহার বা থাকে না কিন্তু কাসি ২।৩ সপ্তাহ থাকে এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায়।

উপদ্রব—উপদ্রবের মধ্যে শ্লেষ্ম-জন্য বক্ষের প্রদাহকেই বিশেষ ভয় করিতে হয়। কাসির ঝোঁক থামিবার পরই কাহার কাহার তড়কা হইতে দেখা যায়। কাসির ধমকে মাথায় অধিক রক্ত উঠিয়া কখন কখন মস্তিষ্কের প্রদাহ জন্মায়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রায় ঘটিয়া থাকে। নেত্র শুক্লভাগে রক্তবিন্দুর মত চিহ্ন দেখিয়া কিম্বা চোক্ উঠার জন্য ভীত হওয়া উচিত নহে। ইহা শীঘ্রই ভাল হইয়া যায়। কাসির ঝোঁকের সময় জিহ্বার নীচে দাঁতের আঘাত লাগিয়া যে ক্ষত হয় তাহাও সচরাচর দৃষ্ট উপদ্রবের মধ্যে পরিগণিত। ফুপ্‌ফুসের বায়ুবহ স্রোতের ক্ষুদ্র শাখা গুলি যদি চট্‌চটে শ্লেষ্মায় রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ফুপ্‌ফুসের কার্য্য স্থগিত হইয়া রোগীর প্রাণনষ্ট করিতে পারে।

যদি উপসর্গ না থাকে তাহা হইলে বাত্যোল্বণ প্রতিশ্যায় প্রায় মারাত্মক হয় না। প্রথম অবস্থায় যদি প্রবল জ্বর থাকে তাহা হইলে উপদ্রব নিশ্চয় প্রকাশ পাইবে। কাসির ঝোঁক্ থামিয়া গেলে রোগী যদি কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তির ভাব না দেখায়, এটা ওঠা না চাহে—কেবল নিঝুম ভাবে থাকে এবং জ্বর সর্ব্বদাই প্রবল থাকে তাহা হইলে দুর্লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে কোন অবস্থায় তড়কা হওয়া মন্দ লক্ষণ। দিবা রাত্রির মধ্যে কসির ঝোঁক কতবার উঠে তাহা গণনা করিয়াও রোগের সাঙ্ঘাতিক অবস্থা কিনা বলা যায়। যদি দিবা রাত্রির মধ্যে ২০ বার কাসির ঝোঁক উঠে তাহা হইলে সুখসাধ্য, ৩০ বার হইলে কষ্ট সাধ্য এবং ৪০এর উপর হইলে অতীব কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। মস্তিষ্কের এবং বক্ষের যে কোন উপসর্গ হইলেই পীড়া প্রায় মারাত্মক হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা—বাতোবণ কফ রোগের একটা নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল আছে। কোন এমন ঔষধ নাই যাহা সেবন করাইয়া হঠাৎ আরাম করা যাইতে পারে। রোগের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে এবং রোগীর যাহাতে বল থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পথ্য লঘু ও বলকারক হইবে। কাসির ঝোঁক্ থামিয়া গেলে পথ্য দেওয়া উচিত। ঝোঁকের পূর্ব্বে খাওয়াইলে বমি হইয়া যাইবে। প্রথম কফের অবস্থায় (ইহা ৮।১০ দিন থাকে)—কফকেতু ½ বটী করিয়া দিবসে ২ বার পানের রস ৫।৭ বিন্দু ও গরম জলের সহিত দেওয়া যায়। সোহাগা চূর্ণ নস্য করিয়াও উপকার হয়। ছোট ছেলে নস্য করিতে পারিবে না তাহার নাকে পেন কলমের কুইলে করিয়া ঢালিয়া দিবে। শৈত্য জনক আহার বিহার বর্জ্জন এবং গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে। কোষ্ঠের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ কাসির ঝোঁক্ ও শব্দ শুনিতে পাইলে, বায়ু প্রশমক ও কফনিঃসারক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদর্থে মকরধ্বজ, অষ্টাঙ্গাবলেহ, চন্দ্রামৃতরস সেব্য। ফট্‌কিরি চূর্ণ ২।৩ রতি মধুর সহিত দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে কফ সঞ্চয় বন্ধ হয়। মাজুফলের চূর্ণ মধুর সহিত গলার ভিতর লাগাইলে গলা খুঁশ খুশ করা নিবৃত্তি পায়। ঔষধ গিলিয়া ফেলিলে দোষ নাই। যদি অধিক শ্লেষ্ম সঞ্চয় জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে ক্লেশ উপস্থিত হয় তাহা হইলে বমন কারক ঔষধ দিবে। এতদর্থে প্রায় ছোটি এক চামচ বুক-বর্বীর পাতার রস আধ কাঁচ্চা দুধের সহিত সেবন করাইলে বমন হইয়া উপশম হইতে পারে। অতঃপর স্থানে স্থানে বমন কারক ঔষধের প্রয়োজন হইবে অতএব এস্থলে শিশুর পক্ষে কতকগুলি বমন কারক ঔষধের উল্লেখ করিব—(১) আকন্দ মূলের টাট্‌কা চূর্ণ ৬।৮ রতি, চেলোনীর সহিত সেবন করাইলে বমন হইবে (২) ফট্‌কিরি ১ তক্তি

আধ ছটাক সিরাপের (অভাবে মধু ও শুষ্ক দুগ্ধের) সহিত মিশাইয়া তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগ ১৫ মিনিট অন্তর সেবন করাইবে। (৩) তাম্র ভস্ম ৬ রতি ১ কাঁচ্চা শীতল জলে মিশাইয়া ৪ ভাগ করিয়া ১৫ মিনিট অন্তর এক এক ভাগ চেলোনির সহিত মিশাইয়া সেব্য—যতক্ষণ না বমন হয়। রাত্রিতে শ্বাস কষ্ট হইলে কণ্ঠার নীচে বক্ষের উপরিভাগে সরিষার পলস্ত্রা দিবে। বুকে তার্পিণ তেল কর্পূর মালিশ করিবে। রোগীকে একঘরে বদ্ধ না রাখিয়া ঘর পরিবর্ত্তন করিবে। গৃহে বায়ু সঞ্চারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

বসন্ত (মুসূরিকা)

ইহা সংক্রামক রোগ। শিশুগণের বাহুল্য ভাবে এই রোগ হইয়া থাকে এবং প্রায়ই মারাত্মক হয়। মাতার বসন্ত রোগ হইলে গর্ভস্থিত শিশুর বসন্ত হইতে পারে। সংক্রামক পীড়ার মধ্যে বসন্ত রোগ বড়ই সাংঘাতিক। রোগীর নিকটে অবস্থিতি ও ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে এই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। বসন্ত রোগের বীজ শয্যাবস্ত্রাদিতে দীর্ঘকাল থাকিয়াও সহজে মরে না এমনকি বৎসরাবধি জীবিত থাকে।

গুটির আকার প্রকার অনুসারে বসন্ত রোগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা-যায়—পৃথক ভূত গুটি এবং একীভূত গুটি। গুটিগুলি পরস্পর তফাতে তফাতে থাকিলে পৃথক্ ভূত গুটি এবং গুটি গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বড় চাকা চাকা হইলে একীভূতগুটি বলে। রোগের সাঙ্ঘাতিকতা লইয়াই মূলতঃ এই বিভাগ; কারণ উপসর্গ না থাকিলে গুটির সংখ্যা লইয়াই প্রধানতঃ এই রোগের মারাত্মকতা নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে।

লক্ষণ—বসন্ত রোগের গতি বুঝিবার জন্য ইহাকে কএকটা অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতেছে।

প্রথম অবস্থা—প্রথম অবস্থায় জ্বরের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পায় তন্মধ্যে বিশেষতঃ অতিরিক্ত কম্প হয়। এত কম্প হয় যে, কম্প জ্বর ভিন্ন অন্য কোন ক্ষেত্রে তাদৃশ কম্প দেখা যায় না। ইহার সহিত বমন এবং শির পীড়া হইয়া থাকে। একটু বড় ছেলেদের পিঠে এবং এবং কোমরে অত্যান্ত বেদনা হয় ছোট ছেলেদেরও এইরূপ বেদনা হয় কিন্তু এত কষ্টদায়ক হয়না। থার্ম্মোমিটার দ্বারা দেখিলে জ্বর ১০৩ ১০৪ ডিগ্রী উঠিতে দেখা যায়। জিহ্বা ফাটা ফাটা, প্রস্রাব ঘন এবং অল্প। এইসমস্ত লক্ষণ তিন দিন পর্য্যন্ত প্রবল রূপে প্রকাশ পাইয়া তিন দিনের দিন গুটি দেখা দেয়। প্রথমে কপালে মাথায় তারপর কব্জিতে শেষে হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে দেখাযায়।

দ্বিতীয় অবস্থা—গুট স্পষ্ট প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীর কপালে হাত বুলাইলে বুঝা যায় যে ত্বকের নিম্নে ছোট ছোট বিচির মত ফুলা রহিয়াছে, এবং এইজন্য কপালের চর্ম্ম উচ্চ নীচ বোধ হইতেছে। গুটি গুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইলে জ্বর মগ্ন হইয়া যায় এবং অন্যান্য লক্ষণ গুলিও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়। টীকা লইলে যেমন প্রথমে সেই স্থানটী লাল ও শক্ত হয়, পরে ফোস্কা পড়ে, তার পর পাকা ফোড়ার মত হয় এবং শেষে শুকাইয়া মামড়ি পড়ে, বসন্তের গুটিরও ঠিক এই সকল অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বসন্তের গুটি প্রথমে লাল শক্ত বিচির মত থাকে, ভিতরে কোন তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে না। পরে ২ দিন (৪৮ ঘণ্টা) অতীত হইলে গুটির অগ্রভাগে শুভ্রবর্ণ তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়। গুটির উপরিভাগ সাধারণ ফোড়ার মত হয় না ইহার মধ্য দেশ নিম্ন এবং চারি ধার স্ফীত হয়। অতঃপর ২ দিন অতীত হইলে গুটির ভিতরের তরল পদার্থ পূযে পরিণত হইয়া গুটিগুলিকে পীতবর্ণ করে। রোগ আরম্ভের দিন হইতে অষ্টম দিনে গুটি গুলি যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া যায়।

গুলি পাকিবার সময় অর্থাৎ যখন গুটি গুলির বর্ণ শ্বেত হইতে পীত হইতে থাকে, তখন রোগী অত্যধিক ফুলিয়া যায়, চক্ষু বন্ধ হইয়া যায় এবং মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পায়। মুখের এবং গলার ভিতরও গুটি বাহির হইতে পারে। ইহাতে গলাধঃকরণে এবং নানা প্রকারে রোগীর কষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এই অবস্থায় জ্বর তাদৃশ প্রবল থাকে না।

তৃতীয় অবস্থা—অষ্টমদিনে গুটি গুলি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে জ্বর আবার বর্দ্ধিত হয়, সাধারণ লক্ষণ গুলি আবার প্রকাশ পায় এবং দশম বা একাদশ দিবস পর্য্যন্ত থাকে। অতঃপর গুটি গুলি ফাটিয়া শুকাইয়া যায়, এবং ক্রমশঃ খোলশ উঠিতে থাকে। এই সময় দ্বিতীয় বার যে জ্বর হইয়াছিল তাহা কমিতে আরম্ভ করে। চতুর্দ্দশদিনে গুটি শুকাইয়া খোলশ উঠিতে থাকে তখন জ্বরের বিরাম হয়।

বসন্ত-একীভূত গুটি—যে বসন্তের গুটি একীভূত তাহার সাধারণ লক্ষণ এবং প্রথমাদি অবস্থা উপরি বর্ণিত পৃথকভূত গুটি বসন্তের তুল্য হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করে। ইহাতে প্রথম অবস্থার জ্বর অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, বমন অধিক হয় এবং প্রায়ই তড়কা হইয়া থাকে। বসন্তের গুটী অপেক্ষা কৃত শীঘ্র দেখা দেয় এবং গুটি সত্বর পরিপক হইয়া থাকে। গুটি প্রচুর নির্গত হয় এবং গুটি গুলি এত ঘন এত কাছাকাছি হয় যে গায়ে স্থান থাকে না। গুটি গুলি তাম্র বর্ণ বা কৃষ্ণ বর্ণ এবং বড় বড় হয়, ফাটিয়া পুয নির্গত হইতে থাকে ও দুর্গন্ধ বাহির হয়। অতিরিক্ত পুয স্রাবে রোগীর দুর্ব্বলতা এবং অবসাদ আনয়ন করে। পৃথক্ ভূত গুটি বসন্তে যেমন দ্বিতীয় বার জ্বর হয় ইহাতেও সেই রূপ জ্বর হয়, কেবল এই জ্বর অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে প্রকাশ পায়। ইহাতেও উপসর্গের মধ্যে প্রলাপ ও কফদোষ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে।

পার্থক্যনির্ণয়—গুটি বাহির হইয়া গেলে বসন্ত রোগ নিশ্চয়ের পক্ষে আর কোন সন্দেহই থাকে না, কিন্তু গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বে রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা তত সহজ নহে। কিন্তু নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বসন্তের প্রারম্ভে রোগনির্ণয়ের পক্ষে কতকটা সহায়তা করিতে পারে। বসন্তের প্রথম অবস্থায় বমি প্রায়ই হইয়া থাকে। হামেও বমি হয় বটে কিন্তু তদপেক্ষা এ ক্ষেত্রে প্রবল ভাবে হয়। গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বেই পিঠে বেদনা এবং জ্বরের তাপ অত্যধিক বর্দ্ধিত হয়—হামে এরূপ হয় না। হামের প্রথম অবস্থায় নাসাগত শ্লেষ্মা এবং কাসি থাকে বসন্তের প্রথম অবস্থায় তাহা থাকে না। হামের গুটি অপেক্ষা বসন্তের গুটি উচু হয়। জলবসন্ত হইতে বসন্তের পার্থক্য—জল বসন্তে জ্বর মৃদুভাবে হয়, জল বসন্তের গুটি এক দিনের (২৪ ঘণ্টা) মধ্যে বাহির হয়, বসন্তের গুটি অন্ততঃ ২ দিন পরে বাহির হইতে দেখাযায়। জল বসন্তের গুটি বড়, শুভ্রবর্ণ, গোল এবং কদাচ ইহাতে পূয জন্মেনা। পক্ষান্তরে বসন্তের গুটি এত বড় হয় না, উহার মধ্যভাগ নিম্ন এবং শীঘ্র উহার মধ্যস্থিত তরলাংশ পূযে পরিণত হয়।

সাধ্যাসাধ্যত্ব—যদি রোগীর রীতি মত টীকা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে পীড়া প্রায় সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে না। যদি যেমন তেমন করিয়াও টীকা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলেও রোগের আক্র-মণ মৃদু ভাবে হয় এবং তাদৃশ অনিষ্টজনক হইতে পারে না। প্রারম্ভ কালীন জ্বর মৃদু হইলে, গুটি অল্প হইলে, বয়স ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে হইলে প্রায়ই সুখসাধ্য হয়। বলা বাহুল্য যদি রোগী বলবান হয় তাহা হইলে আরোগ্যের আশা অপেক্ষা কৃত অধিক। একীভূত গুটির বসন্ত প্রায়ই আশঙ্কাজনক। যদি রোগীর টীকা লওয়া না হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রায়ই মারাত্মক হয়। এরূপ অবস্থায় শতকরা ৫০ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে।

বক্ষোগত শ্লেষ্মদোষের সহিত শ্বাসকষ্ট, কাসি, স্বরভঙ্গ থাকিলে বিশেষ আশঙ্কার কথা। এই রোগে ৯-১২ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সঙ্কট কাল।

চিকিৎসা—বসন্ত রোগীকে পৃথক্ ঘরে রাখিবে—সেবাকরার নির্দ্দিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। রোগীর ঘরে ধুনা, গুগ্গুল, দেবদারুকাষ্ঠ জ্বালাইবে। ঘর পরিষ্কার রাখিবে। রোগীর শয্যা ও বস্ত্র হাল্কা, শুচি ও শুভ্র হইবে। রোগীর গৃহ বায়ুপ্রবাহিত হইবে। কিন্তু রোগীর গায়ে সাক্ষাৎ হাওয়া লাগিবে না। পিপাসায় শীতলজল ইচ্ছামত পান করিতে দিবে। পথ্য প্রধানতঃ দুধ, এরারুট বা পাণিফলের পালো বা অন্নমণ্ড। কদাচ রোগীকে উপবাস দিয়া বা পথ্যের কষ্ট দিয়া দুর্ব্বল করিবে না। পৃথক্‌ভূত গুটির বসন্ত এই সামান্য পথ্যাদির নিয়মেই নিরাপদে কাটিয়া যায় কিন্তু একীভূত গুটি বসন্তে প্রথম হইতে পায়রা, শশক, ঘুঘু বা ছাগ মাংসের যূষ, দুগ্ধ, দাড়িম, আঙ্গুর প্রভৃতি বৃংহণ পথ্য দিবে। যদি দুর্ব্বলতা, অবসাদ, ঘর্ম্ম, নাড়ীদ্রুত ও ক্ষীণ, রোগীর গা ফেকাশে, গুটিগুলি থল্ থলে ভিতর অর্দ্ধেক খালি এবং রোগীর অস্থিরতা ও প্রলাপ দেখা যায় তাহা হইলে—মৃতসঞ্জীবনী সুরা অভাবে ব্রাণ্ডি কিম্বা কস্তুরীসহ মকরধ্বজ দিতে হইবে। রোগীর চক্ষুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে নচেৎ চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। যষ্টিমধু, ত্রিফলা, সূচীমুখী, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, সুন্দিমূল, বেণারমূল, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, সমভাগে লইয়া কুটিয়া /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে এই জলে সাবধানে প্রত্যহ বারম্বার চক্ষু ধৌত করিয়া দিতে হইবে এবং ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চক্ষুর ভিতর পাতিত করিবে। কিম্বা পোস্তর ঢেঁড়ি সিদ্ধ জলে কট্‌কিরি চূর্ণ (মাত্রা ১ সের জলে ।০ সিকি চূর্ণ) মিশাইয়া ঐ জলে বারম্বার চক্ষু ধৌত করিতে হইবে। চক্ষুর পাতা

জুড়িয়া গেলে ঘৃতাক্ত কাজল ব্যবহার করিবে। দুর্গন্ধ নাশের জন্য ঘরে ধুনা গুগ্‌গুল জ্বালাইবে।

ঔষধ—রোগীকে কদাচ বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে না। প্রথম অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেচনা পূর্ব্বক অতি মৃদু রেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের জন্য—কাঁচা বাসকছাল, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, পল্‌তার ডাঁটা, ইন্দ্রযব, দুরালভা ও নিমছালের কাথ পান করাইবে। দাহ অত্যন্ত থাকিলে তেলাকুঁচা পাতার রস ও কাঁচা হলুদের রস সমভাগে লইয়া মিশাইয়া গাত্রে মাখাইবে। ইহা দাহের পরমৌষধ। গুটি উঠিতে উঠিতে বসিয়া গেলে—লাল ফুল কাঞ্চন গাছের মূলের ছাল ২ তোলা লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে—শীতল হইলে সুজারিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ রতি মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিয়া ঐ কাথ চার চামচের ৪।৫ চামচ পান করিবে। প্রাতে একবার। যত দিন না বসিয়া যাওয়া গুটি আবার উঠে ততদিন পান করিবে। গুটি যদি পাকিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে শীঘ্র পাকিবার জন্য গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, আকের মূল ও পাকা দাড়িম ফল ইহাদের কাথ চার চামচের ৪।৫ চামচ সিকি তোলা আকের গুড়ের সহিত পান করিবে কিম্বা পাকা শুষ্ক কুল (আঁটীবাদ) সিকি তোলা সিকি তোলা আকের গুড়ের সহিত যত দিন না গুটি ভাল করিয়া পাকে ততদিন প্রত্যহ ১ বার সেবন করিবে। পূর্ব্বোক্ত বৃংহণ পথ্য দিবে। পাকা গুটি হইতে অত্যন্ত পূষ ক্লেদ নির্গদ হইলে ঘুঁটের ছাই ছাঁকিয়া গুটির উপর ছড়াইয়া দিবে কিম্বা নিম ও নিসিন্দার পাতা চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া গুটির উপর ছড়াইয়া দিবে।

গুটি শুকাইতে আরম্ভ হইলে বসন্তের দাগ যাহাতে না থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। জল পাইয়ের তৈল (অলিভ্ অয়েল) ও পরিষ্কার চুণের জল সমভাগে মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া গাঢ় হইলে পায়রার

পালকে করিয়া দিনে দুই বার লাগাইবে। কিম্বা শঙ্খভস্ম ৷৷৹ তোলা আধপোয়া ডাবের জলে মিশাইয়া ঐ জলে নেকড়া ভিজাইয়া দিবসে তিনবার গুটির চিহ্ন গুলি মুছিয়া দিবে।

উপসর্গের চিকিৎসা—কাণের বেদনা, কাণপাকা, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ, ফোড়া, চোক্, উঠা এই গুলি বসন্তরোগের প্রায়োদৃষ্ট উপসর্গ। ইহাদের প্রতিকারার্থ তত্তৎ রোগের চিকিৎসা করিবে।

জল বসন্ত।

জলবসন্ত বা পাণি বসন্ত সংক্রামক রোগ। বালক এবং প্রাপ্ত-বয়স্ক উভয়েরই হয়। একদিন জ্বর হয় তাও সামান্য, শরীরের সাধারণ অস্ব-চ্ছন্দতা তার পর জলবসন্তের গুটি বাহির হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে বুকে এবং পিঠেই বাহির হয় এই সময় আর জ্বর থাকে না। গুটি প্রথমে ছোট লাল ফুস্কুড়ির মত হয়। দ্বিতীয় দিনে উহা তরল বস্তুতে পূর্ণ হয়। তৃতীয় দিনে গুটি যত বড় হইবার হইয়া যায়। এই সময় রোগীকে দেখিলে মনে হয় যেন কেহ তাহার গায়ে তপ্ত জলের ছিটা দিয়া রাশি রাশি ফোস্কা করিয়া দিয়াছে। পঞ্চম দিনে ফোস্কা গুলা বড় হয় মধ্যস্থলে বসিয়া যায়, তার পর শুকাইতে থাকে এবং অষ্টম বা নবম দিনে খোলস উঠিয়া যায়। কখন কখন ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত ক্ষেপে ক্ষেপে গুটি উঠিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শুকাইতে আরম্ভ হয় ছেলেদের প্রায় এরূপ হয় না প্রাপ্তবয়স্কগণেরই হইতে দেখা যায়।

পার্থক্য করণ—জলবসন্তের ফোস্কার মত জলবৎ পদার্থ পূর্ণ গুটি দেখিয়া সহজেই ইহাকে বসন্ত হইতে পৃথক্ করা যায়। এই রোগ সংক্রামক বলিয়া রোগীকে পৃথক্ রাখিবে। বিনা চিকিৎসাতেই ইহা

আরাম হয়। রোগীকে ঘরের বাহির হইতে দিবে না। মৎস্য মাংস নিষেধ। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। কিন্তু বিরেচক ঔষধ দিবে না।

সর্দ্দিগর্ম্মি।

কারণ—খরতর রৌদ্রে ভ্রমণ বা অবস্থিতি, নিদারুণ গ্রীষ্মে রুদ্ধ-গৃহে বাস এবং পানীয় জলের অল্পতা সর্দ্দি গর্ম্মির কারণ। যে কোন কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিই এই রোগের কারণ—এই উত্তাপ বৃদ্ধি দুইপ্রকারে হইতে পারে—সাক্ষাৎ রৌদ্রসেবা জন্য হঠাৎ এই রোগ আক্রমণ করিলে রৌদ্রজন্য সর্দ্দি গর্ম্মি কিম্বা দূষিত পিত্ত কর্ত্তৃক শরীরে ক্রমশঃ উত্তাপ (উষ্মা) সঞ্চিত হইয়া সর্দ্দিগর্ম্মি আনয়ন করে,—যাহার নাম উষ্ম-জন্য সর্দ্দিগর্ম্মি।

লক্ষণ—রোগী সংজ্ঞাহীন, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, অক্ষিকনীনিকা সঙ্কুচিত, চক্ষুর শুক্লভাগ লোহিতবর্ণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, কিছু পরে সশব্দ, প্রবল বেগে হৃদয়ের বক্ষঃপ্রাচীরে ঘাত প্রতিঘাত, গাত্র জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ উষ্ণ, রোগী মনে করে মৃত্যু সন্নিহিত, কাহার কাহার আক্ষেপ হয়।

পূর্ব্বরূপ—উপরিলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে কথন কথন তৃষ্ণা, ঘর্ম্মরোধ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা ও মূত্ররোধ হইতে দেখা যায় অতএব এই গুলি সর্দ্দিগর্ম্মির পূর্ব্বরূপ।

পূর্ব্বরূপের অবস্থায় চিকিৎসা—পূর্ব্বরূপাবস্থায় নিম্ন লিখিত রূপ প্রতীকার করিলে পীড়ার আক্রমণ হইাত রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। রৌদ্র সেবা বর্জ্জন, বায়ু সঞ্চারিত গৃহেবাস, পাখার বাতাস, প্রচুর শীতল জল পান, হাল্কা কাপড় চোপড় আল্গা করিয়া

পরা, শীতল জলে স্নান, রেচক ঔষধ সেবন, এবং বালককে ঠাণ্ডাঘরে রাখিয়া পাখার বাতাস করিবে।

রোগআক্রমণ করিলে চিকিৎসা—শীতল জলে স্নান করাইবে কিম্বা পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত অপসারিত করিয়া উলঙ্গ করিয়া গাত্রের উপর নিরন্তর শীতল জলের ধারা দিবে। যতক্ষণ না গাত্রের উত্তাপ বেশ কমিয়া যায় ততক্ষণ জলের ধারা বন্ধ করিবে না। অনেক সময়ে ইহাতেই বিশেষ উপকার হয়। অতঃপর রোগীকে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা জায়গায় শয়ন করাইয়া রাখিবে। এবং যদি রোগী নিদ্রা যাইতে পারে তবে তাহার সহায়তা করিবে। মাথায় শীতল জলের পটী কিম্বা পাওয়া যাইলে বরফের ব্যাগ রাখিবে। যদি উত্তাপ না কমে তাহা হইলে তিলের খইল কাঁজিতে গুলিয়া সর্ব্ব গাত্রে মাখাইবে। অনেক সময় রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইতে থাকিলেও ঘুমাইতেছে বলিয়া ভ্রম করিয়া পরিচারকেরা নিশ্চিন্ত থাকে। যদি কিছুক্ষণ অন্তর তাপমাণ যন্ত্র মলমার্গে প্রবেশ করাইয়া উত্তাপ পরীক্ষা করা হয় এবং তদনুসারে শীতল ক্রিয়া নিয়মিত করা যায় তাহা হইলে কদাচ ঐরূপ ভ্রম হইতে পারিবেনা। এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও কিন্তু রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মান হইবে না। শরীরের উত্তাপ না বাড়িলে অজ্ঞানতা কদাপি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সর্দ্দি গর্ম্মির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া যদি রোগীর অস্থিরতা এবং উত্তেজনার ভাব বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ত্রিফলার জল মধুর সহিত কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ সেবন এবং সর্ব্বাঙ্গে হিমসাগর বা মধ্যম নারায়ণ তৈল মাখাইবে। বিরেচক ঔষধ দিতে হইবে।

বক্ষোগত কফরোগ।

শিশুর সামান্য কফরোগ আমাদের সকলেরই পরিচিত এবং শিশু-

জীবনে সামান্য কফরোগ প্রায়ই হইয়া থাকে। ইহার সামান্য সামান্য ঔষধও গৃহস্থের জানা আছে। একটু পানের রস মধু, আদার রস গরম জল, সরিসার তৈল কর্পূরের মালিশ কি মহালক্ষ্মী-বিলাস বটীর ¼ অংশ মধুসহ সেবন করান যাইতে পারে। শৈত্য সেবন বর্জ্জন এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সামান্য কফরোগ সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া বক্ষোগত সাঙ্ঘাতিক কফরোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি, যাহা পাঠ করিয়া গৃহস্থ লোকেও রোগের পরিচয় এবং প্রতীকার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন।

বক্ষোগত সাঙ্ঘাতিক কফরোগের মধ্যে আমরা চারিটী মাত্র রোগের লক্ষণও চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলিব—(১) শ্বাস নাড়ীর শাখা প্রশাখাগত শ্লেষ্মধরা কলার প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটীশ্) (২) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (নিমোনিয়া) (৩) ফুস্‌ফুসের পরিবেষ্টক শ্লেষ্মধরা কলার প্রদাহ (প্লুরিশি)।

পরিচয়—রোগামানুষের গলার সম্মুখভাগে (ভাষায় যাহাকে টুঁটি বলে) যে উচ্চ হাড়ের মত কিছু শক্ত কিছু নরম যে একটী প্রত্যঙ্গ দেখা যায় তাহাকে বাগিন্দ্রিয় বা স্বরযন্ত্র (লেরিংস্) বলে। ইহা তরুণাস্থি রচিত এবং কতকগুলি স্বরতন্ত্রীতে সম্বদ্ধ আছে। এই বাগিন্দ্রিয় হইতে গলার নিম্নদিকে অঙ্গুরীয়কের মত তরুণাস্থি মালা রচিত একটী নল নামিয়া গিয়া বক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহার নাম শ্বাস-নাড়ী (ট্রেকিয়া)। ইহা বক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া বাম শাখা বাম ফুপ্‌ফুসে এবং দক্ষিণ শাখা দক্ষিণ ফুপ্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই শাখার গুলির গাত্রে যে শ্লেষ্মধরা কলার আবরণ আছে তাহার প্রদাহ হইলে, শ্বাস নাড়ীর শ্লেষ্মধরা কলার প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটীশ বলে। ফুপ্‌ফুস কেবল শ্বাস নাড়ীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা নহে কিন্তু ফুপ্‌ফুসের শরীরে ঐ শাখাগুলি লতার মত প্রতান বিস্তার করিয়াছে মাত্র।

ফুপ্‌ফুসের দেহে যদি প্রদাহ হয় তাহা হইলে ফুপ্‌ফুস মাংসখণ্ডের মত শক্ত হইয়া যায়—সঙ্কোচ প্রসারণের শক্তি বিলুপ্ত হয়—ইহাকে ফুপফুসের প্রদাহ বা 'নিমোনিয়া' বলে। মানুষের বুকটা ফাঁপা একটা খাঁচার মত—পাঁজরার হাড় এবং মাংসে গড়া এই খাঁচার ভিতর দুইটী ফুপ্‌ফুস এবং হৃদয় আছে। বক্ষ পিঞ্জরের ভিতর একটী শ্লেষ্মধরা কলার আবরণে ফুপ্‌ফুস দুইটী ঢাকা আছে। এই আবরণের নাম 'ফুপ্‌ফুস পরিবেষ্টক শ্লেষ্মধরা কলা'। এই পরিবেষ্টক কলা, বক্ষ প্রাচীর ও ফুপ্‌ফুসের মধ্যে পর্দ্দার মত অবস্থিত। এই পরিবেষ্টক কলা হইতে একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নির্গত হয় এবং ইহাকে মসৃণ রাখে। আমাদের প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ফুপ্‌ফুসের সহিত এই পরিবেষ্টক কলাও সঙ্কুচিত প্রসারিত হইতেছে, সুতরাং বক্ষ প্রাচীরের সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে ইহার ঘর্ষণ হইতেছে। এই পরিবেষ্টক কলার প্রদাহ হইলে (যাহাকে ইংরাজিতে 'প্লুরিসি' বলে) ঐ তৈলাক্ত পদার্থের স্রাব বন্ধ বা অতি অল্প হয় সুতরাং বক্ষ প্রাচীরের সহিত ঘর্ষণে অসহ্য যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

লক্ষণ—শ্বাসনাড়ীশাখাপ্রদাহ (ব্রঙ্কাইটীশ) তরুণ ও পুরাণ ভেদে দ্বিবিধ। লক্ষণ উভয়েরই সমান বরং তরুণ অপেক্ষা পুরাণের লক্ষণ কম কষ্টপ্রদ।—ফুপ্‌ফুস-প্রদাহ ('নিমোনিয়া') অপেক্ষাকৃত সাঙ্ঘাতিক রোগ। ইহা স্বীয় বিচিত্র গতি এবং স্পষ্ট লক্ষণেই সুপরিচিত। রোগের প্রারম্ভে হঠাৎ রোমাঞ্চ ও শীতানুভব, প্রবল জ্বর, নাড়ীর গতি দ্রুত, শ্বাস প্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত, পার্শ্বে বেদনা, কচিৎ বমন, ছোট ছেলের তড়কাও হইতে পারে, এবং জ্বর প্রবল হইলে প্রলাপ বলিয়া থাকে। শিশুর মুখ আরক্তিম এবং মুখ পার্শ্বে প্রায় কণ্ডু নির্গত হইয়া থাকে। কফ প্রায়ই থাকে—ছোট ছেলেদের গয়ের উঠে না, বড় ছেলেদের, তারের মত, চট্‌চটে ও ইটের মত রঙের গয়ের উঠিয়া

থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত এবং গভীর ভাবে লইতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করিলে দেখা যায় মিনিটে ৪০ বা তদপেক্ষা অধিক। শ্বাস প্রশ্বাস গণিবার সহজ উপায়—রোগীর পেটের উপর হাল্কা একটু উচু কোন জিনিষ রাখিয়া তাহার উত্থান পতন দৃষ্টে গণনা। নাড়ীর গতি মিনিটে ১৩০-১৪০ এবং তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ প্রায় ১০৪°, প্রায় সপ্তাহকাল জ্বর বরাবর প্রবলই থাকে এবং অন্যান্য লক্ষণও সমান থাকে, পরে ৯ দিনের মধ্যে প্রায় জ্বর কমিয়া আসে এবং রোগীর অবস্থা কিছু ভাল দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়, ত্বক্ শীতল হয়, গয়ের উঠা কমিয়া আসে এবং গয়েরের রঙ থাকে না।

ফুস্‌ফুস পরিবেষ্টক শ্লেষ্মধরা কলার প্রদাহ ('প্লুরিসি') শিশু ও বালকের সচরাচর-দৃষ্ট রোগ না হইলেও নিতান্ত অল্প হয় না। বিশেষতঃ হামের পর, সন্নিপাত জ্বরে কিম্বা ফুস্‌ফুসের প্রদাহ মূলক অন্যান্য রোগে ও উরঃ-ক্ষতের সহিত প্রাদুর্ভূত হয়। বুকে ঠাণ্ডা লাগিলে বা আঘাত প্রাপ্ত হইলেও ফুস্‌ফুসের প্রদাহ হইতে পারে। এই রোগের প্রথম অবস্থায় পরিবেষ্টক শ্লেষ্মধরা কলার গাত্র তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে রুক্ষ হয়—এই অবস্থার নাম শুষ্ক প্লুরিশি। এই সময় রোগী জ্বর, কাসি এবং বক্ষের তীব্র বেদনার জন্য যন্ত্রণা প্রকাশ করে, বালক প্রায়ই চিৎ হইয়া কিম্বা যে পার্শ্বে বেদনা নাই সেই পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে। তারপর রুক্ষ শ্লেষ্ম ধরা কলার গাত্র হইতে দুষ্ট রস, লসীকা বা পূয স্রাব হইয়া বক্ষ প্রাচীর এবং কলার অন্তরালে সঞ্চিত হয়—এই অবস্থায় বক্ষের তীব্র বেদনা কমে বটে কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের ক্লেশ বেশ থাকে।

কোন সময় শিশুগণের এই সকল রোগ অধিক হয়? অযথা শৈত্য সেবন এই রোগের প্রধান এবং সচরাচর-দৃষ্ট কারণ। বাসগৃহে বায়ু সঞ্চারের অভাব এই রোগের

উত্তেজক কারণ। যে সকল শিশুর একবার এই সকল রোগ হইয়াছে বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন না করিলে সামান্য শৈত্য সেবনেই তাহাদের এই সকল রোগ পুনরাক্রমণের খুব সম্ভাবনা থাকে। বালিকা অপেক্ষা বালকেরা প্রায়ই খালি গায়ে থাকে বলিয়াই হয়ত তাহাদের এই রোগ অধিকতর হয়। এই রোগের উপর বয়সের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক কোমল হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় জন্ম হইতে ২ মাসের মধ্যে এই সকল বক্ষের রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই সময়ে যদি তাহাদিগকে ঠাণ্ডা লাগে তাহা হইলে তাহাদের যকৃৎ বা অন্ত্রের পীড়া কিম্বা শিরোগত শ্লেষ্ম-রোগ হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় বক্ষের শ্লেষ্মরোগ হইতে দেখা যায় না। কচিৎ তিন চারি মাস পর্য্যন্তও এই সকল রোগাক্রমণের শঙ্কা অল্পই থাকে। এই সময় হইতে ১৭ মাস বয়স পর্য্যন্ত এই সকল রোগ-সঞ্চারের অধিকতর শঙ্কা করা হয়। আবার পরে শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই আশঙ্কা মন্দীভূত হইয়া আসে। দাঁত উঠিবার সময় শৈত্য সম্পর্ক ঘটিলে প্রায়ই এই সকল বক্ষোরোগের কোন না কোনটী আক্রমণ করিয়া থাকে। হাম কিম্বা জ্বরের পর বুকের দোষ হইতে পারে এবং হইলে প্রায়ই মারাত্মক আকার ধারণ করে।

বালকের সামান্য সর্দ্দি ২।১ দিন থাকে কিন্তু যদি ২।১ দিনে না ভাল হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত এবং যন্ত্রণা-দায়ক হয়, গাত্র উষ্ণ এবং শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত, স্তন্য-পানে অনিচ্ছা, সময়ে সময়ে প্রবল বেগে কাসি, স্তন্য পান করিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, গাত্রের তাপ যত বেলা যায় তত বাড়ে, গলার সাঁই সাঁই শব্দ, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, অনিদ্রা—শেষ রাত্রিতে জাগরণ জন্য ক্লান্তি হয় বলিয়া কিছু নিদ্রা আসে কিন্তু জাগিলে, শ্বাস নাড়ীতে কফ সঞ্চিত হয় বলিয়া শ্বাস কষ্ট এবং কাসি অত্যন্ত

বর্দ্ধিত হয়। দীর্ঘকাল পুরা দমে কাসিতে কাসিতে হয়ত বমি হইয়া যায়। বমিতে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়ায় তখন আরাম বোধ করে। গয়ের প্রায় উঠে না—ছেলেরা গয়ের গিলিয়া ফেলে। বমি করিলে লালা ও শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

ফুস্‌ফুসের প্রদাহে (নিমোনিয়া) শ্বাসনাড়ীশাখার প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটীশ্‌) অপেক্ষা ফুস্‌ফুসের উপাদান অধিক দূষিত হয় বলিয়া এই অবস্থায় প্রবল জ্বর এবং সূচফুটানর মত যন্ত্রণা, কাসি, আরক্তিম মুখমণ্ডল, নাসারন্ধ্র দ্বয় স্ফীত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, অত্যুজ্জ্বল চক্ষু, গাঢ় মূত্র, কোষ্ঠ বদ্ধ, জিহ্বার অগ্রভাগ লাল এবং পশ্চাতে মলিন আবরণ, ক্রমে যত দিন যায়—মুখ ভার, পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিরতা অধিক, ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, মধ্যে মধ্যে তন্দ্রার ভাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি ৬।৭ দিনের পর এই সকল লক্ষণ স্থায়ী ভাবে কমিয়া না যায়, যদি মুখমণ্ডল শীর্ণ, নিমগ্ন, পাণ্ডুবর্ণ ও কালসিটা পড়া দেখায়, যদি অস্থিরতা বাড়ে, যদি শ্বাসপ্রশ্বাস অতি দ্রুত, সাঁই সাঁই শব্দ উচ্চতর, গাত্র উষ্ণ, হাত পা ঠাণ্ডা এবং যদি মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম হইয়া গা পাঁকের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলে পীড়া ক্রমশঃ অতি সাঙ্ঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে বুঝিতে হইবে।

কষ্টসাধ্য বক্ষ প্রদাহের প্রারম্ভে অল্পকালের জন্য তীব্রভাবে কম্প হয়। তারপর জ্বর, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, শুষ্ক ও ঘন ঘন কাসি, বমন এবং কখন কখন এই অবস্থায় তড়কা হইয়া থাকে।

হামের পর যে বুকের দোষ হয় সেসকল রোগ এত শীঘ্র গুপ্ত ভাবে আস্তে আস্তে অধিকার লাভ করে যে অনেক সময় রোগ সঞ্চার ধরা মুস্কিল হয়।

সাধ্যাসাধ্যত্ব—যদি দুইটী ফুস্‌ফুসেরই প্রদাহ হয় তাহা হইলে

বিপদের আশঙ্কা অবশ্যই অধিক। শরীরের তাপ দেখিয়াও পীড়া কিরূপ সাঙ্ঘাতিক তাহা বলা যায়। যদি শরীরের তাপ একাধিক দিন অবিচ্ছেদে ১০৪।১০৫ থাকে তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত হইবার বিশেষ কারণ বর্ত্তমান। শ্বাসনাড়ীশাখা প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটীশ্) অপেক্ষা ফুপ্ফুসের প্রদাহ (নিমোনিয়া) নিশ্চয়ই কঠিন রোগ; কিন্তু অনেক সময় উভয়ের লক্ষণ একত্র প্রকাশ পায় অতএব অন্যতরটীকে ঠিক্ বুঝিবার জন্য উভয়ের বিশেষ লক্ষণগুলি পাশাপাশি নির্দ্দিষ্ট হইল।

ফুপ্ফুসপ্রদাহ (নিমোনিয়া)।	শ্বাসনাড়ী-শাখাপ্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিশ্)।
১। শরীরের উত্তাপ ১০৩°—১০৫	১। শরীরের তাপ কচিৎ ১০২°এর উপর হয়।
২। গাত্র উষ্ণ এবং শুষ্ক	২। গাত্র প্রায়ই আর্দ্র
৩। জিহ্বা ও অধরোষ্ঠ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ।	৩। জিহ্বা ও অধরোষ্ঠের অবস্থা স্বাভাবিক
৪। কাসি শুষ্ক এবং কষ্টদায়ক	৪। কাসি আল্‌গা, শ্লেষ্মা তরল
৫। শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টপ্রদ এবং দ্রুত কিন্তু সাঁইসাঁই বা ঘড়ঘড় শব্দ থাকে না।	৫। শ্বাস প্রশ্বাস বরাবর সাঁইসাঁই ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত
যে পার্শ্বে প্রদাহ সেখানে আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল রাখিয়া ঠুকিলে ঢপ্‌ঢপ্ করে।	৬। বাজাইয়া পরীক্ষা করিলে প্রদাহান্বিত পার্শ্ব ঢপ্‌ঢপ্ করে না।

শ্বাসনাড়ীশাখা প্রদাহে (ব্রঙ্কাইটীসে) শ্বাসনাড়ীর শাখার আবরণী-ভূত শ্লেষ্মধরাকলার প্রদাহ জন্মে সুতরাং উহা হইতে শ্লেষ্মস্রাব হইয়া

শ্বাসনাড়ীর অবকাশ খর্ব্ব করে। এই সঙ্কীর্ণ পথে শ্বাসাকৃষ্ট বায়ু প্রবেশ করিলে সাঁইসাঁই ঘড়ঘড় শব্দ হয়। যদি শ্বাসনাড়ীর বড় বড় শাখার এইরূপ শ্লেষ্মকর্ত্তৃক সঙ্কীর্ণতা জন্মে তাহা হইলে তত কঠিন নহে কিন্তু উহা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখায় বিস্তৃতি লাভ করিলে রোগ অবশ্যই কঠিনতর হইয়া থাকে।

ফুপ্‌ফুসের প্রদাহে (নিমোনিয়ায়) ফুপ্‌ফুসের উপাদানীভূত বস্তুর প্রদাহ হইয়া উহা মাংসের মত কঠিন হইয়া পড়ে সুতরাং প্রদাহান্বিত ভাগে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না—আরোগ্য-মুখে ফুপ্‌ফুসের কঠিনতা প্রাপ্ত প্রত্যঙ্গে কফ সঞ্চিত হইয়া কঠিনতা দূরীভূত হয়—বড় ছেলেরা এই শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলে। যখন ফুপ্‌ফুসের কঠিনাংশ এইরূপ কোমলতা প্রাপ্ত হয় তখনই ঘড় ঘড় শব্দ এবং মৃদু কাসি জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা—শ্বাসকষ্ট থাকিলে কিম্বা ঘড় ঘড়ে তরল সর্দ্দি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকিলে, শ্বাসক্লেশ থাকুক বা না থাকুক বমনকারক ঔষধ দিতে হইবে। যদি শ্বাসকষ্টের সহিত শুষ্ক, সাঁই সাঁই শব্দ যুক্ত কষ্ট দায়ক কাসি থাকে এবং প্রবল জ্বর থাকে তাহা হইলে তিসির সহিত সরিষা মিশাইয়া পুল্টিশ্ দিবে। পুল্টিশ্ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিবে। পুল্টিশ্ দিতে দিতে যখন জ্বালা করিবে এবং রোগী আর পুল্টিশ্ রাখিতে পারিবে না তখন বুকের চারি দিকে তুলা জড়াইয়া তাহার উপর ফ্ল্যানেলের কাপড় দিয়া সহ্য মত আঁটিয়া বাঁধিয়া দিবে। সরিষার পলস্তা দিবার প্রয়োজন নাই। অতিরিক্ত পুল্টিশ দিলে এবং বুকে পুরু করিয়া একরাশি তুলা ও কাপড় জড়াইলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না—যে হেতু উহাতে বলের হানি, অবাধ অঙ্গ সঞ্চালনের বিঘ্ন, স্বচ্ছন্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা এবং রোগীর অস্বস্তি জন্মিয়া থাকে।

ঠাণ্ডার ভয়ে রোগীর গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অনেক স্থলেই রোগীর ঘরের বাতাস ভাপরার মত অত্যন্ত উষ্ণ ও অস্বাস্থ্যকর করা হয়। ইহা কদাচ স্পৃহনীয় নহে। যে রোগে ফুস্‌ফুস বায়ু গ্রহণ করিতে পারিতেছেনা সে ক্ষেত্রে রোগীর গৃহে রীতিমত বায়ু প্রবাহ যেমন অত্যাবশ্যক অন্য কুত্রাপি তেমন আবশ্যকতা আছে কি? যে ক্ষেত্রে রোগীর ফুস্‌ফুস বিশুদ্ধ বায়ুর জন্য ব্যাকুল থাকে, সেস্থলে রোগীকে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গৃহে বায়ুপ্রবাহ রোধ করিয়া রোগীকে বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত করা ঘোরতর নির্দ্দয়তা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

কোষ্ঠের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই অবস্থায় প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরণ্ড তৈল পান বা অন্য কোন বিরেচক ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। কচিৎ উদরাময় হইতেও দেখা যায়—এক্ষেত্রে বিলম্ব না করিয়া সত্বর ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলের বাষ্প গ্রহণ করিলে কাসির কষ্ট প্রশমিত হয়।

বক্ষপ্রদাহের সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় নিদ্রার ঔষধ প্রয়োজন হইতে পারে। নিদ্রাকর ঔষধ বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আফিং বা আফিং ঘটিত কোন ঔষধ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে। কাঁচা অশ্বগন্ধার মূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ৫।৬ রতি মাত্রায় লেহন করাইবে। কিম্বা মকরধ্বজ, পিপুল মূল চূর্ণ গুড়ের সহিত মিষ্ট করিয়া সেবন করাইবে।

পথ্য ও পানীয়—কিঞ্চিৎ মাত্রও কঠোরতা না দেখাইয়া শীতল জল, বার্লির জল, দুধ, সোডার জল পান করিতে দিবে। ইহাতে ঘর্ম্ম নির্গমের সহায়তা এবং মূত্রের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। প্রথম অবস্থায় দুধ ও এরারুট, বেদানা আঙ্গুরের রস উত্তম পথ্য। যদি রোগীর বলহানি হইতে থাকে তাহা হইলে মাংস যূষ ব্যবহার করা যায়।

জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ দিবে না। এই সকল পীড়া প্রদাহমূলক, প্রদাহ প্রশমিত হইলেই জ্বরাদি লক্ষণ স্বয়ং অন্তর্হিত হয়।

প্রবলজ্বর, কাশির কষ্ট, অস্থিরতা এবং অতিরিক্ত পিপাসা এই সকল তীব্রতর লক্ষণ প্রশমিত হইলে যদি কফ প্রবল থাকে তাহা হইলে অষ্টাঙ্গ-লেহ মধুর সহিত লেহন করাইবে। এবং অন্ততঃ ১০ বৎসরের পুরাণ ঘৃত বা তার্পিণতৈল, কাজুপটী অয়েল কর্পূর ও সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিশ করিয়া তুলা জড়াইয়া রাখিবে। এবং শৃঙ্গারাভ্র একবটী মকরধ্বজ ২ রতি, ৪টী পুরিয়া করিয়া ১ বৎসরের শিশুকে প্রাতে সন্ধ্যায় ২ বারে ১ পুরিয়া এবং ৩-৫ বৎসরের বালকের পক্ষে প্রাতে সন্ধ্যায় ১।১ পুরিয়া মধুর সহিত সেবন করাইবে।

প্রত্যেক শিশুর দাঁত পরীক্ষা করিবে—যদি প্রয়োজন হয় মাঢ়ী চিরিয়া দিতে হইবে।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটীশ্।

তরুণ ব্রঙ্কাইটীশ নিঃশেষরূপ আরাম না হইয়া দোষের অবশেষ থাকিয়া প্রায়ই পুরাণ ব্রঙ্কাইটীশে পরিণত হয়। পুরাণ ব্রঙ্কাইটীশ ৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বালক বালিকাগণেরই প্রায় হইতে দেখা যায়। কফ আল্‌গা ও নরম থাকে কিন্তু রাত্রিতে রোগীর বড়ই ক্লেশ হয়। নাড়ী দ্রুত, নৈশ ঘর্ম্ম, বালক রোগা হইতে থাকে, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, ঠোঁট শুষ্ক এবং ফাটা এবং সে প্রায়ই নাক খোঁটে। যদি তুলিবার মত বয়স হয় তাহা হইলে শাদা ফেনা যুক্ত চট্‌চটে গয়ের তুলিতে দেখা যায়। যদি চিকিৎসিত না হয় তাহা হইলে কিছুদিন পরে বালক এত শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশঙ্কা হয়। কিন্তু এই অবস্থায় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা পথ্যের সুব্যবস্থা করিলে রোগীর স্বাস্থ্য পুনঃ প্রত্যাগত হইতে পারে।

চিকিৎসা—কফ বাহির করিয়া দিবার জন্য সিতোপলাদিলেহ চন্দ্রামৃত রস বা শৃঙ্গারাভ্র কিম্বা অষ্টাঙ্গাবলেহ ব্যবস্থা করিবে। ক্ষয় ও কফ সঞ্চয় নিবারণ জন্য মকরধ্বজ প্রবাল ভস্ম সহ সেবন করাইবে। জ্বরের জন্য "পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ" পিপুল চূর্ণ মধু সহ সেব্য। পথ্য—রুটী, মাংস যূষ, দুগ্ধ, বেদানার রস, মিছরি, গরম জল। এক-কালে অধিক মাত্রায় আহার দিয়া পেটভার হইতে দিবেনা। ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য মহাশঙ্খবটী গরম জল সহ সেব্য।

কোষ্ঠবদ্ধ।

শিশু বা অধিক বয়সের বালকের কোষ্ঠবদ্ধ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অন্ত্রগত বায়ুর প্রকোপ কিম্বা পথ্যের দোষেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেকের শিশুর পানীয় দুগ্ধে যদি অধিক পরিমাণ জল থাকে তাহা হইলে ঐ জল-বহুল দুগ্ধ সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মলের ভাগ অতি অল্প হয় সুতরাং মল পরিমাণে বা বারে যে অল্প হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পক্ষান্তরে দুগ্ধের পরিমাণ যদি অল্প হয় তাহা হইলেও নিয়মিত সময়ে দাস্ত না হইতে পারে। বিশেষ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে শিশুর পথ্যে স্নেহ বস্তুর অভাব অথবা অল্প বয়স হইতে নিরন্তর শ্বেতসারমূলক খাদ্য ব্যবহার কোষ্ঠবদ্ধের প্রধান কারণ।

পুরাণ কোষ্ঠবদ্ধের উপসর্গ অনেক—পেটফাঁপা, পেটবেদনা, অস্থিরতা, মাংসক্ষয়, বমন, উদরবৃদ্ধি। যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে তাহা হইলে কঠিন মল অত্যন্ত কুন্থন দ্বারা পুনঃ পুনঃ নির্গত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বালকের গুদভ্রংশ ('গোগল বাহির হওয়া') কিম্বা অন্ত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লক্ষণ—বালকের স্ফূর্ত্তিহীনতা, গাত্র পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা মলিন, মুখে দুর্গন্ধ, মল কঠিন এবং অল্প, কঠিন গুট্‌লের ভিতর পিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মল হরিদ্রা বর্ণের হয় না। কখন জলবৎ পদার্থের সহিত গুট্‌লে মল নির্গত হয়, কখন কখন কঠিন মলের সহিত কএক ফোঁটা রক্তও পড়িতে দেখা গেলে ভয় পাইবার কিছুই নাই। কঠিন মলের আঘাতে গুহ্য দ্বারের ক্ষুদ্র সিরা ছিন্ন হওয়ায় এইরূপ রক্তপাত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—শিশুর কোষ্ঠবদ্ধের কারণ সম্যক্ নির্ণীত না হইলে চিকিৎসা করা যাইতে পারে না।

স্তন্যপায়ী শিশুর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়। শিশুর স্বাস্থ্য বেশ—কেবল মল কঠিন এবং দাস্ত পরিষ্কার হয় না। জন্ম হইতে ২ মাস কোন কোন শিশুর মলের বর্ণ সাদা হয়। এক্ষেত্রে শিশুর মাতাকে ঠিক্ সময়ে আহার, শারীরিক শ্রম করিবার এবং মাংস, ডিম, চা পরিবর্জ্জন করিতে উপদেশ দিলে এবং মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলেই শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হইয়া যায়। যদি শিশুকে বোতলে করিয়া দুধ খাওয়ান হয় তাহা হইলে প্রতি বারের দুগ্ধের সহিত ৫।৭ ফোঁটা করিয়া বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত মিশাইয়া দিবে কিম্বা 'মেনা' চার চামচের এক চামচ দিনে ২ বার গরম জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে কিম্বা বিশুদ্ধ গন্ধক ২।৩ ধান পরিমাণ মধুর সহিত মাড়িয়া দুধের সহিত তরল করিয়া সেবন করাইবে।

প্রত্যহ ২।৩ বার কয়েক মিনিটের জন্য শিশুর পেট আস্তে আস্তে নিপুণ হস্তে টিপিলেও কোষ্ঠবদ্ধ রোগের পক্ষে ভাল। শিশুর বৃহৎঅন্ত্রের গতিঅনুসারে ডানদিক্ হইতে বামদিকে আস্তে আস্তে টিপিতে হইবে। ঈষদুষ্ণজলে একটুকরা 'লোফ্ সুগার' গলাইয়া প্রতিবার দুগ্ধ

পানের পূর্ব্বে সেবন করাইলে স্তন্যপায়ী শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রশমিত হইতে দেখাগিয়াছে। মলদ্বারে পানের বোঁটা বা কোন ঔষধ নির্ম্মিত বর্ত্তি কিংবা কোন তৈলাদি প্রবেশ করাইয়া দাস্ত করানর অভ্যাসের কদাচ প্রশ্রয় দিবেনা। উপরি লিখিত ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিশুকে প্রত্যহ কোন নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে শিশুর শীঘ্রই নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইবে।

বড়ছেলেদিগকে কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য যে মৃদুরেচক বা বিরেচক ঔষধ দেওয়া হয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ অভ্যাস করান ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রয়োজন হইলে ঐ সকল ঔষধ যে পর্য্যন্ত না অন্ত্রের মলাপসারিণী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ প্রবৃত্তি অভ্যস্ত না হয়, ততদিন ব্যবহার করান উচিত। বালককে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পায় খানায় যাইতে অভ্যাস করাইবে বাহ্যের বেগ থাকুক বা না থাকুক। বাল্য কালে অভ্যস্ত হইলে দেখিবে পরবর্ত্তী কালে ইহা কত হিতসাধন করিবে।

পথ্য ও ঔষধ—দুগ্ধ পায়ী শিশুর দুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দুগ্ধের ও আহারের সময় ঠিক্ রাখিতে হইবে। আহারের বস্তু ঠাণ্ডা হইতে দিবেনা গরম খাইতে দিবে। প্রত্যহ শারীরিক শ্রমের রীতিমত ব্যবস্থা করিবে। স্তন্যপায়ী শিশুর মাতাকে এই সকল নিয়ম পালন করাইবে। মধ্যাহ্নের আহারের পূর্ব্বে আদার টুক্‌রা সৈন্ধব লবণের সহিত ভক্ষণ করিবে। পুষ্কর্ণী কি নদীর জলপান করিলে জল ফুটাইয়া অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া সেইজল পান করিতে দিবে। অনেক বৎসরের পুরাণ তেঁতুল ভিজাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইবে। শুলকঁাদ ।• হইতে ॥• তোলা গরম দুধের সহিত সেবন করাইবে।

বগোয়ার গোলাপ ফুল ও মিছুরি গরম জলে ভিজাইয়া জল পান করাইবে।

দুগ্ধ বমন।

দুগ্ধ বমন শিশুর সাধারণ রোগ। স্তন্য পানের পরই যে সকল শিশু অল্প দুগ্ধ বমন করে তাহার যে টুকু অতিরিক্ত পান করে প্রায় তাহাই বমি করিয়া ফেলে সুতরাং এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ বমন কোন দোষেরই নহে। ইহার চিকিৎসা পূর্ব্বে ৫৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। আবার পক্ষান্তরে দুগ্ধ বমন অনেক গুরুতর রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ অতএব শিশু দুধ বমি করিলেই মাতা বিশেষ সতর্কতার সহিত শিশুর এবং দুগ্ধ বমনের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। দুধ খাইয়াই শিশু যে দুধ বমি করে তাহা যদি পান করা দুধের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণ হয়, যদি শিশুর কোন স্বাস্থ্য হানি না হয়, তাহাহইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই, কিন্তু বমিকরা দুধের পরিমাণ অধিক হইলে কিম্বা শিশুর স্বাস্থ্য হানি দেখা যাইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করাইবে। তাড়াতাড়ি প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিলে সামান্য যত্নেই আরোগ্য হয় কিন্তু অযত্ন করিয়া বিলম্ব করিলে বমন ঘন ঘন হয় এবং ভিতরে কঠিন পীড়ার সূত্রপাত হইতে থাকে।

দুধ বমি যদি এক আধ দিন হয় এবং উহার সহিত অম্ল, পাৎলা দাস্ত বা কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে পরিপাকের ঔষধ বা মৃদু বিরেচক, পথ্যের সুব্যবস্থা এবং আহারের সময় নিয়মিত করিয়া দিলেই প্রায় প্রশমিত হইতে দেখা যায়। শিশু কিছু রোগা হইয়া যায় বটে কিন্তু শীঘ্রই আরোগ্য ও বললাভ করে। অজীর্ণ জন্য দুগ্ধ বমনে পেট স্ফীত, স্তম্ভিত, নাড়ী দ্রুত এবং উদরাময় থাকিলে ইহা কেবল পথ্যের অনিয়মে হইয়াছে জানিয়া পথ্য নিয়মিত করিয়া দিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

শিশুর দুগ্ধবমন যদি নিবৃত্তি না পাইয়া চলিতে থাকে আর তাহাতে যদি শিশুর মাংসক্ষয় এবং অবসাদ আনয়ন করে তাহা হইলে বিশেষ আশঙ্কা জনক।

লক্ষণ—প্রথমে দধির মত টক্‌গন্ধ পিত্ত মিশ্রিত দুধ বমি করে। কিছু দিন পরে নির্ম্মল জলের মত বমি হয়, পেট স্ফীত, পেটে গড় গড় হুড় হুড় শব্দ, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পাৎলা দাস্তে দুর্গন্ধ, উদ্গারে দুর্গন্ধ, আহার মাত্রে সমস্ত ভুক্তবস্তু বমি হইয়া যায়, এমন কি যে জল অতীব আগ্রহের সহিত পান করে তাহাও বমি হইয়া যায়। শিশু শীর্ণ হইতে থাকে, গায়ের চর্ম্ম কুঁচ্‌কাইয়া যায়, বর্ণ পাণ্ডু হয়, তাহার মেজাজ খিট্‌ খিট্‌ হয় এবং অল্প কারণেই রাগ করে, গা শুষ্ক কিন্তু ঠাণ্ডা, মুখ যেন রৌদ্রদগ্ধ : প্রতীকার না করিলে রোগ শরীরে থাকিয়া আরও অনিষ্ট করে।

চিকিৎসা—ছোট শিশুকে যব সিদ্ধ জলের সহিত গব্য দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় প্রতি ঘণ্টায় পান করাইবে। বেশী মাত্রায় দিলেই বমির সম্ভাবনা। বড় ছেলের পক্ষে—কুলত্থ কলায়ের মিহি ছাতু টাট্‌কা গব্য দধি ও মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া পাৎলা করিয়া অতি অল্প অল্প খাওয়াইবে। পরিশেষে ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তের চিকিৎসা করিবে।

পাণ্ডু কামলা—যকৃতের পীড়া।

প্রসবের তিন চারিদিন পর কোন কোন শিশুর গাত্র হরিদ্রা বর্ণ হয় মাত্র কিন্তু চক্ষু কি মূত্র হরিদ্রা বর্ণ হয় না, মলের বর্ণ ও স্বাভাবিক থাকে, জ্বর থাকে না—ইহা পাণ্ডু বা কামলা রোগ নহে। প্রসবের পর শিশুর ত্বকে রক্তবাহুল্য ঘটিলে তাহার ফলে রক্তের যে পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয় তাহাতেই ত্বকের পীতবর্ণতা জন্মে মাত্র। সুতরাং অতি সত্বর এই

অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এজন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

প্রসবের অল্প পরেই যথার্থ কামলা রোগ ও হইতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর মূত্র ও চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ, মল মেটে রঙ্গের শাদা এবং শিশু অস্থিরতা প্রকাশ করে। প্রায়ই ইহার সহিত পাংলা দাস্ত, বমি এবং মুখের ক্ষত বিদ্যমান থাকে। এই রোগ ছোট ছেলেদের পরিপাকের দোষে হয়। বড় ছেলেদের হইলে শ্লেষ্মার দোষের জন্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যকৃৎ হইতে যে স্রোতঃ গ্রহণীতে পিত্ত বহন করে সেই স্রোতের ভিতর শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে পিত্তের গতি রুদ্ধ হয়। রুদ্ধগতি পিত্ত ফিরিয়া গিয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া—গাত্র, মূত্র, চক্ষু পীতবর্ণ করে এবং গ্রহণীতে উপস্থিত হইয়া মহাস্রোতে প্রবাহিত হইতে পারে না বলিয়া, মল পিত্তবর্ণে রঞ্জিত হইতে না পাইয়া সাদা হয়।

চিকিৎসা—সামান্য চিকিৎসাতেই ইহার প্রতীকার করা যায়। পাংলা দাস্ত এবং বমির জন্য পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে। মুখক্ষতের জন্য পূর্ব্বে (৬০পৃঃ দেখ) যে মুখ পাকের চিকিৎসা বলা হইয়াছে তদনুসারে প্রতীকার করিবে। মেটে রঙ ও শাদা মলের জন্য শিশুকে কালমেঘেররস ১০।১২ ফোঁটা করিয়া স্তন্যের সহিত ২ বার দিবে। পেটে গোমূত্রের স্বেদ দিবে। বড়ছেলেদের হইলে ঘোষালতার শীত কষায় আধকাঁচ্চা মাত্রার ২।৩ বার দিবে। রোজ ৩।৪ বার দাস্ত হওয়া আবশ্যক। দুই এক দিন এইরূপ দাস্ত হইতে থাকিলে শীতকষায়ের মাত্রা কম করিবে। 'নবায়স' অর্দ্ধরতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে।

জ্বর ও যকৃত রোগ—পুরাণ জ্বরে ভুগিলে অনেক শিশুর যকৃৎ বিকৃত হইয়া পড়ে কিন্তু প্রথমেই ইহা ধরা যায় না। জ্বর থাকে—

শিশু শীর্ণ হইয়া যায়, গায়ের চর্ম্ম লোল কুঞ্চিত হরিদ্রা বর্ণ, ক্ষুধার অভাব, প্রায় কোষ্ঠবদ্ধ, যকৃতে বেদনা থাকে না কেবল ধীরে ধীরে যকৃৎ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পেটে জল সঞ্চিত হইয়া পেট বড় হয়, প্লীহাও বাড়ে কমলার ভাব খুব সামান্য, রক্ত একবারে জল হইয়া যায়—রোগীর চেহারা শাদা, জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

চিকিৎসা—পেটের ফুলা এবং রক্তম্লতা অত্যন্ত প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পথ্য ঔষধ ব্যহার করিলে ক্রমে ক্রমে আরাম হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় ঔষধ—শিশু স্তনদুগ্ধপায়ী হইলে মাতার পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। স্তনদুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু পান করিতে দেওয়া হইবে না—মাতার দুগ্ধ শিশুর পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর মনে হইলে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। ঔষধ—ঘোষালতার শীতকষায় যতদিন না কোষ্ঠ বদ্ধতা যায় ততদিন বাহ্যের অবস্থানুসারে মাত্রা বিবেচনা করিয়া দিবে। বিশুদ্ধ স্বজারিত শতপুটিত লৌহ ½ রতি মাত্রায় মধুর সহিত একবার সেব্য। যকৃতের উপর গোমূত্রের স্বেদ। কালমেঘের রসের সহিত ১ ধান মাত্রায় মকরধ্বজ দিবে। ছেলে গোদুগ্ধপায়ী হইলে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের প্রয়োজন। যত দুধ জল তত জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া পান করিতে দিবে। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাব হইলে বরং বিলাতী কোন দুগ্ধ ব্যবহার করাইবে তথাপি পোয়াতি গরুর দুধ, ফুকো দেওয়া দুধ, নানা গোরুর দুধ বাসিদুধ কদাচ পান করাইবে না। মাত্রার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দুগ্ধ বমি করিলে দুগ্ধ বমনের চিকিৎসা করিবে। ঔষধ—স্তন্যপায়ী বালকের তুল্য। বড় ছেলেদের হইলে পোরের ভাত, মাগুর মাছের ঝোল, জ্বর থাকিলে দুধ সাগু, দুধ খৈ, ভাল মান ও কাঁচা পেঁপে সিদ্ধ লবণ যোগে মধ্যে মধ্যে দিতে পারা যায়। ঔষধ—

'বালকরস' 'নবায়স', পুটপাক, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, কালমেঘের রস, ঘোষালতার শীতকষায়, শতপুটিত লৌহ ব্যবস্থা করিবে।

শৈশবকালে আর একরকম যকৃৎরোগ দেখা যায়—এ রোগ প্রথমে ধরা যায় না—হঠাৎ দেখা যায়, যকৃৎ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তার-পর অনুসন্ধানে কিছু জ্বরও ধরা পড়ে, পেট বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যকৃৎটী বাড়িয়া পেটের অর্দ্ধেক স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে—জ্বর বরাবর সমভাবেই থাকে, কেবল মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জ্বর বাড়ে। রোগী দিন দিন দ্রুতগতিতে শীর্ণ হইতে থাকে, শেষে শরীর একবারে রক্তহীন এবং দুর্ব্বলতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। তারপর পেটে জল জমে এবং কামলার লক্ষণ দেখা যায়। এই অবস্থায় কএক মাস ভুগিয়া অনেক শিশুবই জীবনান্ত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবার বর্গের শিশুগণের প্রায়ই এই যকৃৎ রোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কারণ—অপরিমিত আহার, অন্তঃপুরে রুদ্ধ বায়ু সেবন, বয়সো-চিত ব্যায়ামের অভাব, দিবা রাত্র যখন তখন স্তন্যপান, তারপর জন্ম হইতে যত্রতত্র লব্ধ গোদুগ্ধ চিনি মিছরি যোগে বেশ সুমিষ্ট করিয়া পান, তারপর বড় হইলে নানাবিধ মিষ্টান্ন অপরিমিত মাত্রায় অসময়ে সেবন এবং ইহার সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে ৩ ৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপান।

চিকিৎসা—যদি রোগের প্রারম্ভেই রোগধরা পড়ে এবং তৎপর হইয়া প্রতীকার করা যায় তাহা হইলে কোন কোন কোন শিশু এই মারাত্মক পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। এক্ষেত্রে আহারের সময় ও পরিমাণ বাঁধিয়া দিতে হইবে—কিছুতেই তাহার অন্যথা না হয়। খুব দৃঢ়তার সহিত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। বিলম্বে আহার দিয়া পরিপাক যন্ত্রগুলিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত

রোগ কারণগুলি পরিত্যাগ করাইতে হইবে। মিষ্টান্ন ও ঘৃতপক্কদ্রব্য বিষবৎ বর্জ্জন করাইবে। শ্বেতসার মূলক খাদ্যের মাত্রা যতদূর সম্ভব হ্রাস করাইতে হইবে। অনেক বিলম্বে আহার দিতে হইবে, ইহার মধ্যে কোন বস্তু কদাপি আহার করিতে দিবে না, আহারের মামুলী নির্দ্দিষ্ট সময় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শিশুর বয়স যদি এক বৎসরের উপর হয় তাহা হইলে স্তন্যপান রহিত করিয়া, সময়, নিয়ম ও মাত্রার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া শিশুকে অন্য খাদ্যে পালন করিতে হইবে, ইহাতে যকৃৎ ও অন্যান্য পরিপাকের ইন্দ্রিয় বিশ্রাম লাভ করিতে পাইবে এবং তাহাতে বহু হিত সাধিত হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, প্রশস্ত বারাণ্ডা যুক্ত গৃহে বাস, সামান্য কায়িক শ্রম, শীতল বৃক্ষবাটিকায় বাস, গাড়ীতে করিয়া বেড়ান বিশেষ হিতকর।

ঔষধ—জ্বরের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসক কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া হিতের পরিবর্ত্তে অহিত করেন। কুইনাইন যে এ জ্বরের কিছুই করিতে পারে না তাহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই অবস্থায়—বালকরস, বিশুদ্ধ শতপুটের লৌহ,নবায়স মণ্ডুর বা মণ্ডুর ঘটিত অন্য ঔষধ এবং মলশুদ্ধির জন্য বিবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে। পেটে গোমূত্রের স্বেদ দিবে। শিশুর বয়স তিন বৎসরের উপর বা তিন বৎসর হইলে তাহাকে মধ্যে মধ্যে ১০।১৫ ফোঁটা পাতি লেবুর রসে ২ যব মাত্রায় গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া মধু যোগে অম্ল মধুর করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে পিত্ত নিজ পথে আসিয়া থাকে সুতরাং চক্ষুর পীতবর্ণত্ব ও মলের শ্বেতবর্ণতা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যকৃৎ দোষের জন্য মূত্রের দোষ—৪।৫ বৎসরের শিশু, বিশেষ কোন অসুস্থতা নাই অথচ হঠাৎ প্রায়ই কাঁদে, পূর্ব্বে এমন কোন কারণও অবধারিত করা যায় না—খেলিতে খেলিতে কাঁদিতে থাকে এবং খেলা হইতে বিরত হয়, আবার খেলা করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ

অবস্থা হইলে পিতা মাতা শিশুর প্রতি নজর রাখিবেন। নজর রাখিলে দেখা যাইবে যে শিশু ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ করে, মূত্র ধরিয়া রাখিলে দেখাইবে যে মূত্রের নীচে গোলাপী রঙের তলানি পড়িয়াছে। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি জন্য এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বিরেচক ঔষধ দিবে। শিশুকে ছুটিয়া খেলা করিতে উৎসাহ দিবে। ফল ও মিষ্ট বস্তু খাইতে দিবে না। ডাল, ভাজা বন্ধ করিবে; এবং যকৃৎ রোগের পথ্য পালন করাইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

ম্যালেরিয়া জ্বর আমাদের দেশের বালবনিতাবৃদ্ধের নিকট এতই সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার পরিচয় এবং সংস্কৃত নাম লইয়া বিচার করা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া মনে হয় এবং এই কারণেই আমরা ম্যালেরিয়া নামই ব্যবহার করিলাম।

কারণ—পূর্ব্বে জানা ছিল—রুদ্ধস্রোতঃ নদী, পচা পানাপুকুর, বৃষ্টি অধিক কিন্তু জল নিকাশের উপায় না থাকা, মৃত্তিকার আর্দ্রতা, সূর্য্যোত্তাপের অভাব, পচা গাছ-গাছড়া, জঙ্গল জলাভূমি ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। এখন শুনা যায় এক প্রকার মশা যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ এবিষয় অন্বয় ব্যতিরেকে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও উক্ত মশার উৎপাদক বলিয়া অপরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বটে।

লক্ষণ—ম্যালেরিয়া জ্বরের তিনটী অবস্থা (১) শীতাবস্থা (২) উষ্ণাবস্থা (৩) ঘর্ম্মাবস্থা। ঘর্ম্মাবস্থার পর জ্বরের উত্তাপ এবং অন্যান্য জ্বর লক্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হইয়া থাকে। শিশুর বয়স যত অল্প হয় ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ তত অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়। কম্প সকল

ক্ষেত্রে হয় না—৩।৪ বৎরের অধিক বয়স না হইলে প্রায় শিশুর কম্প হয় না। জ্বর ছাড়িবার সময় প্রায়ই ঘর্ম্ম হয়। পূর্ব্বে যে তিনটী অবস্থা বলিয়াছি ঐ তিনটী অবস্থার ভোগকাল প্রায়ই প্রাপ্ত-বয়স্ক অপেক্ষা স্বল্পতর হইয়া থাকে কিন্তু কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার জ্বর আসিয়া থাকে।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ—এই জ্বরের আগমনের পূর্ব্বে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা প্রায়ই অতি সংক্ষিপ্ত, এমন কি অনেক সময় বিশেষ লক্ষ্য-যোগ্য কোন লক্ষণই দেখা যায় না। শিশুকে তেমন পীড়িত বলিয়াই মনে হয় না। হয়ত দুই চারিবার হাইতোলে, কিছু খাইতে চাহে না, অলসভাবে শয়ন করিয়া থাকে মাত্র। অনেক স্থলে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হয়। তারপর জ্বরের ভোগকালে মূত্র লাল ও অল্প হয়।

শীতাবস্থা—শীত শীত বোধ হয়, পরে কম্প আসে, গাত্র বিবর্ণ ও রোমাঞ্চিত হয়, হাতের নখ কখন কখন নীলবর্ণ হয়, গাত্র শীতল কিন্তু তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে বেশ উত্তাপ আছে বুঝিতে পারা যায়। কোষ্ঠস্থিত আশয়ে রক্তের আধিক্য হয়। কম্প হয়, কিন্তু ছোট শিশুর প্রায় না। এই শীতাবস্থা ১৫ মিনিটকাল হইতে কখন কখন ২।৩ ঘণ্টা থাকে।

উষ্ণাবস্থা—অতঃপর উষ্ণাবস্থা আসে। জ্বর আরম্ভের দুই ঘণ্টার পরে দেহের উত্তাপ ১০৪ '১০৫' ১০৬' অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিক হইতে পারে। উষ্ণাবস্থা ২-৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। উত্তাপ কমিতে আরম্ভ হইলে অতি দ্রুত ভাবে কমিতে থাকে। যেমন ঘর্ম্ম হয় গাত্রও তদনুসারে শীতল হয়।

সবিরাম জ্বর অচিকিৎসিত হইলে পালা জ্বরে পরিণত হয়। প্রতিদিন ঠিক্ সেই এক সময়ে নচেৎ একদিন কি দুই দিন অন্তর জ্বর আসে। জ্বর যদি রোজ রোজ হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে শীতাবস্থা অল্পকাল এবং উষ্ণাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। একদিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয়

দিনে জ্বর আসিলে শীতাবস্থা দীর্ঘকাল এবং উষ্ণাবস্থা স্বল্প কাল স্থায়ী হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে কোন অসুস্থতা অনুভূত হয় নাই অথচ শিশু যদি খাইতে না চাহে, হাইতোলে, অলসভাবে শুইয়া থাকে; জিজ্ঞাসা করিলেও কোন অসুস্থতার কথা না বলে, তাহার হাত ঠাণ্ডা কিন্তু তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে স্বাভাবিক অপেক্ষা শরীরের তাপ অধিকতর দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে তাহার শীঘ্রই কম্প-জ্বর হইবে। কম্প জ্বরের ইতর ব্যবচ্ছেদক লক্ষণ এই যে, ইহা হঠাৎ আসে এবং জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণের কথা পূর্ব্বে কথিত হইল তাহাদের কোনটিই হয়ত প্রকাশ পায় না।

কম্প জ্বর একবার হইলে এত কিছু ভয়াবহ নহে, কিন্তু জ্বর এই একবার হইয়াই কদাচ নিবৃত্তি পায় না, দ্বিতীয়বার দেখা দেয় এবং এই পুনরাক্রমণেই প্রকাশ পায় যে শিশুর দেহে এমন কোন দোষ আশ্রয় করিয়াছে যাহা তাহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে। বস্তুত কম্প জ্বর শিশুর স্বাস্থ্যের বিস্তর ক্ষতি করে এবং ইহার পরিণাম ফল কলেরার অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক—কিন্তু শীঘ্র এই মারাত্মক ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বলিয়া, লোকে কম্পজ্বরকে কলেরার তুল্য ভয় করে না। সুতরাং ইহাকে দমন করিবার জন্য তাদৃশ যত্নও লওয়া হয় না। অল্প বা অধিক দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জ্বর আসে। জ্বর আসে "ভাল হয়"। আবার যখন আসে তখনই হয়ত কিঞ্চিৎ প্রতীকার করা হয়—এইরূপে ভিতরে ভিতরে রোগ অনেক অনিষ্ট করে। কিন্তু প্রথমতঃ বাহিরে অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় বলিয়া লোকে লক্ষ্য করে না। এই জ্বরের অনিষ্টকারিতা মৃদু ভাবে প্রকাশ পাইলেও ফল অতি সুনিশ্চিত। শরীরের প্রায় সমস্ত যন্ত্রই আক্রান্ত হয়। আভ্যন্তর যন্ত্রে রক্তাধিক্য সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায়, প্লীহা প্রায়ই অত্যাধিক বর্দ্ধিত হয়, মধ্যে মধ্যে অতিসার, রক্তাতিসার দেখা দেয়—

শিশু পাণ্ডুবর্ণ, শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় শোথ ও কামলা হওয়া বিচিত্র নহে। রক্তের ঘোরতর পরিবর্ত্তন হয়। রক্ত জলের মত হয় এবং উহার জীবনী শক্তি হ্রাস পায়—স্বাস্থ্যের যে সকল ভয়ানক অবনতি স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, রক্তাল্পতা তৎসমুদয়ের মধ্যে একটী সুপরিস্ফুট প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা—শিশুর যখন হাত ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইবে তখন তাহাকে গরম বস্ত্রে আবৃত করিয়া নির্বাত গৃহে রাখিবে। বোতলে গরম জল ভরিয়া উহাতে গরম কাপড় জড়াইয়া শিশুর পায়ের তলায় রাখিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে বিবেচক ঔষধ দিবে। জ্বরের সময় ঘর্ম্ম মূত্র স্রাবের জন্য ঔষধ দিবে। পরে আয়ুর্ব্বেদোক্ত কম্প জ্বরের ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ ও সাগু পথ্য দিবে; ঘর্ম্মাবস্থার পর আর্দ্র পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন জন্য ত্বরাত্বরির প্রয়োজন নাই কারণ তৎপর হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেলে হঠাৎ শৈত্য লাগিয়া অনিষ্ট এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। যাঁহারা কুইনাইনের পক্ষপাতী তাঁহারা কুইনাইন সেবন করাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তরুণত্ব অতীত হইয়া গেলে যদি অল্প অল্প জ্বর হইতে থাকে তাহা হইলে বিশুদ্ধ লৌহ ঘটিত ঔষধ—কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা—দুগ্ধ প্রধান পথ্য, উষ্ণ বস্ত্র ধারণ—শৈত্য বর্জ্জন করিবে। সুবিধা হইলে স্থান পবিবর্ত্তন করিবে।

অতিসার।

এই রোগের পরিচয় না দিলেও ইহা লোকের নিকট সুপরিচিত; কিন্তু এই সুপরিচিত রোগের চিকিৎসা প্রায়ই অবিধি পূর্ব্বক করা হয়। জলের মত তরল দাস্ত হইলেই আমরা অতিসার হইয়াছে ঠিক্ করি এবং দাস্ত

বন্ধ করিবার উপায়কেই চিকিৎসা বলিয়া স্থির করিয়া সঙ্কোচ—ধারক ঔষধ অন্বেষণ করি। আমরা একবার চিন্তা করিয়া দেখি না যে ধারক ঔষধ ব্যবহারে কত ক্ষেত্রে কত অনিষ্ট সাধিত হয় এবং কত সামান্য সহজসাধ্য অতিসার, এইরূপ চিকিৎসা বিভ্রাটে ঘোরতর আন্ত্রিক প্রদাহে পরিণত হয়।

অতিসার রোগকে কদাপি উপেক্ষা করিবে না, ইহা হইতে অনেক অনর্থোৎপত্তি হইতে পারে। শিশুর এই রোগ প্রায় হয় এবং ইহা শিশু-জীবনের বিবিধ দুঃখের কারণ। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর অতিসার হইলে অনেকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু আমাদের পরামর্শ এই যে এ অবস্থায় কেবল দন্তোদ্গমকেই সম্পূর্ণ দায়ী না করিয়া রোগের কারণ অন্বেষণ পূর্ব্বক মৃদু ভাবে চিকিৎসা করিতে হইবে,নচেৎ উপেক্ষায় অতিসার পুরাণ হইয়া গেলে শিশুর জীবন বিবিধ দুঃখের আগার হইবে। অবশ্য দাত উঠার সময় কোষ্ঠবদ্ধতা থাকুক এ কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু যাহাদের বিশ্বাস দাঁত উঠিবার সময় কোষ্ঠবদ্ধতাই বিশেষ দোষজনক এবং তড়কার ব্যঞ্জক-নিদান অর্থাৎ উত্তেজক কারণ, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে, দাঁত উঠার কালে বরং কোষ্ঠবদ্ধতা অপেক্ষা অতিসারই তড়কা উৎপাদনের অধিকতর সহায়তা করে।

নানা কারণে শিশুর অতিসার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু খাদ্যের দোষ, দন্তোদ্গম এবং শীতাতপ বৃষ্টির বৈষম্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস,—প্রধান কারণ। প্রথম কারণ খাদ্যের দোষের আর কি ব্যাখ্যা করিব—নানাস্থানে এ কথা বলিয়াছি এবং বলিব। দন্তোদ্গমের কথা—অনেকের বিশ্বাস দন্তোদ্গমই শিশুর অতিসারেব উৎপাদক কারণ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্য-রূপ—৬মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে শিশুর অতিসার প্রায়ই হয় এবং এই সময়েই দাঁতগুলি উঠিতে থাকে এই সময়ে পথ্যের দোষ প্রায়শই ঘটে,অন্ত্রের অঙ্গপুষ্টি এই সময় দ্রুতভাবে নির্ব্বাহ হইতে থাকে, ইহার ফলে অন্ত্র,উত্তেজন-সহনাক্ষম হয়। এই সকল মিলিত কাবণে ঐ সময় শিশুব প্রায়ই অতিসাব

হইয়া থাকে। কেবল দন্তোদ্গমকে হেতু বলা সঙ্গত নহে। রুগ্ণ শিশুর দাঁত উঠার সময় অতিসার হইলেও সুস্থ শিশুর যে দন্তোদ্গম কালে অতিসার হইতে হইবে এরূপ নিশ্চয়তা কিছু মাত্র নাই। ঋতুর প্রভাব—ঋতুর প্রভাব দুই প্রকারে শিশু শরীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া অতিসার রোগ উৎপাদন করে। প্রথম—কালোৎপন্ন শীত, উত্তাপ, বর্ষণ, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শিশুদেহে ধাতু-বৈষম্য অর্থাৎ অসুস্থতা আনয়ন করে। দ্বিতীয়—উহা শিশুর খাদ্যের উপরি প্রভাব বিস্তার করিয়া খাদ্য বিকৃত করে, তাহা ভোজন করিয়া শিশুর রোগ জন্মে। এ সম্বন্ধে টার্ণার নামক একজন শিশুরোগ তত্ত্বান্বেষী বৈদেশিক চিকিৎসক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এ স্থলে তাহাই কথিত হইতেছে। টার্ণার বলেন,—শিশুর খাদ্যের উপর ঋতুর প্রভাব কতদূর বলবান্ তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি। কোন সহরের যে সকল শিশু মাতৃদুগ্ধ ভিন্ন অন্য বস্তু আহার করে তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল শিশুর মধ্যে অতিসার রোগে মৃত্যুর কারণ, সহরের জল-বায়ুর অবস্থার উপরি সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। ঐ সহরের যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে পালিত হইয়াছিল, তাহাদের অতিসার হইয়াছিল বটে কিন্তু মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত শিশুর পক্ষে উহা যেমন মারাত্মক হইয়াছিল ইহাদের পক্ষে তদ্রূপ হয় নাই; সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জলবায়ুর অবস্থা শিশুর খাদ্যের বিকৃতি জন্মাইয়াই অতিসারের মারাত্মকত্ব ঘটাইয়াছিল,শিশুর শরীরের উপর সাক্ষাৎ প্রভাব বিস্তার করিয়া, মৃত্যুর কারণ হইলে, মাতৃস্তন্যে পালিত শিশুর মৃত্যু সংখ্যা এতাদৃশ অল্প ও সহজসাধ্য হইত না। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস—ভিজামাটী, পচা কাদা, পচা ডোবাপুকুর, পচা নর্দ্দমা হইতে যে স্থানের বায়ু দূষিত হইয়াছে, সেখানে অতিসার জন্মিবার অনুকূল কারণ যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে। দুষ্ট জলপান, ক্রিমিদোষ এবং মক্ষিকাদির দ্বারা আনীত জীবাণুদুষ্ট দুগ্ধপান অতিসারের অন্যতম প্রবল কারণ।

চিকিৎসা—অতিসারের যে সকল কারণ বলা হইল তৎসমুদয়ের পরিবর্জ্জনই অতিসারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রথম ও প্রধান উপায়। কেবল অতিসার কেন? সমস্ত রোগেরই প্রথম ও সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা নিদান পরিবর্জ্জন অর্থাৎ রোগকারণ-পরিহার। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদান-পরিবর্জ্জনম্"। ইহাত প্রতিষেধের যুক্তি—উপস্থিত রোগের চিকিৎসাকালে আমরা মলের অবস্থা এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া অন্ত্রের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া রোগ প্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিব। আরও ভাবিয়া দেখা উচিত—কারণপরিবর্জ্জন-রূপ উপদেশটী বেশ কিন্তু অনেক সময় কারণটী কি বুঝিয়া উঠা তত সহজ নহে। সহজ হইলেও নিরূপিত কারণের প্রতীকার জন্য পুঁথিতে যাহা বলে, শিশুর প্রতি অবিচারিত ভাবে সর্ব্বথা সর্ব্বত্র যিনি প্রয়োগ করিতে সাহস করেন, আমরা তাঁহার সুবুদ্ধিতার প্রশংসা করিতে পারি না। শিশুর সকল রোগের চিকিৎসা "দস্তুরমত" করা যায় না—করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। অনেক সময় শিশুর সামান্য অসুস্থতা উপেক্ষা করা উচিত বা যৎসামান্য কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া প্রকৃতির প্রতি নির্ভর করা ভাল। ইহাতে বেশ ফল পাওয়া যায়।

বিভাগ—অতিসার রোগের অনেক প্রকার বিভাগ করা যায়; কিন্তু কাজ চালাইবার জন্য আমরা ইহাকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিলাম—

(১) তরুণ অতিসার।

(২) বিসূচিকা জাতীয় অতিসার।

(৩) জ্বরযুক্ত অতিসার।

(৪) পুরাণ অতিসার—গ্রহণী।
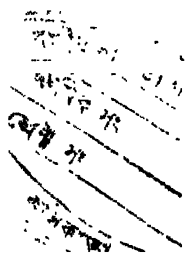
(১) তরুণ অতিসার।

কারণ— পথ্যের দোষ, অতিমাত্রায় ভোজন বা অবিধিপূর্ব্বক ভোজন, শিশুর তরুণ অতিসারের প্রধান কারণ। মাতৃস্তন্যে পালিত শিশু অপেক্ষা হাতে-পালা শিশুর অতিসার অধিক হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে শৈত্যসেবন (ঠাণ্ডা লাগান) এবং দাঁত উঠা উত্তেজক কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

লক্ষণ—মল দুর্গন্ধি, ফেনাযুক্ত, সবুজবর্ণ এবং অপরিপাক প্রাপ্ত দুগ্ধের কণামিশ্রিত। কখন বা মল ঘোর হরিদ্রাবর্ণ কখন বা মেটেরঙ্গের। বমন কখন থাকে, কখন না থাকে। বমন করিলে, অপরিপাক প্রাপ্ত জমাট দুধ বমন করিতে দেখা যায়। জ্বর থাকে না, মলের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে, বিবর্ণ জলে ছানার টুকরা ভাসিলে যেমন দেখায় মল দেখিতে সেরূপ নহে।

চিকিৎসা—প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা—উপবাস। উপবাসে অপরিপক্ক খাদ্য জন্য যে দোষ উৎপন্ন হইয়া অতিসার জন্মাইয়াছে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রে দুগ্ধপান বিষতুল্য জানিয়া শিশুকে কদাচ তাহা পান করিতে দিবে না। অন্ত্রস্থিত দোষ বহিষ্করণের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং অন্ত্রস্থিত দোষ শিশুশরীরে যে বিষ সঞ্চার করিয়াছে তাহার প্রতীকার করিতে হইবে; অতএব অতিসারের চিকিৎসায় সঙ্কোচক—ধারক ঔষধের ব্যবহার কেবল অফল নহে কিন্তু বিপদ্‌জনক। এ স্থলে ধারক ঔষধ দিলে অন্ত্রস্থিত দূষিত বস্তুর স্রাব রোধ করে সুতরাং উহা উদরে সঞ্চিত থাকিয়া বিষম অনর্থোৎপাদন করে। তরুণ অতিসারের চিকিৎসায় যদি প্রচুর মল স্বয়ং নির্গত হইতে থাকে, শিশুর উদরে বেদনা বা মলত্যাগকালে কোঁৎপাড়া না থাকে, তাহা হইলে

সারক—বিরেচক ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই—কেবল অগ্নিদীপ্তি জনক হজমি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। যেমন—বেশ পরিষ্কার ঝাড়া ধোওয়া শুষ্ক করা যমানী একখানি পরিষ্কার ৪ পুরু কাপড়ে পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া দীপশিখার উপর ঐ পুঁটুলী ধরিয়া গরম করিবে—পরে গরম থাকিতে থাকিতে যমানী চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া একটী পরিষ্কার শিশিতে রাখিয়া দিবে। এই যমানী চূর্ণ ১ রতি মাত্রায় এক বৎসরের শিশুকে ২ বার এবং ২ রতি মাত্রার ২½ বৎসরের পর্য্যন্ত শিশুকে ২ বার পথ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পথ্যের কথা—শিশুর পক্ষে এ অবস্থায় উপবাস হিতকর হইলেও নিরম্বু উপবাস শিশুর পক্ষে বিহিত নহে; সুতরাং কিছু পথ্য দিতে হইবে। শিশু যদি মাতৃদুগ্ধপায়ী হয় তাহা হইলে মাতার দুগ্ধ যথেচ্ছ পান করিতে দিবে না—পরিমাণ ও সময় স্থির করিয়া দিবে এবং মাতার আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সময় প্রসূতির সর্ব্বপ্রকার গুরু বস্তু ভোজন, অধিক মশলা দেওয়া খাদ্য, রৌদ্র সেবন, অগ্নিসন্তাপ, ক্রোধ, অতিশ্রম বা পরিমিত ব্যায়াম বর্জ্জন নিষেধ করিবে। এবং কোনরূপ সারক বস্তু ভোজন করিবেন না। শিশু 'হাতেপালা' হইলে দুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া (দুগ্ধে জল মিশ্রিত করার বিশেষ বিবরণ—পৃষ্ঠা দেখ) তাহাতে পরিস্রুত চূণের জল যোগ করিয়া পরিমিত মাত্রায় খাইতে দিবে। ইহাতেই রোগ আরাম হইয়া যায়।

যদি মল অল্প পরিমাণে নির্গত হয় এবং মলত্যাগকালে কোৎপাড়া থাকে তাহা হইলে শিশুকে বিরেচক ঔষধ দিয়া যাহা নিঃসৃত হইতে বিলম্ব হইতেছে তাহার নিঃসরণে সাহায্য করিতে হইবে। এতদর্থে বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলে নারিকেলের জল মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে। ইহাতে সুখে বিরেচন হইয়া যন্ত্রণার নিবৃত্তি এবং পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। শিশুর বয়স ৪ বৎসরের অধিক হইলে বড় হরীতকী চূর্ণ ৴০ আনা এবং

পিপুলচূর্ণ ২ রতি মিশাইয়া গরমজলের সহিত পান করাইলেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে; একবারে ক্রিয়া না হয় দ্বিতীয়বার দিতে পারা যায়।

তরুণ অতিসারের মুখে কদাচ আফিঙ বা আফিঙ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিবে না। যদি ভুক্ত বস্তু কিছুমাত্র পরিপাক না পাইয়া তদবস্থাতেই অন্ত্র হইতে সত্বর বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলেই অতি সাবধানে এবং যোগ্য মাত্রায় আফিঙ দেওয়া যায়। মোট কথা শিশু-শরীর আফিঙ্ ভাল সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং আফিঙ্ যত না দেওয়া যায় ততই ভাল। "শিশুচাতুর্ভদ্রিকা" শিশুর বমনযুক্ত বা বমন বর্জ্জিত তরুণ অতিসারের উত্তম ঔষধ। পূর্ব্ব কথিত যমানী ব্যবহারে ফল না পাইলে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে।

(২) বিসূচীকা জাতীয় অতিসার।

সৌভাগ্যের বিষয় শিশুদিগের এই রোগ সাধারণতঃ কম হইতে দেখা যায়। ৬ মাস হইতে ২ বৎসরের মধ্যেই প্রায়শঃ শিশুগণের বিসূচীকা জাতীয় অতিসার হয়। রোগের আক্রমণ হঠাৎ হয়, সঙ্গে সঙ্গে বমি হইতে থাকে। বারম্বার প্রচুর পরিমাণে জলের মত বর্ণহীন কিম্বা ঈষৎ সবুজবর্ণের দাস্ত হয়। হাত পা ঠাণ্ডা হইতে থাকে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ, কুঞ্চিত ও বিশুষ্ক; ওষ্ঠ বিবর্ণ ও শুষ্ক। রোগ সাজ্যাতিক হইলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শিশুর শরীরের কান্তি অন্তর্হিত হইয়া তাহাকে জরাগ্রস্তের সদৃশ করিয়া ফেলে। বিশেষ দর্শনযোগ্য লক্ষণ—অস্থিরতা, নিদ্রা ত দূরের কথা শিশু ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারে না—সে বারম্বার অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করে এবং চীৎকার করিয়া থাকে। শরীরের জলীয় ধাতু সকল নির্গত হইয়া যায়

বলিয়া অতিদ্রুত অবসন্নতা আনয়ন করে। এই অবস্থায় দস্তুরমত চিকিৎসা না করিলে শীঘ্র তড়কা উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; সুতরাং চিকিৎসা করিতে মুহূর্ত্তমাত্র কাল হরণ করা উচিত নহে।

চিকিৎসা—চিকিৎসার তিনটী উদ্দেশ্য (১) দাস্ত বন্ধ করা (২) বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করা (৩) জীবন-যোনি-প্রযত্ন গুলিকে (Vital powers) রক্ষা করা।

(১) দাস্ত বন্ধ করিবার জন্য- শিশুর বয়স ১ বৎসরের অল্প হইলে মহাগন্ধক ও জাতিফলাদি বটী ১ ধান মাত্রায় যতক্ষণ দাস্তবন্ধ না হয় কিম্বা একবারে বন্ধ না হইলেও যখন উহা আর মারাত্মক বলিয়া মনে হইবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় কর্পূরের জলের সহিত দিতে হইবে। যদি শিশুর বয়স একবৎসর পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঔষধের সহিত অহিফেন যোগ করা নিষেধ। নচেৎ সর্ষপ প্রমাণ ভাল আফিঙ্ এক কাঁচ্চাজলে গুলিয়া এই জলকে চারিভাগ করিয়া একবারের ঔষধের সহিত মিশাইয়া দিতে পারা যায়।

(২) বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করাও চিকিৎসার বিশেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এতদর্থে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না আসে ততক্ষণ পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় "সিদ্ধ যোগ" ১ রতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত দিতে হইবে। হিমাঙ্গ হইয়া আসিলে মৃতসঞ্জীবনী সুরা অভাবে ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করিবে। শিশুর বয়স অধিক হইলে তাহাকে সর্ষপ মিশ্রিত উষ্ণজলে অবগাহন করাইবে। সর্ষপ মিশ্রিত উষ্ণজল প্রস্তুতের নিয়ম—আধ ছটাক রাই সর্ষপের সূক্ষ্ম চূর্ণ (ডাক্তারী ঔষধের দোকানে 'মাষ্টাড' বলিয়া চাহিলে পাওয়া যাইবে) গরমজলে গাঢ় ভাবে গুলিয়া লইয়া কোন অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডের ভিতর রাখিয়া আন্দাজ তিন সের গরম জলে মিশাইয়া লইবে।

পথ্য—মাংসরস (Strong Jugged Soup) আমমাংসরস (Raw meat juice) এবং ডিম্ব-মণ্ডযোগ প্রতি ঘণ্টায় আহারার্থ দান

করিবে। ডিম্ব-মদ্যযোগ প্রস্তুতের নিয়ম—দুইটী ডিম্বের পীতাংশ এবং এককাঁচ্চা চিনি একত্র মিশাইয়া ইহাতে আধপোয়া দারুচিনির জল (Cinamon water) এবং আধপোয়া তীক্ষ্ণমদ্য মিশাইয়া লইবে। এক বৎসরের শিশুকে চার চামচের আধচামচ বা একচামচ প্রয়োজন মত বরাবর খাইতে দিবে।

উপরিলিখিতরূপ ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিয়া নিম্নলিখিত মত প্রতীকার করিবে। পাঁইট বোতলের এক বোতল জলে চার চামচের এক চামচ লবণ মিশাইয়া এই সমস্ত জলটুকু যন্ত্রসাহায্যে মলদ্বার দ্বারা শিশুর উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে হইবে। রোগী হিমাঙ্গ ও জ্ঞান-হীন হইয়া পড়িলে চিকিৎসক এইরূপ লবণমিশ্রিত জল শিশুর শিরায় প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।

আরোগ্যের পর প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়। ইহার জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যকতা নাই। সাদাসিধে ভাবে পথ্য পালন করিলেই স্বয়ং আরাম হইবে।

---

(৩) জ্বরসংযুক্ত অতিসার ও রক্তাতিসার।

এই রোগ প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইতে অতি সহজসাধ্য; কিন্তু পুরাণ হইলে প্রায়ই ঘোরতর মূর্ত্তি ধারণ করে, ক্বচিৎ অসাধ্য হইয়া থাকে। এই রোগে অন্ত্রের শ্লেষ্মধরা কলায় কিম্বা অন্ত্রস্থিত গ্রন্থিমালায় প্রদাহ জন্মে। অন্ত্রের যে ভাগে এইরূপ প্রদাহ হয় তাহার বিভিন্নতা অনুসারে প্রদাহ লক্ষণও পৃথক্ হইয়া থাকে। প্রদাহের অবস্থা হইতে ক্ষত উৎপন্ন হইলেই বিশেষ আশঙ্কার কথা।

কোন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মতে এই রোগ এক প্রকার জীবাণু বিশেষ (Amœba Coli.) কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া থাকে। পানীয় জলের

সহিত এই জীবাণু উদরে প্রবেশ করে। ইহা সংক্রামক রোগ—রোগীর মল হইতে রোগবীজ সংক্রমিত হইয়া থাকে,সুতরাং মল অতিদ্রুত বাড়ীর বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। মলত্যাগমাত্রই ঔষধ বিশেষ যোগে যদি মলের রোগ-সংক্রমণী শক্তি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে আরও ভাল। প্রথম অবস্থাতেই যদি চিকিৎসা আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে এই রোগ সুখে আরাম করা যায়; কিন্তু যদি অন্ত্রে ক্ষত দৃঢ়মূল হইবার পর চিকিৎসা আরম্ভ হয় তাহা হইলে আরোগ্য লাভের আশা কম থাকে। শৈশব-কালে যথার্থ এই রোগ অতি অল্পই হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ—রোগ আক্রমণের সহিত জ্বর থাকে। রোগের প্রারম্ভে দুই প্রকারের লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমতঃ কখন অতিবেগে তরল দাস্ত—এই দাস্ত প্রথমে দুধ কাটিয়া গেলে যেমন দেখায় সেই রকম। দ্বিতীয়তঃ কখন বা পেট মোচড়ান বেদনা, অধিক কোঁৎ দিয়া অল্প মলস্রাব হইয়া থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে দাস্ত শীঘ্রই ক্রমশঃ কম হইতে থাকে কিন্তু অল্পাধিক পিচ্ছিল এবং রক্তমিশ্রিত থাকে ও জমাট দুগ্ধের মত বস্তু উপরে ভাসিতে থাকে। উভয় স্থলেই শিশুকে বিবর্ণ এবং ক্লিষ্ট দেখায় সে তৃষ্ণার্ত্ত এবং বিষণ্ণ ভাবে থাকে—জিহ্বা প্রথমে আর্দ্র থাকে পরে লাল ও শুষ্ক হয়। দাস্ত বারে বাড়ে কিন্তু মলের মাত্রা কমিয়া আসে—শেষে সামান্য রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মায় পরিণত হয়। তাহাও অতি কষ্টে ও কুন্থনে নির্গত হইতে থাকে। মল প্রায় থাকে না, কেবল আমরক্ত কিম্বা অতি অল্প মাত্রায় কখন কখন মল থাকে। নিঃসৃত আম মিশ্রিত রক্তের আঁস্‌টে বা এক প্রকার বিচিত্র দুর্গন্ধ থাকে। পেটের নিম্নভাগে টিপিলে ব্যথা অনুভব করে। অন্ত্রের যত শেষ ভাগের দিকে ক্ষতের অধিষ্ঠান হইবে রোগীর মলত্যাগ-কালীন কুন্থন ততই অধিকতর হইবে। উদরের ব্যথা এবং পেটকামড়ানি যত প্রবল হইবে রোগ তত কঠিন বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদরের ব্যথা ও কোঁৎপাড়া কম এবং কেবল আমমিশ্রিত রক্তের পরিবর্ত্তে কিছু কিছু

মল দেখা দিলে রোগ প্রশমনের দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা—পীড়ার প্রারম্ভ হইতে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হইবে। ধারক ঔষধ যত ব্যবহার না করা যায় ততই ভাল। ধারক ঔষধ প্রদাহ বর্দ্ধিত করে। অন্ত্রের দূষিত স্রাব রোধ করায়, যাহা বাহির হওয়া উচিত ছিল তাহা অন্ত্রে সঞ্চিত হইয়া পচিতে থাকে—বায়ু সঞ্চিত হইয়া পেট স্ফীত হয় তজ্জন্য বিষম বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে ঘোরতর কষ্ট দেয়। অতএব ধারক ঔষধ ব্যবহার না করিয়া উদরে সঞ্চিত দূষিত বস্তুর যাহাতে নিঃসরণ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এতদর্থে বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈল কিম্বা দধির সহিত তিল তৈল পান করাইবে। পথ্য—দুগ্ধের জলীয়াংশ, বার্লির জল, উদ্ধৃত-স্নেহ তক্র এবং আপত্তি না থাকিলে মাংস যূষ দিবে। রোগীকে সম্পূর্ণ স্থির ভাবে শয্যায় শয়ান রাখিবে। পেটে গরম কাপড় বাঁধিয়া রাখিবে। পূর্ব্বকথিত স্নেহ-পানের পর, খুব সম্ভবতঃ বারম্বার মলত্যাগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাওয়ায়, রোগী আরাম বোধ করিবে। অতঃপর কুটজলেহ বা কুটজ ঘটিত অন্য কোন ঔষধ সেবনে পীড়া সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। বেলশুঁটের ক্বাথ আম পরিপাক করে, বার্লির জলের সহিত ইহা মিশাইয়া দেওয়া যায়। উদরের ব্যথা প্রশমনার্থ তার্পিণ তৈলের স্বেদ দিবে। এই স্বেদ দুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায় (১) একটুকরা ফ্ল্যানেল অত্যুষ্ণজলে ভিজাইয়া খুব জোরে নিঙড়াইয়া শুষ্কবৎ করিবে। পরে উহাতে তার্পিনতৈল বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া পেটে চাপিয়া ধরিবে। (২) পেটের যে স্থানে বেদনা আছে সেই স্থানের পরিমাণ অনুসারে একটুকরা কাপড় বা "লিণ্ট" তার্পিণ তৈলে ভিজাইয়া পেটে বিছাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর অগ্নিতে উত্তপ্ত একখণ্ড ফ্ল্যানেল চাপিয়া ধরিবে। রোগী যত গরম সহ্য করিতে পারে সেইরূপই গরম করিবে। পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে যুক্তিপূর্ব্বক সেগুলিও প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমি।

চিকিৎসা নির্ব্বাহ জন্য আমরা ক্রিমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। যথা—তন্তু-ক্রিমি, বৃত্ত ক্রিমি এবং ফিতাক্রিমি।

তন্তু-ক্রিমি—আকারে ¼ বা ⅙ ইঞ্চ কথন বা এতদপেক্ষা দীর্ঘতর হয়। পুংজাতীয় তন্তু-ক্রিমি অপেক্ষা স্ত্রীজাতীয় তন্তু-ক্রিমি দীর্ঘতর। ছোট ছোট সূতার মত ক্রিমি শিশুর পরিত্যক্ত বিষ্ঠার উপর দ্রুতভাবে নড়িলে দেখা যায়। এই সকল ক্রিমি অন্ত্রের নিম্নভাগে অবস্থিতি করে। যে সকল শিশু কেবল মাতৃস্তন্য পান করে তাহাদের প্রায় এই জাতীয় ক্রিমি হয় না।

বৃত্ত-ক্রিমি—আকারে ৪—১২ ইঞ্চ দীর্ঘ। স্ত্রীজাতীয় কৃমিগুলি অপেক্ষা পুরুষজাতীয় ক্রিমিগুলি হ্রস্বতর। ইহাদের গাত্র মসৃণ, বর্ণশুভ্র বা গোলাপী। আকার—মধ্যদেশ স্থূল, দুই প্রান্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ। এই সকল ক্রিমি আমাশয়ের নিম্নে অন্ত্রের অগ্রদেশে অবস্থিতি করে। কথন কথন ইহারা আমাশয়ে উপস্থিত হয় এবং তথন বমির সহিত নিঃসৃত হইয়া যাইতে পারে। তিন হইতে দশ বৎসর বয়স্ক শিশুর এই জাতীয় ক্রিমি প্রায় হয়। সাধারণতঃ সংখ্যায় ৩।৪টী কচিৎ ২০টী পর্য্যন্ত কথনও বা আরও অধিক দেখা যায়।

ফিতা-ক্রিমি—ইহারা দীর্ঘে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের দেহের প্রশস্ততর অংশের বিস্তার এক ইঞ্চির ⅙ অংশ। মাথা গোলাকার, আলপিণের মাথার মত। ইহাদের সমস্ত শরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে গ্রথিত। একএকটী খণ্ড, যদি ক্রিমি-শরীর হইতে পৃথক হয় তবে তাহা হইতে একএকটী ফিতাক্রিমি জন্মিতে পারে। একটী পরিপুষ্ট ফিতাক্রিমির শরীর ১১ শত খণ্ডে গঠিত! ইহারা অন্ত্রে বা অন্ত্রের অগ্রভাগে অবস্থিতি করে।